মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৫তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক
১৫তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

অহি-র বিধান বনাম মানব রচিত বিধান

নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে বলা হয় অহি-র বিধান। পক্ষান্তরে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বিধানকে বলা হয় মানব রচিত বিধান। দু'টি আইনের উৎস হ'ল দু'টি : আল্লাহ এবং মানুষ। এক্ষণে আমরা দু'টি আইনের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরব।-

১ম : মানব রচিত আইনের নীতিমালা সমসাময়িক সমাজের প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। এই আইন সমাজের প্রয়োজনের অনুবর্তী ও বশবর্তী হয়। এভাবে মানব রচিত আইন সমূহকে প্রথম যুগ থেকে এযাবৎ বড় বড় কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছে এবং বর্তমানে তা একটি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে ছিল না। যদিও এই দর্শন স্রেফ মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত, যা অপূর্ণ। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান হ'ল এমন এক সত্তার নাযিলকৃত বিধান যার জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং যা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের গণ্ডীভূত নয়। যেখানে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অন্য কোন জ্ঞান সূত্রের প্রয়োজন নেই।

২য় : মানবীয় বিধান ও অহি-র বিধান উভয়ের উদ্দেশ্য সামাজিক শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানবীয় বিধান ভবিষ্যত ধারণার ভিত্তিতে রচিত হয় এবং যা বার বার পরিবর্তনশীল। ফলে তা চিরন্তন হয় না এবং এই সমাজে শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ সর্বদা অনিশ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান অভ্রান্ত জ্ঞানসত্তার পক্ষ হ'তে প্রেরিত হওয়ায় তা চিরন্তন হয় এবং এই সমাজে শান্তি ও অগ্রগতি সর্বদা নিশ্চিত থাকে।

৩য় : মানবীয় বিধান মানবীয় আবিষ্কার সমূহ এবং তার অভূতপূর্ব প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হয়। ফলে তাকে ঘন ঘন হোচট খেতে হয় ও বারবার বিধান ও উপ-বিধান সমূহ রচনা করতে হয়। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান সমূহ এমনামন মৌলিকত্বে সমৃদ্ধ, যার আবেদন ও ব্যাপ্তি সার্বজনীন ও সর্বযুগীয়। যেমন বলা হয়েছে 'তোমরা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ কর' *(আলে ইমরান ৯)*। 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদা ২)*। 'কারু ক্ষতি করো না ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ)*। 'অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২৭৯)*। 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৭)*। 'ধনীদের নিকট থেকে নাও এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম)*। 'আল্লাহ্‌র জন্যই সৃষ্টি ও শাসন' *(আ'রাফ ৫৪)*। 'সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। 'মদ, জুয়া, তীর্থবেদী, ভাগ্যতীর শয়তানী কর্ম'। এসব হ'তে বিরত থাকো' *(মায়েদা ৯০)*। 'যাবতীয় মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম)*। 'যে প্রতারণা করে সে মুসলমান নয়' *(মুসলিম)*। 'তোমরা আল্লাহ্‌র

সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা ন্যায় বিচারের উপর দণ্ডায়মান থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ১৩৫)*। 'বড়কে সম্মান কর ও ছোটকে স্নেহ কর' *(আবুদাঊদ)*। উপরোক্ত বিশ্বজনীন মূলনীতি সমূহ যদি মানুষ সর্বদা মেনে চলে, তবে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতি সর্বদা অটুট থাকবে।

৪র্থ : মানবীয় বিধান সমূহ নিজেদের স্বার্থদুষ্ট লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে, যা অনেক সময় সামাজিক অশান্তি ও সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়। পক্ষান্তরে অহি-র বিধান সর্বদা অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। যা সমাজ উন্নয়নের গ্যারান্টি হয়।

৫ম : অহি-র বিধান সকল মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্য কল্যাণকর। মানবীয় বিধান সকলের জন্য সমভাবে কল্যাণকর নয়।

৬ষ্ঠ : অহি-র বিধান সমাজে সর্বদা একদল মহৎ, পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল আধ্যাত্মিক মানুষ তৈরী করে। যুগে যুগে এরাই হলেন সমাজের আদর্শ ও সকল মানুষের অনুসরণীয় ও পূজনীয়। পক্ষান্তরে মানবীয় বিধান স্বার্থপর ও বস্তুবাদী মানুষ তৈরী করে। যাদের নিকটে নিঃস্বার্থপরতা নিতান্তই দুর্লভ বস্তু।

উপরোক্ত আলোচনায় অহি-র বিধানের ছয়টি মৌলিক দিক উদ্ভাসিত হয়। ১. পূর্ণতা ২. চিরন্তনতা ৩. বিশ্বজনীনতা ৪. ন্যায়পরায়ণতা ৫. কল্যাণকারিতা এবং ৬. মহত্ত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ইসলামের এইসব মহান নীতিমালা মওজুদ থাকতে ইসলামী দেশসমূহে পাশ্চাত্য ও মানবীয় আইন সমূহ কিভাবে শাসকের মর্যাদায় স্থান নিল? একটু চিন্তা করলেই এর জবাব পাওয়া যাবে। আর তা হ'ল- ১. এই দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য বিদেশীদের নিরন্তর ষড়যন্ত্র ২. তাদের পদলেহী দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ৩. চাকচিক্য সর্বস্ব তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ততা। ৪. ইসলামী আইন ও বিধান সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতা ৫. দেশের আলেম সমাজের অধিকাংশের মধ্যে অনুদারতা এবং অহি-র বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অপ্রতুলতা।

উক্ত কারণগুলি দূর করার জন্য আমাদের করণীয় ছিল মূলতঃ দু'ধরনের। এক- প্রশাসনিক ও দুই- সামাজিক। প্রথমোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে ইংরেজ চলে যাওয়ার পর হ'তে বিগত ৬৪ বছরেও আমাদের কোন পরিবর্তন আসেনি। কেবল নেতা ও মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। বৃটিশের রেখে যাওয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি সবই প্রায় বহাল আছে শতভাগ। দ্বিতীয়টিতে কিছু আশা এখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। তাই বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ সংশোধন ও গণজাগৃতির কিছু প্রয়াস বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অনীহা বা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায় শ্যেনদৃষ্টির ফলে এবং দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে এই উদ্যোগগুলি আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে দেশ ও সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বের অবনতির কারণ হ'ল অহি-র বিধানের পরিত্যাগ। যে জাতি যত বেশী অহি-র বিধানের অনুসারী হবে, সে জাতি তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে জাতি যত বেশী এই বিধান থেকে দূরে যাবে, সে জাতি তত বেশী অবনত ও অপদস্ত হবে। কারণ এলাহী বিধানে অবর্তমানে কেবল শয়তানী বিধান অবশিষ্ট থাকে। তখন মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্য করে না। বরং তার নফসের আনুগত্য করে। এ দু'টির মধ্যবর্তী অন্য কিছু নেই, যার আনুগত্য করা যায়। আর নফসের অপর নাম হ'ল শয়তান। যা মানুষের রগ-রেশায় চলমান। শয়তান কখনোই মানুষের মঙ্গল চায় না। সে প্রলোভন দিয়ে মানুষকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে। সে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর স্কন্ধে সওয়ার হয়ে কাজ করে এবং দ্রুত সমাজকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে যায়। অথচ নেতারা ভাবেন, তারা সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ফেরাঊন তার জনগণকে বলেছিল, 'আমি তোমাদের কল্যাণের পথ বৈ অন্যপথে নিয়ে যাই না' *(মুমিন ২৯)*। ফেরাঊন মূসা (আঃ)-এর আনীত অহি-র বিধান মানেনি। বরং মানুষকে নিজের অত্যাচার ও দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ রেখেছিল। সে তার অতুলনীয় যুলুমকেই তার দেশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর ভেবেছিল। মক্কার কুরায়েশ নেতারা একইভাবে শেষনবী (ছাঃ)-এর উপর যুলুম করেছিল এবং একেই সমাজের জন্য কল্যাণ ভেবেছিল। শয়তানী প্রবৃত্তি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আর যদি তারা আপনার দাওয়াত কবুল না করে, তাহ'লে জেনে রাখুন যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। আর যারা আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াত ছেড়ে স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাদের চাইতে বড় গোমরাহ আর কে আছে? *(ক্বাছাছ ৫০)*। তিনি তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না, যাদের অন্তর আমার স্মরণ থেকে গাফেল এবং যাদের কর্মকাণ্ড সীমা লংঘিত *(কাহফ ২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলনীতি আকারে বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(আহমাদ)*।

অতএব মানুষকে বেছে নিতে হবে দু'টি পথের যেকোন একটি। হয় মানবীয় বিধানের পথ, নয়তো অহি-র বিধানের পথ। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল মানুষকে শয়তানের পথ ছেড়ে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানিয়েছেন। বস্তুতঃ শান্তি কেবল সেপথেই নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই মানুষকে তার স্বভাবধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত করছে। এমনকি যে ৪০টি দেশে 'ইসলাম' রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে রয়েছে, সেখানেও রয়েছে চরম রাষ্ট্রীয় প্রতারণা। 'এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক' বলে কুফরীর সঙ্গে ইসলামকে মিলাতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এখন তাদের পরিচয় হারাতে বসেছে। সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার, জুয়া-লটারী, মাদকতা, হত্যা-সন্ত্রাস সহ প্রায় সবধরনের শয়তানী কাজ এইসব রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে চলছে। প্রশ্ন হ'ল, এভাবেই কি চলতে থাকবে? মানব রচিত বিধানের কাছে অহি-র বিধান এভাবেই কি সর্বদা পদদলিত হবে?...। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২০ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

তাবূক যুদ্ধ (غزوة تبوك)

(৯ম হিজরীর রজব মাস)

কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা :

তাবুক যুদ্ধ থেকে রামাযানে ফেরার পরপরই মাত্র তিন মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি ঘটনা ঘটে যায়। যেমন-

(১) লে'আন (لعـــان)-এর ঘটনা : স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আর তার কোন সাক্ষী না থাকে, সে অবস্থায় যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তাকে লে'আন বলা হয়। পদ্ধতি এই যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে আদালতের বিচারকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বামী আল্লাহ্‌র কসম করে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপরে আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হৌক *(নূর ২৪/৬-৭)*। 'স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম করে চারবার বলে যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসুক' *(নূর ২৪/৮-৯)*। হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং 'উওয়াইমের 'আজলানীর ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতগুলি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাদের স্বামী-স্ত্রীকে ডেকে এনে মসজিদের মধ্যে লে'আন করান। উভয় পক্ষে পাঁচটি করে সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লে'আন সমাপ্ত হ'লে 'উওয়াইমের বলেন, হে রাসূল! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তাহ'লে আমি মিথ্যা অপবাদ দানকারী হয়ে যাব। অতএব আমি তাকে তালাক দিলাম'। হেলাল বিন উমাইয়ার ঘটনায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) লে'আনের পর স্বামী ও স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং বলেন যে, স্ত্রীর গর্ভের সন্তান স্ত্রীর বলে কথিত হবে- পিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। তবে সন্তানটিকে ধিকৃত করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَــا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَــدًا 'লে'আনকারীদ্বয় পৃথক হ'লে তারা কখনোই আর একত্রিত হ'তে পারবে না'।[1] বিচারক বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেবার পর ইদ্দত পূর্ণ করে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। এভাবে লে'আনের মাধ্যমে সে দুনিয়ার শাস্তি থেকে বাঁচলেও আখেরাতের শাস্তি বেড়ে যাবে।

(২) গামেদী মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি : গামেদী মহিলার (امرأة غامديـــة) ব্যভিচারের শাস্তি দানের বিখ্যাত ঘটনাটি এ সময়ে সংঘটিত হয়। উক্ত মহিলা ইতিপূর্বে নিজে এসে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেন ও গর্ভধারণের কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে গর্ভ খালাছের পর আসতে বলেন। অতঃপর ভূমিষ্ট সন্তান কোলে নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দুধ ছাড়ানোর পর বাচ্চা শক্ত খাবার খেতে শিখলে তারপর আসতে বলেন। অতঃপর বাচ্চার হাতে রুটিসহ এলে এবং জনৈক আনছার ছাহাবী ঐ বাচ্চার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

পরকালের কঠিন শাস্তি হ'তে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় প্রাণদণ্ডের মত মর্মান্তিক শাস্তি স্বেচ্ছায় বরণ করার এ আকুতি পৃথিবীর কোন সমাজ ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে কি? প্রস্তরাঘাতে ফেটে যাওয়া মাথার ঘিলুর কিছু অংশ খালেদ ইবনে ওয়ালীদের গায়ে লাগলে তিনি গালি দিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। তাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বলেন, مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ 'থাম হে খালেদ! যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে, যদি রাজস্ব আদায়ে কারচুপিকারী ব্যক্তিও এমন তওবা করত, তাহ'লে তাকেও ক্ষমা করা হ'ত'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়েন। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তার জানাযা পড়লেন? অথচ সে যেনা করেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَــيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْــسِهَا لِلّٰهِ تَعَــالَى؟ 'এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তর জন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তওবা পাবে, যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে?'[2]

(৩) নাজাশীর মৃত্যু ও গায়েবানা জানাযা আদায় : হাবশার বাদশাহ আছহামা নাজাশী (الأصحمة النجاشي) যিনি মুসলমান ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের একান্ত হিতাকাংখী ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারী ছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সবাইকে অবহিত করে বলেন, مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَــى أَخِــيْكُمْ أَصْــحَمَةَ 'আজ একজন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমাদের ভাই আছহামার জন্য জানাযার ছালাত

১. *দারাকুৎনী হা/৩৬৬৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬৫।*

২. *মুসলিম হা/১৬৯৫-৯৬, মিশকাত হা/৩৫৬২।*

আদায় কর'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَّكُمْ مَـاتَ بِغَيْـرِ أَرْضِـكُمْ 'তোমরা তোমাদের একজন ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন'।[৪] অতঃপর তিনি ছাহাবীগণকে নিয়ে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[৫]

(৪) উম্মে কুলছূমের মৃত্যু : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছূম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। জামাতা ওছমান গণীকে তিনি বলেন, 'আমার আর কোন মেয়ে থাকলে তাকেও আমি তোমার সাথে বিবাহ দিতাম। উল্লেখ্য যে, রাসূলের দ্বিতীয়া কন্যা এবং ওছমান (রাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী রুক্বাইয়া মাত্র ২১ বছর বয়সে ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ মদীনায় পৌঁছার দিন মারা যান। অতঃপর ৩য় হিজরীতে ওছমানের সাথে উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। ৯ম হিজরীতে তার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতই ব্যথিত হন যে, তিনি কবরের পাশে বসে পড়েন। এ সময় তার গন্ড বেয়ে অশ্রুবন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

(৫) ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু : তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হয়। তার ছেলে উত্তম ছাহাবী আব্দুল্লাহ্র দাবী অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েন এবং নিজের ব্যবহৃত জামা দিয়ে তাকে কাফন পরান (মুসলিম ইবনু ওমর হ'তে)। ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূলকে নিষেধ করলেও রাসূল (ছাঃ) তা মানেননি।[৬] তিনি বলেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি একাজটি এজন্য করেছি, আমার আশা যে, এর ফলে তার গোত্রের হাযারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে'। মাগাযী এবং কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এই সৌজন্যমূলক ঘটনা দৃষ্টে খাযরাজ গোত্রের এক হাযার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

তার পুত্রের সন্তুষ্টি ছাড়াও উক্ত ঘটনার আরো একটি কারণ থাকতে পারে। সেটি এই যে, বুখারী কর্তৃক জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, বদরের যুদ্ধে বন্দী রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস-এর জন্য একটি জামার প্রয়োজন হ'লে কারু জামা তার গায়ে হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দেওয়া জামাটিই আব্বাসের গায়ে মিল হয়'। হ'তে পারে তার সেদিনের সেই ইহসানের প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজের জামা তাকে দিয়ে দেন।

তবে জানাযা পড়ানোর পরপরই মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণের উপরে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُـوْلِهِ وَمَـاتُوْا وَهُـمْ فَاسِـقُوْنَ– 'তাদের মধ্যে কারুর মৃত্যু হ'লে কখনোই তার উপরে ছালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে (অর্থাৎ তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে) এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছে পাপাচারী অবস্থায়' *(তওবাহ ৯/৮৪)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।

(৬) ৯ম হিজরীর হজ্জ : বিধি-বিধান সমূহ জারী :

হজ্জের বিধি-বিধান জারী করার উদ্দেশ্যে আবুবকর (রাঃ)-কে 'আমীরুল হাজ্জ' হিসাবে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় পাঠানো হয়। তাদের রওয়ানা হবার পরপরই সূরা তওবাহ্র প্রথম দিককার আয়াতগুলি নাযিল হয়। যাতে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত ইতিপূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে সে যুগের নিয়মানুযায়ী রাসূলের রক্ত সম্পর্কীয় হিসাবে হযরত আলীকে পুনরায় পাঠানো হয়। কেননা পরিবার বহির্ভূত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা সে যুগে স্বীকৃত বা কার্যকর হ'ত না। আরাজ (الْعَرْج) অথবা যাজনান (الضجنان) উপত্যকায় গিয়ে আলী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হন। তখন আবুবকর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, أَمِيْرٌ أَوْ مَـأْمُوْرٌ 'আমীর হিসাবে এসেছেন না মামূর হিসাবে?' আলী (রাঃ) বললেন, لاَ بَلْ مَأْمُوْرٌ 'না। বরং মামূর হিসাবে'।

অতঃপর হজ্জের বিধি-বিধান জারী করার ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ) তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। অতঃপর কুরবানীর দিন হযরত আলী (রাঃ) কংকর নিক্ষেপের স্থান জামরার নিকটে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে সূরা তওবাহ্র প্রথম দিককার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পড়ে শুনান এবং পূর্বের সকল চুক্তি বাতিলের ঘোষণা জারী করে দিলেন।[৭] তিনি চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবিহীন সবার জন্য চার মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলেন। যাতে এই সময়ের মধ্যে মুশরিকগণ চুক্তিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করে ফেলে। তবে যেসব মুশরিক অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করেনি বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিনামা পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) একদল লোক

৩. *বুখারী হা/৩৮৭৭।*

৪. *আহমাদ হা/১৬৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭, সনদ ছহীহ।*

৫. *মুবারকপুরী অন্যত্র বলেছেন যে, আছহামা নাজাশীর মৃত্যু তাবুক যুদ্ধের পরে রজব মাসে হয়েছে (আর-রাহীক্ব ৩৫২ পৃঃ)। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, রাসূলের তাবুক যুদ্ধে গমন ৯ম হিজরীর রজব মাসে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন রামাযান মাসে (পৃঃ ৪৩৬)। অতএব তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ অনিশ্চিত রইল।- লেখক।*

৬. *বুখারী হা/১২৬৯।*

৭. *ছহীহ বুখারী হা/৩৬৯, ১৬২২, ৩১৭৭; আর-রাহীক্ব ৪৪০ পৃঃ; রহমাতুল লিল আলামীন ১/২২৮। গ্রন্থকার মানছূরপুরী এখানে বুখারী 'হজ্জ' অধ্যায় ৬৭ অনুচ্ছেদের (হা/১৬২২) বরাতে সূরা তওবার ৪০টি আয়াত পড়ে শুনান বলেছেন। অথচ সেখানে কেবল সূরা তওবার কথা রয়েছে, ৪০টি আয়াতের কথা নেই। -লেখক।*

পাঠিয়ে ঘোষণা জারী করে দেন যে, لاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ ‘এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক কা‘বা গৃহে হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন নগ্ন ব্যক্তি কা‘বা গৃহ ত্বওয়াফ করতে পারবে না’।[৮] এর ফলে মূর্তিপূজা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হ’ল। মূলতঃ ৯ম হিজরীর এই হজ্জ ছিল পরবর্তী বছর রাসূলের বিদায় হজ্জের প্রাথমিক পর্ব। যাতে ঐ সময় মুশরিকমুক্ত হজ্জ সম্পন্ন করা যায় এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহ্র ১২৯টি আয়াতের মধ্যে অনেকগুলি আয়াত তাবুক যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে, মধ্যে ও ফিরে আসার পর নাযিল হয়।[৯]

তাবুক যুদ্ধের গুরুত্ব :

(১) এই যুদ্ধে বিশ্বশক্তি রোমকবাহিনীর যুদ্ধ ছাড়াই পিছু হটে যাওয়ায় মুসলিম শক্তির প্রভাব আরব ও আরব এলাকার বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

(২) রোমকদের কেন্দ্রবিন্দু সিরিয়া ও তার আশপাশের সকল খৃষ্টান শাসক ও গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ মুসলিম শক্তির সাথে স্বেচ্ছায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে আরব এলাকা বহিঃশক্তির হামলা থেকে নিরাপদ হয়।

(৩) শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি হিসাবে নয়, সর্বোচ্চ মানবাধিকার নিশ্চিতকারী বাহিনী হিসাবে মুসলমানদের সুনাম-সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দলে দলে খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে যায় এবং যা খেলাফতে রাশেদাহ্র সময় বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিজয়ে সহায়ক হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া রোমকভীতিকে অগ্রাহ্য করে এবং কঠিন দৈন্যদশা ও দারিদ্র্য ওক্লিষ্ট অবস্থার মধ্যেও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে দীর্ঘ ও ক্লেশকর অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের অদম্য সাহস ও বিপুল দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যা প্রতি যুগে প্রত্যেক ইসলামী শাসকের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(২) মুনাফিকরাই যে ইসলামী শাসনের সবচেয়ে বড় শত্রু তাবুকের যুদ্ধে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এমনকি মসজিদ-এর অন্তরালে যে তারা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও আত্মঘাতি কাজ করতে পারে, তারও প্রমাণ তারা রেখেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের এসব মুনাফেকী তৎপরতার মধ্যে পরবর্তী যুগের ইসলামী নেতাদের জন্য নিঃসন্দেহে হুঁশিয়ারী সংকেত লুকিয়ে রয়েছে।

(৩) জীবন ও সম্পদ সবকিছুর চেয়ে ঈমানের হেফাযতের জন্য আমীরের আদেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া যে সর্বাধিক যরূরী, তার সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে তাবুক যুদ্ধে গমনকারী শাহাদাত পাগল মুজাহিদগণের মধ্যে এবং বাহন সংকট ও অন্যান্য কারণে যেতে ব্যর্থ হওয়া ক্রন্দনশীল মুমিনদের মধ্যে। ইসলামী বিজয়ের জন্য সর্বযুগে এরূপ নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী অবশ্যই যরূরী।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুদ্ধ সমূহের উপরে পর্যালোচনা :

(১) প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রাসূল আগমনের মূল উদ্দেশ্য হ’ল দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা। বহুত্ববাদ ত্যাগ করে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী করা ও মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে মানবতার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানো। মক্কাতে রাসূল (ছাঃ) সেই দাওয়াতই শুরু করেছিলেন। কিন্তু আত্মগর্বী কুরায়েশ নেতারা রাসূলের এ দাওয়াতের মধ্যে নিজেদের দুনিয়াবী ক্ষতি বুঝতে পেরে প্রচণ্ড বিরোধিতা করল এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। কিন্তু সেখানেও তারা লুটতরাজ, হামলা ও নানাবিধ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। ফলে তাদের হামলা প্রতিরোধের জন্য এবং অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র রাসূলকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় *(হজ্জ ৩৯)*। ফলে এটাই প্রমাণিত সত্য যে, হামলাকারীদের প্রতিরোধ ও তাদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল এবং কোথাও কখনো যুদ্ধের সূচনা মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়নি।

(২) সমস্ত যুদ্ধই ছিল মূলতঃ কুরায়েশদের হিংসা ও অহংকারের ফল। বনু কুরায়েশ, বনু গাত্বফান, বনু সুলায়েম, বনু ছা‘লাবাহ, বনু ফাযারাহ, বনু কেলাব, বনু আযল ও ক্বারাহ, বনু আসাদ, বনু যাকওয়ান, বনু লাহিয়ান, বনু সা‘দ, বনু তামীম, বনু হাওয়াযেন, বনু ছাক্বীফ প্রভৃতি যে গোত্রগুলির সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, মূলতঃ এরা সবাই ছিল কুরায়েশদের পিতামহ ইলিয়াস বিন মুযারের বংশধর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও ছিলেন কুরায়েশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এদের যত লড়াই হয়েছে, সবই ছিল মূলতঃ গোত্রীয় হিংসার কারণে। এইসব গোত্রের নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব ও প্রাধান্যকে বরদাশত করতে পারেনি। বদরের যুদ্ধে বনু হাশেম গোত্র চাপের মুখে অন্যান্যদের সাথে থাকলেও তারা রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু আবু জাহল সহ বাকীরা সবাই ছিল মূলতঃ ইলিয়াস বিন মুযারের বংশধর অন্যান্য গোত্রের।

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকালে আরব উপদ্বীপের অন্য কোন গোত্রের সাথে তাঁর কোন যুদ্ধ বা সংঘাত হয়নি। তিনি সারা আরবে লড়াই ছড়িয়ে দেননি।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর শত্রুতায় ইহুদীরা ছিল কুরায়েশদের সঙ্গে একাত্ম এবং গোপনে চুক্তিবদ্ধ।

(৫) নবুঅতের পুরা সময়কালে একজন লোকও এমন পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। যতক্ষণ না সে মুসলমানদের উপরে

৮. *বুখারী হা/১৬২২, ‘হজ্জ’ অধ্যায়-২৫, ৬৭ অনুচ্ছেদ।*
৯. *আর-রাহীক্ব ৪৩৮-৩৯ পৃঃ।*

চড়াও হয়েছে, কিংবা ষড়যন্ত্র করেছে। চাই সে মূর্তিপূজারী হৌক বা ইহুদী-নাছারা হৌক বা অগ্নিউপাসক হৌক।

(৬) মুশরিকদের হামলা ঠেকাতে গিয়ে দারিদ্র্য জর্জরিত ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর মুসলিম বাহিনী ক্রমে এমন শক্তিশালী এক অপরাজেয় বাহিনীতে পরিণত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তারা কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও খেলাফতে রাশেদাহ্‌র যুগে এই বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমক ও পারসিক শক্তি ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

(৭) রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধকে পবিত্র জিহাদে পরিণত করেন। কেননা জিহাদ হ'ল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সে যুগের যুদ্ধনীতিতে সকল প্রকার স্বেচ্ছাচার সিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামী জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসৃত হয়। যা মানবতাকে সর্বদা সমুন্নত রাখে এবং যা প্রতিপক্ষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যে কারণে সারা আরবে ও আরবের বাইরে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে মূলতঃ তার আদর্শিক ও মানবিক আবেদনের কারণে।

(৮) যুদ্ধবন্দীর উপরে বিজয়ী পক্ষের অধিকার সর্বযুগে স্বীকৃত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নীতি এক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে। প্রতিপক্ষ বনু হাওয়াযেন গোত্রের ১৪ জন নেতা ইসলাম কবুল করে এলে তাদের সম্মানে ও অনুরোধে হোনায়েন যুদ্ধের ছয় হাযার যুদ্ধবন্দীর সবাইকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা শর্তে মুক্তি দেন। এমনকি বিদায়ের সময়ে তাদের প্রত্যেককে একটি করে মূল্যবান ক্বিবতী চাদর উপহার দেন।

(৯) যুদ্ধরত কাফির বা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। সেকারণ মাদানী রাষ্ট্রের অধীনে চুক্তিবদ্ধ অসংখ্য অমুসলিম নাগরিক পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে শান্তির সাথে বসবাস করত।

(১০) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি বা আদেশ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। সেকারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান হযরত ওমরের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও তাঁর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর অটুট আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে। অতএব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে এককভাবে কেউ কাউকে হত্যা বা যখম করতে পারে না। এতে বুঝা যায় যে, জিহাদ ফরয হ'লেও সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে মুসলিম সরকারের হাতে ন্যস্ত, পৃথকভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের হাতে নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর পরে খেলাফতে রাশেদাহ্‌র সময়েও একই নীতি অব্যাহত ছিল।

তুলনামূলক চিত্র

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সুলায়মান মানছূরপুরীর হিসাব মতে মাদানী যুগে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যকার যুদ্ধে উভয় পক্ষে ৮ বছরে সর্বমোট ১০১৮ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। বিনিময়ে সমস্ত আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী খেলাফত এবং যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের সমান অধিকার। জান-মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি লাভে ধন্য হয়েছিল মানবতা। বিকশিত হয়েছিল সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধের পুষ্পকলি। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা নাগরিক জীবনে এনেছিল এক অনির্বচনীয় সুখ ও সমৃদ্ধির বাতাবরণ। সৃষ্টি করেছিল সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তার অনাবিল সুবাতাস।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উক্ত ইসলামী বিপ্লবের পরে বিগত ১৩শ বছরে পৃথিবী অনেক দূর এগিয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ফ্যাসিবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাকার বহুতর মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে আধুনিক পৃথিবীতে। গত প্রায় দুই শতাব্দীকাল ব্যাপী চলছে কথিত গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জয়জয়কার। যুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানো হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মূলতঃ ঐ তিনটি গালভরা আদর্শের নাম নিয়েই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে কেবল বিংশ শতাব্দীতেই সংঘটিত প্রধান তিনটি যুদ্ধে পৃথিবীতে কত বনু আদমকে হত্যা করা হয়েছে, তার একটা হিসাব আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। তবে এ হিসাব পূর্ণাঙ্গ কি-না সন্দেহ রয়েছে। বরং প্রকৃত হিসাব নিঃসন্দেহে এর চাইতে অনেক বেশী হবে।

১. **১ম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) :** মোট নিহতের সংখ্যা ৭৩ লাখ ৩৮ হাযার। তন্মধ্যে (১) রাশিয়ায় ১৭ লাখ (২) জার্মানীতে ১৬ লাখ (৩) ফ্রান্সে ১৩ লাখ ৭০ হাযার (৪) ইটালীতে ৪ লাখ ৬০ হাযার (৫) অষ্ট্রিয়ায় ৮ লাখ (৬) গ্রেট বৃটেনে ৭ লাখ (৭) তুরস্কে ২ লাখ ৫০ হাযার (৮) বেলজিয়ামে ১ লাখ ২ হাযার (৯) বুলগেরিয়ায় ১ লাখ (১০) রুমানিয়ায় ১ লাখ (১১) সার্বিয়া-মন্টিনিগ্রোতে ১ লাখ (১২) আমেরিকায় ৫০ হাযার। সর্বমোট ৭৩ লাখ ৩৮ হাযার। এর মধ্যে ইংল্যান্ডের তালিকায় ভারতীয়দের এবং ফ্রান্সের তালিকায় সেখানকার নতুন বসতি স্থাপনকারীদের নিহতের সংখ্যা যুক্ত হয়েছে কি-না জানা যায়নি। তাছাড়া যুদ্ধে আহত, পঙ্গু, বন্দী ও নিখোঁজদের তালিকা উপরোক্ত তালিকার বাইরে রয়েছে। অন্য এক হিসাবে নিহত ৯০ লাখ, আহত ২ কোটি ২০ লাখ এবং নিখোঁজ হয়েছিল প্রায় ১ কোটি মানুষ।

২. **২য় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) :** মোট নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। তন্মধ্যে একা সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রায় ৮৯ লাখ সৈন্য হারায় বলে মস্কো থেকে এএফপি পরিবেশিত ২০০৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়। এ সময় জাপানের হিরোশিমাতে নিক্ষিপ্ত এটমবোমায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিহত হয় ১ লাখ ৩৮ হাযার ৬৬১ জন এবং ১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধ্বংসস্তূপ ও ছাইয়ে পরিণত হয়। আমেরিকার 'লিটল বয়' নামক এই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল সোয়া ৮-টায়। এর তিনদিন পরে ৯ই আগষ্ট

বুধবার দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় জাপানের নাগাসাকি শহরে। যাতে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে আড়াই লাখ বনু আদম। উভয় বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্যান্সার ইত্যাদির মত দুরারোগ্য ব্যধিতে আজও সেখানকার মানুষ মরছে। বংশপরিক্রমায় জাপানীরা বহন করে চলেছে এসব দুরারোগ্য ব্যাধি।[১০] হিরোশিমা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০শে আগষ্ট এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৪৫ সালে ৬ আগষ্টের দিনে বোমা হামলায় মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ হাযার থেকে ৪০ হাযারের মধ্যে'।[১১] এছাড়াও বর্তমানে সেখানে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের অধিকাংশ হচ্ছে পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী। মূল ধ্বংসস্থলে আজও কোন ঘাস পর্যন্ত জন্মায়না বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

৩. ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৩) : আগ্রাসী মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে আক্রান্ত ভিয়েতনামীরা দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ এই যুদ্ধ করে। এতে এককভাবে আমেরিকা ৩৬ লাখ ৭২ হাযার মানুষকে হত্যা করে ও ১৬ লাখ মানুষকে পঙ্গু করে এবং ৯ লাখ শিশু ইয়াতীম হয়।[১২]

সম্প্রতি মার্কিন আদালতে 'ভিয়েতনাম এসোসিয়েশন, ফর ভিকটিম্‌স অফ এজেন্ট অরেঞ্জ/ডায়োক্সিন'-এর পক্ষ হ'তে নিউইয়র্কের একটি আদালতে মামলা দায়ের করা হ'লে আদালত তা খারিজ করে দেয়। বাদীগণ এই রায়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানাবেন। বিবরণে বলা হয় যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এই 'এজেন্ট অরেঞ্জ' স্প্রে করেছিল। যাতে ক্যান্সার ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। 'এজেন্ট অরেঞ্জের' ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ভিয়েতনামে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ রোগাক্রান্ত বলে ধারণা করা হয়।[১৩]

এতদ্ব্যতীত বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সোমালিয়া, সার্বিয়া, কসোভো, সূদান, শ্রীলংকা, কাশ্মীর, নেপাল, ইরাক, আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশ সমূহে এইসব কথিত গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা নিত্যদিন নানা অজুহাতে যে কত মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তার হিসাব কে রাখে?

জন ডেভেনপোর্ট তার An Apology for Muhammad and Koran বইয়ে কেবলমাত্র খৃষ্টান ধর্মীয় আদালতের নির্দেশে খৃষ্টান নাগরিকদের নিহতের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ বলেছেন। স্পেন সরকার ৩ লাখ ৪০ হাযার খৃষ্টানকে হত্যা করে। যার মধ্যে ৩২ হাযার লোককে তারা জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

এছাড়াও রয়েছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এডলফ হিটলার কর্তৃক জার্মানীতে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যা করার মর্মান্তিক বিভীষিকা এবং অন্যান্য নৃশংস হত্যার কাহিনী।

(৪) **ইরাক-ইরান যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮) :** আমেরিকার উসকানিতে প্ররোচিত হয়ে ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেন ইরানের উপরে হামলা করেন। যাতে আট বছরে দুই পক্ষে কমপক্ষে দশ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে।[১৪] যুদ্ধের দীর্ঘ বিশ বছর পরে গত ২রা মার্চ '০৮ আহমেদিনেজাদই প্রথম ইরানী প্রেসিডেন্ট, যিনি ইরাক সফর করেন। পরের দিন ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসের বীজ বপন করেছে'।

ইহুদী-খৃষ্টানদের যুদ্ধনীতি :

ইহুদী-খৃষ্টানদের এই ব্যাপক নরহত্যার পিছনে রয়েছে তাদের কথিত ধর্মীয় নির্দেশনা সম্বলিত যুদ্ধনীতি। যেমন বাইবেলে যুদ্ধের সময় বেসামরিক মানুষদের, বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী ও কুমারী মেয়েদেরকে ভোগের জন্য জীবিত রাখার নির্দেশ রয়েছে। কোন দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও পশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহুদীদের দেশের নিকটবর্তী কোন দেশ হয়, তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে।[১৫]

ইসলামের যুদ্ধনীতি

ইসলামের দেওয়া যুদ্ধ নীতিতে যোদ্ধা ও বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যতীত কাউকে হত্যা করার যেমন কোন অনুমতি নেই। তেমনি শরী'আতের দেওয়া নিয়মনীতির বাইরে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ নেই। যেমন-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا– 'যদি কোন ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুগত কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের দূরত্ব হ'তে লাভ করা যাবে'।[১৬]

(২) অন্য হাদীছে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَغْدُرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَغَلُّوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

১০. *দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ৬ আগষ্ট ২০০৭, পৃঃ ৭।*
১১. *আবুল হাসান আলী নাদভী, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? ৩য় মুদ্রণ ২০০৪, পৃঃ ২৬৩।*
১২. *দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ১৮ই মে ২০০৭, পৃঃ ৬।*
১৩. *ইত্তেফাক ২৫/২/০৮, ৭ম পৃঃ ৩-৪ ক।*
১৪. *আমার দেশ, ৪ঠা মার্চ ২০০৮ পৃঃ ৫/২-৫ কলাম।*
১৫. *The Bible, Numbers 31/17-18; The Bible, Deuteronomy 20/13-16.*
১৬. *বুখারী হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৩৪৫২।*

‘তোমরা যুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ করবে না, মৃতদেহ বিকৃত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, শিশু-কিশোরদের হত্যা করবে না, গীর্জার অধিবাসী কোন পাদ্রী-সন্ন্যাসীকে, কোন মহিলাকে এবং কোন অতি বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।[১৭] খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত কোন উট বা গাভী যবেহ করবে না ...। যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত কোন ভৌতকাঠামো বিনষ্ট করবে না বা কোন বৃক্ষ কর্তন করবে না। তোমরা দয়া প্রদর্শন কর। আল্লাহ দয়াশীলদের পসন্দ করেন’। আর সেকারণেই মক্কা বিজয়ের পর দুশমননেতা আবু সুফিয়ানকে, তার স্ত্রী হেন্দাকে যিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হযরত হাসান (রাঃ)-এর নাক-কান কেটে গলার হার বানিয়েছিলেন ও তার কলিজা চিবিয়েছিলেন, অন্যতম নেতা আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা প্রমুখ শত্রুনেতা সহ সকলকে ক্ষমা করেছিলেন। কারু প্রতি সামান্যতম প্রতিহিংসামূলক আচরণ করেননি। আর এই উদারতার কারণেই তারা সবাই ইসলাম কবুল করেন ও শত্রুতা পরিহার করে রাসূল (ছাঃ)-এর দলভুক্ত হয়ে যান।

(৩) তিনি সর্বদা সৈনিকদের বলতেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ‘সহজ করো, কঠিন করো না। শান্ত থাক, ঘৃণা করো না’।[১৮] তিনি কখনো রাতে কাউকে হামলা করতেন না। কাউকে আগুনে পোড়াতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলতেন, কোন আহতকে আক্রমণ করবে না, পলাতককে ধাওয়া করবে না, বন্দী এবং কোন দূতকে হত্যা করবে না, লুটতরাজ করবে না। তিনি বলতেন, গণীমতের মাল মৃত লাশের ন্যায় হারাম’।

(৪) মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِرْفَعُوْا اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْقَتْلِ، فَلَقَدْ كَثُرَ الْقَتْلُ اِنْ نَفَعَ ‘তোমরা হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হও। কেননা এর দ্বারা কোন লাভ হ’লে এর সংখ্যা বেড়ে যেত’। অতএব এরপরে যদি কেউ হত্যা করে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য দু’টি এখতিয়ার থাকবে। তারা চাইলে হত্যার বদলে হত্যা করবে, অথবা রক্ত মূল্য গ্রহণ করবে’।

(৫) বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ইযযত পরস্পরের উপরে এমনভাবে হারাম, যেমন এই দিন, এই শহর ও এই মাস তোমাদের জন্য হারাম’।[১৯]

(৬) খ্যাতনামা খৃষ্টান পণ্ডিত ‘আদী বিন হাতেম যখন মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, يَا عَدِيْ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ؟ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ فَلَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ ‘আদী তুমি কি (ইরাকের সমৃদ্ধ শহর) হীরা দেখেছ? যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, একজন পর্দানশীন মহিলা হীরা থেকে এসে কা‘বাগৃহ ত্বাওয়াফ করবে, অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না...।[২০]

এতে বুঝা যায় যে, একমাত্র ইসলামী খেলাফতের অধীনেই রয়েছে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জান-মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি। অতএব ইসলামী জিহাদ-এর মূল উদ্দেশ্য হ’ল, মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ’তে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং সর্বত্র আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করা। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের স্থায়ী নিশ্চয়তা।

রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী জীবনের নতুন অধ্যায় :

বাদশাহদের নিকটে পত্র প্রেরণ

রাসূল (ছাঃ)-এর পুরা জীবনটাই ছিল দাওয়াত ও জিহাদের জীবন। মাক্কী জীবন ছিল এককভাবে দাওয়াতী জীবন। মাদানী জীবনে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি পেলেও তার মধ্যে তিনি সবসময় দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রে দাওয়াতী কাফেলা পাঠিয়েছেন। কখনও সফল হয়েছেন, কখনো বিফল হয়েছেন। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে আযাল ও ক্বারাহ গোত্রে আছেম বিন ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১০ জনের এবং নাজদের বনু সুলায়েম গোত্রে মুনযির বিন আমের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৭০ জনের যে তাবলীগী কাফেলা পাঠান, তারা সবাই আমন্ত্রণকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়ে যান। শেষোক্তটি বি’রে মাঊনার ঘটনা হিসাবে পরিচিত *(সারিইয়া ক্রমিক সংখ্যা ২৪ ও ২৫)*। আবার ৬ষ্ঠ হিজরীর শা‘বান মাসে সিরিয়ার দূমাতুল জান্দালের বনু কালব খৃষ্টান গোত্রের নিকটে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যে তাবলীগী কাফেলা পাঠানো হয়, তা সফল হয় এবং খৃষ্টান গোত্র নেতাসহ সবাই মুসলমান হয়ে যান *(সারিয়াহ ক্রমিক সংখ্যা ৪৪)*। এছাড়া নবী ও ছাহাবীগণ সকলে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। কেননা দাওয়াতই হ’ল ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। মাদানী জীবনে মুশরিক-মুনাফিক ও ইহুদীদের অবিরতভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলামের সুস্থ দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয়।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা‘দাহ মাসে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের জীবনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসে। ফলে এই সময়টাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত প্রসারের জন্য একটি মহতী সুযোগ হিসাবে কাজে লাগান।

১৭. *বায়হাক্বী, আহমাদ হা/২৭২৮, হাসান লি গাইরিহী।*
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭২৩।*
১৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২০. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৫৭।*

এই সময় তৎকালীন আরব ও পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশা ও গোত্রনেতাদের নিকটে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রসারে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পত্র বাহকের মাধ্যমে পত্রসমূহ প্রেরিত হয় এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী পত্রের শেষে সীলমোহর ব্যবহার করা হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং যাতে 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' খোদিত ছিল। নীচে মুহাম্মাদ, তার উপরে রাসূল এবং তার উপরে আল্লাহ এইভাবে লিখিত ছিল (محمد رسول الله)।[২১]

মানছূরপুরীর হিসাব মতে ৭ম হিজরীর ১লা মুহাররম তারিখে এইসব পত্র বিভিন্ন প্রাপকের নিকটে প্রেরিত হয়। তবে আমাদের ধারণা মতে সকল পত্র একই দিনে প্রেরণ করা হয়নি। যেমন ওমান সম্রাটের নিকটে পত্রবাহক হিসাবে আমর ইবনুল আছকে পাঠানো হয়। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় আসেন ৭ম হিজরীর প্রথম ভাগে। অতএব ওমানের পত্রটি বেশ পরে পাঠানো হয় বলে অনুমিত হয়। এলাকার ভাষায় অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিকেই পত্রবাহক নিযুক্ত করা হ'ত। যাতে তাদের নিকটে তিনি উত্তমভাবে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে সক্ষম হন। নিম্নে পত্রসমূহের কিছু নমুনা তুলে ধরা হ'ল:

১. আছহামা নাজাশীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة) : আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ)-এর মাধ্যমে হাবশার সম্রাট আছহামা ইবনুল আবজার (أَصْحَمَة بن الأَبْجَر)-এর নিকটে প্রেরিত পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي، الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدي، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمدًا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم، {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك-

'এটি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হ'তে প্রেরিত পত্র হাবশার সম্রাট আছহামা নাজাশীর নিকটে। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না। আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি তাঁর রাসূল। অতএব ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। (আল্লাহ বলেন, হে নবী!) 'আপনি বলুন, হে কিতাবধারীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান এবং তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু ইবাদত করব না। আমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমরা কাউকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। অতঃপর যদি আপনি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহ'লে আপনার উপরে আপনার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পাপ বর্তাবে'।[২২] মানছূরপুরী ত্বাবারীর বরাতে যে পত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার সাথে অনেকটা গরমিল রয়েছে।

পত্রবাহক আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ) পত্রখানা বাদশাহ নাজাশীর হাতে সমর্পণ করলে তিনি শ্রদ্ধাভরে পত্রখানা নিজের দু'চোখের উপরে রাখেন। অতঃপর সিংহাসন থেকে নেমে ভূমিতে উপবিষ্ট হয়ে জাফর ইবনে আবু তালিবের হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জওয়াবী পত্র লেখেন। যা নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ مِنَ النَّجَاشِيِّ أَصْحَمَةَ سَلاَمٌ عَلَيْك يَا نَبِيَّ اللهِ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ- اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُك يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عِيسَى لاَ يَزِيْدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ثُفْرُوْقًا إِنَّهُ كَمَا ذَكَرْتَ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بُعِثْتَ بِهِ إِلَيْنَا وَقَدْ قَرَّبْنَا ابْنَ عَمِّك وَأَصْحَابَهُ فَأَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مُصَدِّقًا وَقَدْ بَايَعْتُك وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّك وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে'- 'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি আছহামা নাজাশীর পক্ষ হ'তে। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত আল্লাহ্র নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হৌক। আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতঃপর হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকটে আপনার পত্র পৌঁছেছে, তার মধ্যে আপনি ঈসা

২১. *ইমাম বুখারী আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে উক্ত আংটি হযরত আবুবকর, পরে ওমর এবং তার পরে ওছমান (রাঃ) ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে এক সময় আংটিটি 'আরীস' (اريس) কুয়ায় পড়ে যায়। সাধ্যমত খুঁজেও তা আর পাওয়া যায়নি; বুখারী হা/৫৮৭৩ 'আংটি খোদাই' অনুচ্ছেদ।*

২২. *বায়হাক্বী ইবনু ইসহাক হ'তে।*

সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, আসমান ও যমীনের পালনকর্তার কসম! নিশ্চয়ই ঈসা আপনার বর্ণনার চাইতে কণামাত্র অধিক ছিলেন না। নিশ্চয়ই তিনি সেরূপ ছিলেন, যেরূপ আপনি বলেছেন। অতঃপর আপনি যা কিছু নিয়ে আমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার সবকিছু জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই ও তার সাথীদের আমরা নিকটবর্তী করে নিয়েছি। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আপনি সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী। আমি আপনার নিকটে বায়'আত করেছি এবং বায়'আত করেছি আপনার চাচাতো ভাইয়ের নিকটে এবং আমি তার হাতে ইসলাম কবুল করেছি বিশ্বপালক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য'।[২৩]

এখানে পত্রের বক্তব্য হিসাবে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেটা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে জা'ফরের বক্তব্য হ'তে পারে। যেমন ইতিপূর্বেকার নাজাশীর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ)-এর বরাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, هُوَ عَبْـــدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُوْلِ 'তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ ও কলেমা, যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন কুমারী সতী-সাধ্বী মরিয়ামের প্রতি'।[২৪] উল্লেখ্য যে, এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন খৃষ্টান নেতার কাছে লিখিত পত্রে পূর্বে বর্ণিত সূরা আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতটি উল্লেখ করতেন।[২৫]

অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মতে নাজাশী দু'টি নৌকা করে পত্র বাহক আমর বিন উমাইয়া যামরীর সাথে হযরত জাফর, হযরত আবু মূসা আশ'আরী প্রমুখ ছাহাবীগণকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তারা সেখান থেকে খায়বরে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট আছহামা নাজাশী ৯ম হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার মৃত্যুর দিনেই সবাইকে অবহিত করেন এবং গায়েবানা জানাযা আদায় করেন'। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গায়েবানা জানাযা।

ফায়েদা :

তাফসীরবিদগণের আলোচনায় আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, ৫ম নববী বর্ষে মুহাজিরগণের দ্বিতীয় যে দলটি হাবশায় হিজরত করেন, তাদের সাথে হযরত জাফর বিন আবু তালেব সম্ভবতঃ দু'বছর হাবশায় অবস্থান করেন এবং নাজাশী ও তাঁর সভাসদ মণ্ডলী এবং পাদরী-বিশপসহ রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এ সময় নাজাশীর দরবারে জাফরের দেওয়া ভাষণ নাজাশী ও তার সভাসদদের অন্তর কেড়ে নেয়। ইসলামের সত্যতা ও শেষনবীর উপরে তাদের বিশ্বাস তখনই বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতঃপর হাবশার মুহাজিরগণ যখন মদীনায় যাওয়ার সংকল্প করেন। তখন সম্রাট নাজাশী তাদের সাথে ৭০ জনের একটি ওলামা প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে ৬২ জন ছিলেন আবিসিনীয় এবং ৮ জন ছিলেন সিরিয়। এরা ছিলেন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সংসার ত্যাগী দরবেশ সুলভ পোষাকে এই প্রতিনিধিদলটি রাসূলের দরবারে পৌঁছলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। সূরা ইয়াসীন শ্রবণকালে তাদের দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে। তারা বলে ওঠেন ইনজীলের বাণীর সাথে কুরআনের বাণীর কি অদ্ভূত মিল! অতঃপর তারা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।

প্রতিনিধি দলটির প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজাশী প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। যদিও প্রথম থেকেই তিনি শেষনবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ধর্মনেতাদের ভয়ে প্রকাশ করেননি। অতঃপর তিনি একটি পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাযটি পথিমধ্যে ডুবে গেলে আরোহী সকলের মর্মান্তিক সলিল সমাধি ঘটে।

উক্ত খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের মদীনায় গমন ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করেই সূরা মায়েদাহ ৮২ হ'তে ৮৫ চারটি আয়াত নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ، وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আপনি সব লোকের চাইতে ঈমানদারগণের অধিক শত্রু পাবেন ইহুদী ও মুশরিকদের এবং নিশ্চয়ই আপনি সব লোকের চাইতে ঈমানদারগণের অধিক নিকটবর্তী পাবেন ঐসব লোকদের, যারা বলে আমরা নাছারা। এটা এজন্য যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক আলেম ও দরবেশ এবং তারা অহংকার করে না'। 'আর যখন তারা শ্রবণ করে ঐ বস্তু যা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে, তখন আপনি দেখবেন যে, তাদের চক্ষুসমূহ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে একারণে যে, তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে। অতঃপর তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ঈমানের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নাও' *(মায়েদাহ ৫/৮২-৮৩)*।

সম্রাট নাজাশীর উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহের কারণে এবং তাঁর

২৩. *যাদুল মা'আদ ৩/৬০৩।*
২৪. *আহমাদ হা/১৭৪০; ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ১১৫, সনদ ছহীহ; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৬।*
২৫. *রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/১৫০।*

প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের খবর জানতে না পারায় ও তাঁর প্রেরিত পত্র হস্তগত না হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন এবং যা তিনি শ্রদ্ধাভরে কবুল করেন।

মুবারকপুরীর তাহকীক্ব মতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বাদশাহ নাজাশীর নিকটে তিনবারে তিনটি চিঠি লেখেন। প্রথমটি ছিল মক্কায় থাকাকালীন সময়ে ৫ম নববী বর্ষের রজব মাসে যখন সেখানে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম হিজরত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ৮৩ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা হিজরত করেন। পত্র বাহক ছিলেন জা'ফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। সেখানে বক্তব্য ছিল, ... وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ ابْنَ عَمِّيْ جَعْفَراً وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِذَا جَاءَكَ فَأَقِرَّهُمْ وَدَعِ التَّجَبُّرَ 'আমি আপনার নিকটে আমার চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালেবকে পাঠালাম। তার সাথে মুসলমানদের একটি দল রয়েছে। অতএব যখন সে আপনার নিকটে যাবে, আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন এবং কোনরূপ যবরদস্তি করবেন না'।

অতঃপর দ্বিতীয় পত্রটি ছিল ৭ম হিজরীর ১লা মুহাররম তারিখে যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সবশেষে তৃতীয় পত্রটি ছিল ৯ম হিজরীর রজব মাসে। আছহামা নাজাশীর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আসীন নতুন নাজাশীর নিকটে।

শেষোক্ত পত্রে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নতুন বাদশাহ্র নাম উল্লেখ করেননি। তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন কি-না তাও জানা যায়নি।[২৬]

২. মিসর রাজ মুক্বাউক্বিসের নিকটে পত্র (الكتـــاب إلى المقـــوقس ملـــك مـــصر) : মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার (الإسكندرية) খৃষ্টান সম্রাট জুরায়েজ বিন মাত্তা (جُرَيْج بـــن مَتَّي) *(ডঃ হামীদুল্লাহ এঁর নাম বলেছেন, বেনিয়ামীন (البنيامين)* ওরফে মুক্বাউক্বিসের (المقوقس) নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পত্র লেখেন। যার বাহক ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবী বালতা'আহ (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْقِبْطِ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে'- 'আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে ক্বিবতীদের সম্রাট মুক্বাউক্বিসের প্রতি'। শান্তি বর্ষিত হৌক তাঁর প্রতি, যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন। কিন্তু যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহ'লে ক্বিবতীদের (অর্থাৎ মিসরীয়দের ইসলাম গ্রহণ না করার) পাপ আপনার উপরে বর্তাবে। (আল্লাহ বলেন,) 'হে কেতাবধারীগণ! তোমরা এস...' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*।

হযরত হাতেব বিন আবী বালতা'আহ (রাঃ) পত্র খানা সম্রাটের হাতে সমর্পণ করার পর বললেন, আপনার পূর্বে এই মিসরে এমন একজন শাসক গত হয়ে গেছেন, যিনি বলতেন, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى 'আমিই তোমাদের বড় পালনকর্তা'। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন' *(নাযে'আত ৭৯/২৪-২৫)*। হাতেব বলেন, فَاعْتَبِرْ بِغَيْرِكَ وَلاَ يَعْتَبِرُ غَيْرُكَ بِكَ 'অতএব আপনি অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং অন্যেরা যেন আপনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে'। জওয়াবে মুক্বাউক্বিস বললেন, إِنَّ لَنَا دِيْنًا لَنْ نَدَعَهُ إِلاَّ لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ 'নিশ্চয়ই আমাদের একটি দ্বীন রয়েছে। আমরা তা ছাড়তে পারি না, যতক্ষণ না তার চাইতে উত্তম কিছু পাই'। হাতেব (রাঃ) বললেন, আমরা আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। যার মাধ্যমে আল্লাহ বিগত দ্বীনসমূহের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেছেন। আমাদের নবী সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। কুরায়েশরা শক্তভাবে বিরোধিতা করে, ইহুদীরা শত্রুতা করে। কিন্তু নাছারাগণ নিকটবর্তী থাকে। আমার জীবনের কসম! ঈসার জন্য মূসার সুসংবাদ ছিল যেমন, মুহাম্মাদের জন্য ঈসার সুসংবাদও ছিল তেমন। কুরআনের প্রতি আপনাকে আমাদের আহ্বান ঐরূপ, যেমন ইনজীলের প্রতি তাওরাত অনুসারীদেরকে আপনার আহ্বান। যখন কোন নবীর আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই যুগের সকল লোক তার উম্মত হিসাবে গণ্য হয়। তখন তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আনুগত্য করা। আপনি তাদের মধ্যেকার একজন, যিনি বর্তমান নবীর যুগ পেয়েছেন। আমরা মসীহের দ্বীন থেকে আপনাকে নিষেধ করছি না। বরং আমরা তাঁর দ্বীনের প্রতিই আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি'।

মুক্বাউক্বিস বললেন, আমি এ নবীর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি তাকে পেয়েছি এভাবে যে, তিনি কোন অপসন্দনীয় কাজের নির্দেশ দেন না। আমি তাঁকে ভ্রষ্ট জাদুকর বা মিথ্যুক গণৎকার হিসাবে পাইনি। আমি তাঁর সাথে

২৬. *আর-রাহীক্ব ৩৫৩ পৃঃ।*

নবুঅতের এই নিদর্শন পাচ্ছি যে, তিনি গায়েবী খবর প্রকাশ করছেন এবং পরামর্শের (মাধ্যমে কাজ করার) নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব আমি ভেবে দেখব'। অতঃপর তিনি পত্রখানা সসম্মানে হাতীর দাতের দ্বারা নির্মিত একটি বাক্সে রাখলেন এবং সীলমোহর দিয়ে যত্নসহকারে রাখার জন্য দাসীর হাতে দিলেন। অতঃপর আরবী জানা একজন কেরানীকে ডেকে নিম্নোক্ত জওয়াবী পত্র লিখলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلاَمٌ عَلَيْك أَمّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَك وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيهِ وَمَا تَدْعُو إلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا بَقِيَ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُوْلَك وَبَعَثْتُ إلَيْك بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَبِكِسْوَةٍ وَأَهْدَيْتُ إلَيْك بَغْلَةً لِتَرْكَبَهَا وَالسَّلاَمُ عَلَيْك-

'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে' 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র জন্য ক্বিবতীসম্রাট মুক্বাউক্বিসের পক্ষ হ'তে- আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হউক! অতঃপর আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং সেখানে আপনি যা বর্ণনা করেছেন ও যেদিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তা অনুধাবন করেছি। আমি জানি যে, একজন নবী আসতে বাকী রয়েছেন। আমি ধারণা করতাম যে, তিনি শাম (সিরিয়া) থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি এবং আপনার নিকটে দু'জন দাসী পাঠিয়েছি, ক্বিবতীদের মাঝে যাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্য পোষাক এবং বাহন হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চর উপঢৌকন স্বরূপ পাঠালাম। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক!'

মুক্বাউক্বিস এর বেশী কিছু লেখেননি, ইসলামও কবুল করেননি। দাসী দু'জন ছিল মারিয়াহ (مَارِيَــةُ) এবং শিরীন (سِيْرِينُ)। মারিয়া ক্বিবতিয়ার গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ সন্তান ইবরাহীমের জন্ম হয়। শিরীনকে কবি হাসসান বিন ছাবিত আনছারীকে দেওয়া হয়। 'দুলদুল' নামক উক্ত খচ্চরটি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যামানা পর্যন্ত জীবিত ছিল'।[২৭]

৩. পারস্য সম্রাট কিসরার নিকটে পত্র (الكتاب إلى كسرى ملك فارس) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, যিনি ছিলেন অর্ধেক প্রাচ্য দুনিয়ার অধিপতি এবং মজূসী বা যারদাশতী ধর্মের অনুসারী, যারা অগ্নিপূজক ছিলেন। পত্রবাহক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সাহমী (عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ الـــسَّهْمِيُّ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسَ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَإِنِّيْ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ- أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوْسِ-

'...আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সকল মানব জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল'। 'যাতে তিনি জীবিতদের (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শন করেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*। ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। যদি অস্বীকার করেন, তাহ'লে মজূসীদের পাপ আপনার উপরে বর্তাবে'।

পত্রবাহক সাহমী (রাঃ) পত্রখানা (কিসরার গভর্ণর) বাহরায়নের শাসকের নিকটে হস্তান্তর করেন। অতঃপর পত্রটি গভর্ণর তার লোকদের মারফত পাঠান, না সাহমী (রাঃ)-কেই পাঠান, সে বিষয়টি সম্পর্কে মুবারকপুরী নিশ্চিত নন। যাই হোক পত্রটি যখন কিসরাকে পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তিনি পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন ও দম্ভভরে বলেন, عَبْدٌ حَقِيْرٌ مِنْ رَعِيَّتِيْ يَكْتُبُ اسْمَهُ قَبْلِــيْ 'আমার একজন নিকৃষ্ট প্রজা তার নাম লিখেছে আমার নামের পূর্বে'। এ খবর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি বলেন, مَزَّقَ اللهُ مُلْكَــهُ 'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করুন'! ভবিষ্যতে সেটাই হয়েছিল। কিসরা তার অধীনস্থ ইয়ামনের গভর্ণর বাযান (بــاذان)-এর কাছে লিখলেন, 'হেজাযের এই ব্যক্তিটির নিকটে তুমি দু'জন শক্তিশালী লোক পাঠাও। যাতে তারা ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে'। বাযান সে মোতাবেক দু'জন লোককে একটি পত্রসহ মদীনায় পাঠান, যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সাথে কিসরার দরবারে চলে যান। তারা গিয়ে রাসূলের সাথে বেশ ধমকের সুরে কথা বলল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেশ তোমরা কাল এসো। এরি মধ্যে ইরানের রাজধানীতে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে যায়। পুত্র শিরওয়াইহ (شــيرويه) পিতা খসরু পারভেযকে হত্যা করে রাতারাতি সিংহাসন দখল করে নেয়। ৭ম হিজরীর ১০ জুমাদাল উলা মঙ্গলবারের রাতে এ আকস্মিক ঘটনা ঘটে যায়। পরদিন সকালে ঐ দু'জন লোক রাসূলের দরবারে এসে ঘটনা শুনে অবিশ্বাস করে বলে উঠল, আমরা আপনার এই বাজে কথা

২৭. *যাদুল মা'আদ ৩/৬০৪*।

সম্রাটের কাছে লিখে পাঠাব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তবে তাকে একথা বলো যে,

وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهي الخف والحافر، وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك، وملكتك على قومك من الأبناء–

'আমার দ্বীন ও শাসন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত কিসরা পৌঁছেছেন এবং সেখানে গিয়ে শেষ হবে। যার পরে আর উট ও ঘোড়ার পা যাবে না'। তাকে একথাও বলো যে, 'যদি তিনি মুসলমান হয়ে যান, তবে তার অধিকারে যা কিছু রয়েছে, সব তাকে দেওয়া হবে এবং তাকে তোমাদের জাতির জন্য বাদশাহ করে দেওয়া হবে'।[২৮] লক্ষণীয় বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পত্রে أَسْلِمْ تَسْلَمْ 'ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন' কথাটি লিখেছিলেন, যা ছিল এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। কিসরা প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন ও পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে চরম বেআদবী করেন। ফলে তার রাজনৈতিক নিরাপত্তা দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একই কথা তিনি খৃষ্টান রাজা নাজাশীকে লিখলে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তার রাজ্য নিরাপদ ও সুদৃঢ় হয়। অপর খৃষ্টান রাজা মুক্বাউক্বিস ইসলাম কবুল না করলেও প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র ও পত্রবাহক দূতকে সম্মান করেন ও মদীনায় মূল্যবান উপঢৌকনাদি পাঠান। ফলে তার রাজ্য নিরাপদ থাকে।

বলা বাহুল্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদত্ত উক্ত আগাম খবরে বাযান ও ইয়ামনে বসবাসরত পারিসকরা সবাই মুসলমান হয়ে যায় ও তাদের শাসিত এলাকার অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যায়।

৪. রোম সম্রাট ক্বায়ছার হেরাক্লিয়াসের নিকটে পত্র (الكتاب إلى قيصر ملك الروم) : রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের শাসক কনষ্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত খৃষ্টান সম্রাট হেরাকল এ সময় যেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন।[২৯] পত্রবাহক দেহিয়া বিন খালীফা কালবী ওরফে দেহিয়াতুল কালবী (রাঃ) সরাসরি গিয়ে তাকে রাসূলের পত্রটি হস্তান্তর করেন। তবে মুবারকপুরী বলেন, রাসূলের নির্দেশ মতে তিনি পত্রটি বছরার শাসনকর্তার নিকটে হস্তান্তর করেন এবং তিনি এটা রোম সম্রাটকে পৌঁছে দেন। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدي، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الخ–

'... ইসলাম কবুল করুন! নিরাপদ থাকুন। ইসলাম কবুল করুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন। যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহ'লে আপনার উপরে প্রজাবৃন্দের পাপ বর্তাবে। (আল্লাহ বলেন,) হে কিতাবধারীগণ'!...।

মনছূরপুরীর মতে সম্রাট রাসূল (ছাঃ)-এর দূতকে খুব সমাদর করেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে তাকে অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে অধিক জানার জন্য মক্কা থেকে আগত কোন ব্যবসায়ীকে দরবারে আনার নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, ঘটনাক্রমে ঐ সময় আবু সুফিয়ান একটি ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে শামে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দরবারে ডেকে আনা হয়। হেরাক্বল তার দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কথিত নবীর সবচাইতে নিকটাত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান বললেন, আমি। আবু সুফিয়ান বলেন, অতঃপর আমাকে তিনি কাছে ডেকে নিলেন এবং আমার সাথীদের পিছনে বসালেন। অতঃপর তিনি আমার সাথীদের বললেন, আমি এঁকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব। মিথ্যা বললে, তোমরা ধরে দিবে'। আবু সুফিয়ান তখন ইসলামের শত্রুদের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমাকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করার ভয় না থাকত, তাহ'লে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতাম। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হেরাকল ও আবু সুফিয়ানের মধ্যকার কথোপকথন ও হেরাকলের মন্তব্য সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

প্রশ্ন-১ : নবীর বংশ মর্যাদা কেমন? **উত্তর :** উচ্চ বংশীয়।

(হেরাকলের মন্তব্য) : হ্যাঁ। এরূপই হয়ে থাকে। যাতে তাঁর প্রতি আনুগত্যে কারু মনে সংকোচ সৃষ্টি না হয়।

প্রশ্ন-২ : তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কেউ নবুঅতের দাবী করেছেন কি?

উত্তর : না'। মন্তব্য : হ্যাঁ। এরূপ হ'লে বুঝতাম যে, বাপ-দাদার অনুকরণে এ দাবী করেছেন।

প্রশ্ন-৩ : নবুঅতের দাবী করার পূর্বে ইনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন বা তার উপরে মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর : না'। মন্তব্য : ঠিক। যে ব্যক্তি মানুষকে মিথ্যা বলে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না।

প্রশ্ন-৪ : নবীর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কখনো বাদশাহ ছিলেন কি? **উত্তর :** না'। মন্তব্য : এটা থাকলে আমি বুঝতাম যে, নবুঅতের বাহানায় বাদশাহী হাছিল করতে চায়।

---

২৮. *ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৩৬২, সনদ যঈফ।*

২৯. *পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয স্বীয় পুত্রের হাতে নিহত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন কিসরা রোম সম্রাটের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহ ফেরৎ দেন। এ সময় তাদের ধারণা মতে হযরত ঈসাকে হত্যা করার কাজে ব্যবহৃত ক্রুশটিও ফেরৎ দেওয়া হয়। এই অভাবিত সন্ধিতে খুশী হয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোম সম্রাট যেরুযালেম আসেন এবং ক্রুশটিকে স্বস্থানে রেখে দেন। ৭ম হিজরীতে (মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দে) এ ঘটনা ঘটে।*

প্রশ্ন-৫ : তাঁর অনুসারীদের মধ্যে গরীব ও দুর্বল লোকদের সংখ্যা বেশী, না অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বেশী?

উত্তর : গরীব ও দুর্বল লোকদের সংখ্যা বেশী'। মন্তব্য : প্রত্যেক নবীর প্রথম অনুসারী দল দুর্বলেরাই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৬ : এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?

উত্তর : বাড়ছে'। মন্তব্য : ঈমানের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় ও ক্রমে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন-৭ : কেউ কি তাঁর দ্বীন ত্যাগ করে চলে যায়?

উত্তর : না'। মন্তব্য : ঈমানের প্রভাব এটাই যে, একবার হৃদয়ে বসে গেলে তা আর বের হয় না।

প্রশ্ন-৮ : এই ব্যক্তি কখনো অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন কি?

উত্তর : না'। তবে এ বছর আমরা (হোদায়বিয়ার) সন্ধিচুক্তি করেছি। দেখি তার ফলাফল কি দাঁড়ায়।' আবু সুফিয়ান বলেন, একথাটুকুই মাত্র যুক্ত করেছিলাম। কিন্তু হেরাকল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, নবীরা কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। কেবল দুনিয়াদাররাই চুক্তি ভঙ্গ করে থাকে। আর নবীগণ কখনোই দুনিয়াপূজারী হন না।

প্রশ্ন-৯ : এই ব্যক্তির সঙ্গে তোমাদের কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছি কি?

উত্তর : হয়েছে।

প্রশ্ন-১০ : তার ফলাফল কি ছিল?

উত্তর : কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন (যেমন বদরে), কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি (যেমন ওহোদে)। মন্তব্য : আল্লাহ্র নবীদের এই অবস্থাই হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় নবীগণই লাভ করে থাকেন'।

প্রশ্ন-১১ : তাঁর শিক্ষা কি?

উত্তর : এক আল্লাহ্র ইবাদত কর। বাপ-দাদার তরীকা (মূর্তি পূজা) ছেড়ে দাও। ছালাত, ছিয়াম, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, আত্মীয়তা রক্ষার অপরিহার্যতা অবলম্বন কর।' মন্তব্য : প্রতিশ্রুত নবীর এইসব নিদর্শনই আমাদের বলা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নবীর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। শুনে রাখ আবু সুফিয়ান! فَإِنْ كَانَ مَا تَقُــوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، فَلَوْ أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنِّيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ–

'যদি তুমি সত্য কথা বলে থাক, তবে সত্বর তিনি আমার পায়ের তলার মাটিরও (অর্থাৎ শাম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) অধিকার লাভ করবেন'। 'যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাহ'লে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধ্যমত কষ্ট স্বীকার করতাম'। 'আর যদি আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম, তাহ'লে আমি তাঁর দু' পা ধুয়ে দিতাম'।

অতঃপর হেরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রেরিত পত্রটি নিয়ে পাঠ করলেন। পত্র পাঠ শেষ হ'লে (ভক্তির আবেশে) সভাসদগণের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ মার্গে উঠতে লাগল এবং এ সময়ে আমাদেরকে চলে যেতে বলা হ'ল।

আবু সুফিয়ান বলেন যে, রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এসে আমি সাথীদের বললাম, لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ইবনু আবী কাবশার ব্যাপারটি মযবুত হয়ে গেল। আছফারদের সম্রাট তাকে ভয় পাচ্ছেন'।[৩০] আবু সুফিয়ান বলেন, এরপর থেকে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'তে থাকল যে, সত্বর তিনি বিজয় লাভ করবেন। অবশেষে আল্লাহ আমার মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন'।[৩১] অর্থাৎ পরের বছর ৮ম হিজরীর ১৭ রামাযানে মক্কা বিজয় হয় এবং আবু সুফিয়ান সেদিনই ইসলাম কবুল করেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র রোম সম্রাটের উপরে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, উপরোক্ত ঘটনায় তা প্রতীয়মান হয়। পত্রবাহক দেহিয়া কালবীকে রোম সম্রাট বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়ে সম্মানিত করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য মূল্যবান হাদিয়া প্রেরণ করেন। আল্লাহ পাকের এমনই কুদরত যে, রাসূলের দুশমনের মুখ দিয়েই আরেক অবন্ধু সম্রাটের সম্মুখে তার সত্যায়ন করালেন এবং সম্রাটকে হেদায়াত দান করলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

৫. বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়া-র নিকটে পত্র (الكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين) :

পারস্য সম্রাটের গভর্ণর বাহরায়নের শাসক মুনযির বিন সাওয়ার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-কে পত্রবাহক হিসাবে প্রেরণ করেন। পত্র পেয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং বাহরায়েনের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তিনি জবাবী পত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে লেখেন, হে রাসূল! বাহরায়েন বাসীদের অনেকে ইসলাম পসন্দ করেছে ও কবুল করেছে, অনেকে অপসন্দ করেছে। আমার এ মাটিতে অনেক মজূসী (অগ্নিউপাসক) ও ইহুদী রয়েছে। অতএব এদের বিষয়ে আপনার নির্দেশ কি আমাকে জানাতে মর্যী হয়। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জওয়াবে লিখলেন,

---

৩০. *(ক) 'আবু কাবশার ছেলে' বলতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই উপনামটি রাসূলের দুধ পিতার অথবা তার দাদা বা নানা কারু ছিল। এটি একটি অপরিচিত নাম। আরবদের নিয়ম ছিল, কাউকে হীনভাবে প্রকাশ করতে চাইলে তার পূর্বপুরুষদের কোন অপরিচিত ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে বলা হ'ত। আবু সুফিয়ান সেটাই করেছেন। (খ) 'বানুল আছফার' বলতে রোমকদের বুঝানো হয়েছে। 'আছফার' অর্থ হলুদ। আর রোমকরা ছিল হলুদ রংয়ের।*

৩১. *বুখারী হা/৭; মুসলিম হা/১৭৭৩।*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْك اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أُذَكِّرُكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنّمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ وَإِنّهُ مَنْ يُطِعْ رُسُلِيْ وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِيْ وَإِنّ رُسُلِيْ قَدْ أَثْنَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي قَدْ شَفَعْتُكَ فِيْ قَوْمِك فَاتْرُكْ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا أَسْلَمُوْا عَلَيْهِ وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوب فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا تُصْلِحْ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِك وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ أَوْ مَجُوْسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ–

'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে মুনযির বিন সাওয়ার প্রতি। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর আমি আপনার নিকটে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কেননা যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে তার নিজের জন্যই তা করে। যে ব্যক্তি আমার প্রেরিত দূতদের আনুগত্য করে ও তাদের নির্দেশের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি সদাচরণ করে, সে আমার প্রতি সদাচরণ করে। আমার দূতগণ আপনার সম্পর্কে উত্তম প্রশংসা করেছে। আপনার জাতি সম্পর্কে আমি আপনার সুফারিশ কবুল করলাম। অতএব মুসলমানদেরকে তাদের অবস্থার উপরে ছেড়ে দিন। অপরাধীদের আমি ক্ষমা করলাম। আপনিও ক্ষমা করুন। অতঃপর যতদিন আপনি সংশোধনের পথে থাকবেন, ততদিন আমরা আপনাকে দায়িত্ব হ'তে অপসারণ করব না এবং যে ব্যক্তি ইহুদী বা মজূসী ধর্মের উপরে দণ্ডায়মান থাকবে, তার উপরে জিযিয়া কর আরোপিত হবে'।[৩২]

৬. ইয়ামামার খৃষ্টান শাসক হাওযাহ বিন আলীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى هَوْذَة بن على صاحب اليمامة) :

পত্রবাহক সালীত্ব বিন আমর আল-আমেরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মোহরাংকিত পত্রখানা নিয়ে সরাসরি প্রাপকের হাতে সমর্পণ করেন। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللّهِ إِلَى هَوْذَةَ بْنِ عَلِيٍّ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ–

'... আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে হাওযাহ বিন আলীর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। আপনি জানুন যে, আমার দ্বীন বিজয়ী হবে যতদূর উট ও ঘোড়া যেতে পারে। অতএব আপনি ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। আপনার অধীনস্থ এলাকা আপনাকে প্রদান করব'।

ওয়াক্বেদী বর্ণনা করেন, এই সময় দামেস্কের খৃষ্টান নেতা আরকূন (أركون) হাওযাহ্‌র নিকটে বসে ছিলেন। তিনি তাকে শেষনবী (ছাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হাওযাহ বলেন, তাঁর চিঠি আমার কাছে এসেছে। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার ধর্মে দৃঢ় থাকতে চাই। তাছাড়া আমি আমার জাতির নেতা। যদি আমি তাঁর অনুসারী হই, তাহ'লে নেতৃত্ব হারাবো'। আরকূন বললেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্‌র কসম! যদি আপনি তাঁর অনুসারী হন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি আপনাকে শাসনক্ষমতায় রাখবেন। অতএব আপনার জন্য কল্যাণ রয়েছে তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। নিশ্চয়ই তিনি সেই আরবী নবী, যার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন ঈসা ইবনে মারিয়াম। আর আমাদের ইনজীলেও লিখিত আছে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'।

অতঃপর হাওযাহ পত্রবাহককে যথাযোগ্য আতিথ্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পত্রের জওয়াবে তিনি লেখেন-

مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي فَاجْعَلْ إِلَيّ بَعْضَ الْأَمْرِ أَتْبَعُك–

'কতই না সুন্দর ও উত্তম বিষয়ের দিকে আপনি আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন। আরব জাতি আমার উঁচু স্থানকে ভীতির চোখে দেখে। অতএব আপনার রাজত্বের কিছু অংশ আমাকে দান করুন, তাহ'লে আপনার আনুগত্য করব'। মানছূরপুরী 'অর্ধেক রাজত্ব (آدهي حكومت)' বলেছেন।

অতঃপর হিজরের তৈরী মূল্যবান পোষাক ও উপঢৌকনাদি পত্রবাহককে প্রদান করেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ سَأَلَنِيْ سَيَابَةً مِنْ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ، بَادَ وَبَادَ مَا فِيْ يَدَيْهِ 'যদি সে আমার নিকটে এক টুকরা শুকনা মাটিও চায়, তাও আমি তাকে দিব না। সে নিজে ধ্বংস হ'ল এবং যেটুকু তার অধীনে ছিল তাও হারালো'। অর্থাৎ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়াটাই তার ধ্বংসের কারণ।

পরের বছর মক্কা বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন

---

৩২. *হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম প্রণীত যাদুল মা'আদ ৩/৬০৫ পৃষ্ঠা হ'তে উদ্ধৃত উপরোক্ত পত্রটি সম্প্রতি ডঃ হামীদুল্লাহ (প্যারিস) কর্তৃক প্রচারিত মূল পত্রের ফটোকপির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। কেবলমাত্র একটি শব্দ 'হুয়া'-এর পরিবর্তে 'গায়রুহু' ব্যতীত। অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া-র পরিবর্তে ফটোকপিতে 'গায়রুহু' রয়েছে। উভয়ের অর্থ একই।*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى جَيْفَرَ وَعَبْدٍ ابْنَيْ الْجُلَنْدَى سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ فَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَّيْتُكُمَا وَإِنْ أَبَيْتُمَا أَنْ تُقِرَّا بِالْإِسْلاَمِ فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا وَخَيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَظْهَرُ نُبُوَّتِي عَلَى مُلْكِكُمَا-

'... আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে জালান্দীর দুই পুত্র জায়ফার ও আবদের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। অতঃপর আমি আপনাদের দু'জনকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। আমি মানবজাতির সকলের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যাতে আমি জীবিতদের (জাহান্নামের) ভয় দেখাই এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি আপনারা ইসলাম কবুল করেন, তবে আপনাদেরকেই আমি গভর্ণর নিযুক্ত করে দেব। আর যদি ইসলাম কবুলে অস্বীকার করেন, তাহ'লে আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং আমার ঘোড়া আপনাদের ময়দানে প্রবেশ করবে এবং আমার নবুঅত আপনাদের রাজ্যে বিজয়ী হবে'।

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, পত্রটি নিয়ে আমি ওমান গেলাম এবং ছোট ভাই আবদের নিকটে আগে পৌঁছলাম। কেননা ইনি ছিলেন অধিক দূরদর্শী ও নম্র স্বভাবের মানুষ। আমি তাকে বললাম যে, 'আমি আপনার ও আপনার ভাইয়ের নিকটে আল্লাহ্র রাসূলের দূত হিসাবে এসেছি'। তিনি বললেন, বয়সে ও রাজত্বে ভাই আমার চেয়ে বড়। আমি আপনাকে তাঁর নিকটে পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে তিনি আপনার পত্র পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বললেন, وما تدعو إليـــه؟ 'কোন দিকে আপনি আমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন'? আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। যিনি একক, যার কোন শরীক নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য হ'তে আপনি পৃথক হয়ে যাবেন এবং সাক্ষ্য দিবেন যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি বললেন, হে আমর! আপনি আপনার গোত্রের নেতার পুত্র। বলুন, আপনার পিতা কেমন আচরণ করেছেন? কেননা তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি বললাম, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এমতাবস্থায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কতই না ভাল হ'ত যদি তিনি ইসলাম কবুল করতেন ও রাসূলকে সত্য বলে জানতেন। আমিও তাঁর মতই ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বললেন,

প্রত্যাবর্তন করেন, তখন জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে খবর দেন যে, হাওযাহ মৃত্যু বরণ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَمَا إِنَّ الْيَمَامَةَ سَيَخْرُجُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبَّأُ يُقْتَلُ بَعْدِي 'সত্বর ইয়ামামা হ'তে একজন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে, আমার পরে যাকে হত্যা করা হবে'। জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, কে তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ 'তুমি ও তোমার সাথীরা'।[৩৩] প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সময়ে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্শী ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জান্নাতবাসী হবে, যা দেখে আল্লাহ হাসবেন'।[৩৪]

৭. দামেস্কের খৃষ্টান শাসক হারেছ বিন আবু শিম্র আল-গাসসানীর নিকটে পত্র (الكتاب إلى الحارث بن أبي شمـــر الغـــساني صـــاحب دمـــشق) : সিরিয়ার বনু আসাদ বিন খোযায়মা গোত্রভুক্ত ছাহাবী শুজা বিন ওয়াহাব আল-আসাদীকে পত্রবাহক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ شِمْرٍ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللهِ وَصَدَّقَ وَإِنِّي أَدْعُوْكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ مُلْكُكَ-

'... আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন। যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তিনি আপনার রাজত্ব বাকী রাখবেন'।

পত্র পাঠে হারেছ সদম্ভে বলে উঠলেন, مَنْ يَنْزِعُ مُلْكِيْ مِنِّيْ؟ أَنَا سَـــائِرٌ إِلَيْـــهِ 'কে আমার রাজ্য ছিনিয়ে নেবে? আমি তার দিকে সৈন্য পরিচালনা করব'। তিনি ইসলাম কবুল করলেন না।

মানছূরপুরী বলেন, পত্র পাঠে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি মদীনায় হামলা করব'। পরে ঠাণ্ডা হয়ে পত্রবাহককে সসম্মানে বিদায় করেন। কিন্তু মুসলমান হননি।

৮. ওমানের সম্রাটের নিকটে পত্র (الكتاب إلى ملك عُمَان) : ওমানের খৃষ্টান সম্রাট জায়ফার ও তার ভাই আবদ-এর নামে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পত্র লেখেন। পত্রবাহক ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

৩৩. *যাদুল মা'আদ পৃঃ ৩/৬০৭-৬০৮।*
৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

কবে আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? আমি বললাম, অল্প কিছুদিন পূর্বে।[৩৫]

তিনি বললেন, কোথায় আপনি ইসলাম কবুল করলেন? বললাম, নাজাশীর দরবারে এবং আমি তাকে এটাও বললাম যে, নাজাশীও মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাঁর রাজত্বের ব্যাপারে তাঁর সম্প্রদায় কি আচরণ করল? আমি বললাম, তারা তাঁকে স্বপদে রেখেছে ও তাঁর অনুসারী (মুসলমান) হয়েছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, বিশপ ও পাদ্রীগণও তাঁর অনুসারী হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আমর! আপনি কি বলছেন ভেবে-চিন্তে দেখুন। কেননা মিথ্যা বলার চাইতে নিকৃষ্ট স্বভাব মানুষের জন্য আর কিছুই নেই। আমি বললাম, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাদের ধর্মেও এটা সিদ্ধ নয়। অতঃপর তিনি বললেন, আমার ধারণা হেরাক্বল নাজাশীর ইসলাম কবুলের খবর জানেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জানেন। তিনি বললেন, কিভাবে এটা আপনি বুঝলেন? আমি বললাম, নাজাশী ইতিপূর্বে তাঁকে খাজনা দিতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি বললেন, وَاللهِ لَوْ سَأَلَنِي دِرْهَمًا وَاحِدًا مَــا أَعْطَيْتُـــهُ 'আল্লাহ্‌র কসম! এখন যদি তিনি আমার নিকটে একটি দিরহামও চান, আমি তাকে দেব না'। হেরাক্বলের নিকটে এখবর পৌঁছে গেলে তার ভাই 'নিয়াক্ব' (نيـــاق) তাকে বলেন, আপনি ঐ গোলামটাকে ছেড়ে দেবেন, যে আপনাকে খাজনা দেবে না। আবার আপনার ধর্ম ত্যাগ করে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে? জবাবে হেরাক্বল বললেন, একজন লোক একটি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তা নিজের জন্য পসন্দ করেছে। এক্ষণে আমি তার কি করব? وَاللهِ لَوْلاَ الضَّنَّ بِمُلْكِيْ لَصَنَعْتُ كَمَا صَـــنَعَ 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার রাজত্বের খেয়াল না থাকত, তবে আমিও তাই করতাম, যা সে করেছে'। আবদ বললেন, ভেবে দেখুন আমর আপনি কি বলছেন? আমি বললাম, وَاللهِ صَدَّقْتُكَ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে সত্য বলছি'। আব্‌দ বললেন, এখন আপনি বলুন, তিনি কোন কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন ও কোন কোন বিষয়ে নিষেধ করেন? আমি বললাম, তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেন এবং তাঁর অবাধ্য হ'তে নিষেধ করেন। তিনি সৎকাজের ও আত্মীয়তা রক্ষার আদেশ দেন এবং যুলুম, সীমা লংঘন, ব্যভিচার, মদ্যপান, পাথর, মূর্তি ও ক্রুশ পূজা হ'তে নিষেধ করেন।

আব্‌দ বললেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا الَّذِيْ يَـــدْعُو إِلَيْـــهِ 'ইনি কত সুন্দর বিষয়ের দিকেই না আহ্বান করেন! যদি আমার ভাই আমার অনুগামী হ'তেন, তাহ'লে আমরা দু'জনে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতাম ও তাঁকে সত্য বলে ঘোষণা করতাম'। কিন্তু আমার ভাই এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে স্বীয় রাজত্বের জন্য অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হবেন এবং আপাদ মস্তক গোনাহগার হবেন'। আমি বললাম, যদি তিনি ইসলাম কবুল করেন, তবে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বাদশাহ হিসাবে বহাল রাখবেন। তিনি কেবল ধনীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করবেন ও গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করবেন। তিনি বললেন, এটা খুবই সুন্দর আচরণ। তবে ছাদাক্বা কি জিনিষ? তখন আমি তাকে বিভিন্ন মাল-সম্পদের এমনকি উটের যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা করলাম, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ফরয করেছেন। তিনি বললেন, হে আমর! আমাদের চতুষ্পদ জন্তু সমূহ থেকেও ছাদাক্বা নেওয়া হবে, যারা স্বাধীনভাবে ঘাস পাতা খেয়ে চরে বেড়ায়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় না যে, আমার কওম তাদের রাজ্যের প্রশস্ততা ও লোক সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও এটা মেনে নিবে'।

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে গেলেন ও আমার ব্যাপারে তাকে সবকিছু অবহিত করলেন। অতঃপর একদিন তিনি (অর্থাৎ সম্রাট) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে তার প্রহরীগণ আমাকে দু'বাহু ধরে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমি বসতে গেলাম। কিন্তু তারা আমাকে বসতে দিল না। আমি তখন সম্রাটের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে বলুন। তখন আমি মোহরাংকিত পত্রটি তাঁর নিকটে দিলাম। তিনি সীলমোহরটি ছিঁড়লেন অতঃপর পত্রটি পড়ে শেষ করলেন। অতঃপর সেটা তার ভাইয়ের হাতে দিলেন। তিনিও সেটা পাঠ করলেন। আমি দেখলাম যে, তার ভাই তার চাইতে অধিকতর কোমল হৃদয়ের।

অতঃপর সম্রাট আমাকে কুরায়েশদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, تَبِعُوْهُ إِمَّا رَاغِبٌ فِي الدِّيْنِ وَإِمَّا مَقْهُوْرٌ بِالـــسَّيْفِ 'তারা তাঁর অনুগত হয়েছে কেউ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কেউ তরবারির দ্বারা পরাভূত হয়ে'। তিনি বললেন, তাঁর সাথে কারা আছেন? আমি বললাম, যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং অন্য সবকিছুর উপরে একে স্থান দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের সাথে সাথে নিজেদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে, তারা ইতিপূর্বে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলেন'। এতদঞ্চলে আপনি ব্যতীত আর কেউ (অর্থাৎ আর কোন সম্রাট তার দ্বীনে প্রবেশ করতে) বাকী আছেন বলে আমার জানা নেই। আজ যদি আপনি ইসলাম কবুল না করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুগামী না হন, তাহ'লে অশ্বারোহী বাহিনী আপনাকে পদদলিত করবে এবং আপনার শস্যক্ষেত সমূহ ধ্বংস করবে। অতএব আপনি ইসলাম কবুল করুন। নিরাপদ থাকুন। আপনাকে আপনার জাতির উপরে তিনি গভর্ণর নিযুক্ত করবেন এবং আপনার এলাকায় অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনী প্রবেশ করবে না। সম্রাট বললেন, دَعْنِيْ يَوْمِيْ

৩৫. *আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৩৪৭ ও টীকা পৃঃ ৩৪৮।*

هَذَا وَارْجِعْ إِلَيَّ غَـــدًا 'আজকের দিনটা আমাকে সময় দিন। কাল আপনি পুনরায় আসুন'।

সম্রাটের দরবার থেকে বেরিয়ে আমি পুনরায় তাঁর ভাইয়ের কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, يَا عَمْرُو إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ إِنْ لَمْ يَضِنَّ بِمُلْكِـــهِ 'হে আমর! আমি মনে করি সম্রাট মুসলমান হবেন, যদি তাঁর রাজত্বের কোন ক্ষতি না হয়'।

কথামত দ্বিতীয় দিন সকালে আমি দরবারে গেলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। আমি তার ভাইয়ের কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টি বললাম। তখন তিনি আমাকে পৌঁছে দিলেন। তখন সম্রাট আমাকে বললেন, আমি আপনার আবেদনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। দেখুনঃ যদি আমি এমন এক ব্যক্তির নিকটে আমার রাজত্ব সমর্পণ করি, যার অশ্বারোহীদল এখনো এখানে পৌঁছেনি, তাহ'লে আমি 'আরবদের দুর্বলতম ব্যক্তি' (أَضْعَفُ الْعَرَبِ) হিসাবে পরিগণিত হব। আর যদি তার অশ্বারোহী দল এখানে পৌঁছে যায়, তাহ'লে এমন লড়াইয়ের সম্মুখীন তারা হবে, যা ইতিপূর্বে তারা কখনো হয়নি।' একথা শুনে আমি বললাম, বেশ, আগামীকাল তাহ'লে আমি চলে যাচ্ছি (فَأَنَا خَارِجٌ غَدًا)।

অতঃপর যখন তিনি আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হ'লেন, তখন তার ভাইকে নিয়ে একান্তে বৈঠক করলেন। ভাই তাকে বললেন, مَا نَحْنُ فِيْمَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَــنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَــدْ أَجَابَـــهُ 'আমরা তাদের তুলনায় কিছুই নই, যাদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং যার নিকটে তিনি দূত পাঠিয়েছেন, তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন'।

পরদিন সকালে সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং সম্রাট ও তাঁর ভাই উভয়ে ইসলাম কবুল করলেন ও রাসূল (ছাঃ)-কে সত্য বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর তারা আমাকে ছাদাক্বা গ্রহণ ও এ বিষয়ে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ঢালাও অনুমতি দিলেন এবং আমার বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হলেন। অতঃপর প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়'।[৩৬]

মুবারকপুরী বলেন, উপরোক্ত ঘটনা পরম্পরায় একথা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য রাজা-বাদশাদের নিকটে পত্র প্রেরণের অনেক পরে উক্ত দু'ভাইয়ের নিকটে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং সর্বাধিক ধারণা মতে এটি মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা (والأغلب أنه كان بعد الفتح)।

এভাবে তৎকালীন বিশ্বের ক্ষমতাধর অধিকাংশ রাজা-বাদশাদের নিকটে পত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। দু'একজন বাদে প্রায় সকলেই তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। যারা অস্বীকার করেছিল, তাদের কাছেও রাসূল ও ইসলাম পরিচিতি লাভ করে। এভাবে ইসলাম সর্বজন পরিচিত বিশ্ব ধর্মে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

৩৬. *যাদুল মা'আদ* ৩/৬০৬-৬০৭।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৩য় কিস্তি)

আল্লাহ তা'আলার আকার আছে, তিনি নিরাকার নন। তিনি শুনেন, দেখেন এবং তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে।

আল্লাহ্‌র হাত :

আল্লাহ্‌র আকার আছে, এর অন্যতম প্রমাণ হ'ল তাঁর হাত আছে। এ সম্পর্কে নিম্নে দলীল পেশ করা হ'ল-

(১) মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইহুদীদের একটি বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন, وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ– 'আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ; তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের এ উক্তির দরুণ তাদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহ্‌র) উভয় হাত প্রসারিত' *(মায়েদাহ ৬৪)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মুলক ১)*।

(৩) তিনি আরো বলেন, بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান ২৬)*।

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ 'আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর' *(ফাতহ ১০)*।

(৫) আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

এ আয়াতের তাফসীরে ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمٰوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ. 'হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে) এটা লিখিত পাচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং যমীনগুলো রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটি রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই সবকিছুর মালিক ও বাদশা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী আলেমের কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।[৩৭]

(৬) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُوْنُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ. 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর মুঠোতে ধারণ করবেন এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ'।[৩৮]

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا–

'আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) প্রতি রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে'।[৩৯]

(৮) শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীছে আছে, হাশরবাসী আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, يَا أٰدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، 'হে আদম! আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন'।[৪০]

(৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ– 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হ'তে তোমাকে কিসে বাধা দিল?' *(ছোয়াদ ৭৫)*।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবাই ঐক্যমত যে, আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই প্রকৃত। এখানে সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে কুদরতী হাত, অনুগ্রহ, শক্তি এসব অর্থ গ্রহণ করা যাবে না কয়েকটি কারণে। যেমন-

(ক) প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত অর্থকে পরিবর্তন করে রূপকার্থ নেয়া বাতিল।

* *এম.এ (শেষ বর্ষ), দাওয়াহ ও উছূলুদ্দীন অনুষদ, আক্বীদা বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৩৭. *বুখারী হা/৪৮১১, 'তাফসীর' অধ্যায়।*
৩৮. *বুখারী হা/৭৪১২।*
৩৯. *মুসলিম হা/২৭৫৯; 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।*
৪০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২।*

(খ) সূরা ছোয়াদের ৭৫নং আয়াতে হাতের সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র দিকে দ্বিবচনের শব্দ দ্বারা (بصيغة التثنية)। পক্ষান্তরে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র কোথাও নে'মত ও শক্তির সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে দ্বিবচন দ্বারা করা হয়নি। সুতরাং প্রকৃত হাতকে নে'মত ও কুদরতী অর্থে ব্যাখ্যা করা শুদ্ধ ও সঠিক নয়।

(১০) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. 'নিশ্চয়ই সকল আদম সন্তানের অন্তর সমূহ একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমূহের দু'টি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি যেমন ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন'।[৪১]

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ-

'যে তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তার দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[৪২]

(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ- 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! উত্তরে তিনি বলবেন, হাযির হে প্রতিপালক! আমি সৌভাগ্যবান এবং সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তিনি বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও'।[৪৩]

আল্লাহ্‌র পা :

আল্লাহ তা'আলার পা মোবারক সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ- 'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হ'তে থাকবে আর সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক তাতে পা রাখবেন। তাতে জাহান্নামের একাংশের সাথে আরেকাংশ মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, তোমার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৪৪]

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র পদনালীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ- 'সেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে পারবে না' *(কলম ৪২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَّسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا-

'(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐসব লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৪৫]

আল্লাহ্‌র চেহারা :

আল্লাহ্‌র চেহারা আছে, যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

১. আল্লাহ বলেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ- 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১১৫)*।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ- 'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(আর-রহমান ২৬-২৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার মুখমণ্ডলের সাথে সৃষ্টির মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র চোখ :

আল্লাহ তা'আলার আকারের অন্যতম দলীল হচ্ছে তাঁর চক্ষু আছে। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছ থেকে কতিপয় দলীল পেশ করা হ'ল-

(১) তিনি বলেন, تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ 'যা আমার চোখের সামনে চালিত, এটা পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল' *(ক্বামার ১৪)*।

---

৪১. *মুসলিম হা/২৬৫৪ 'ভাগ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩।*
৪২. *বুখারী, হা/১৪১০ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৪৩. *বুখারী, হা/৩৩৪৮ 'তাফসীর' অধ্যায়।*
৪৪. *বুখারী হা/৭৩৮৪ 'তাওহীদ' অধ্যায়।*
৪৫. *বুখারী হা/৪৯১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়।*

(২) তিনি আরো বলেন, وَلِتُصْنَعَ عَلَـى عَيْنِـيْ 'যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্ব-হা ৩৯)*।

(৩) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! নিশ্চয়ই দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটা যে একটি ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো'।[৪৬] সুতরাং কুরআন হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতই চোখ আছে। আর এটাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র হাসি ও আনন্দ :

আল্লাহ তা'আলার আনন্দ প্রকাশ ও হাসি সম্পর্কিত বর্ণনা হাদীছে এসেছে। আল্লাহ্‌র আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ–

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে রয়েছে, তার বাহনের উপরে তার খাদ্য-পানীয় রয়েছে, এসবসহ তার বাহনটি পালিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ল। এভাবে সময় কাটতে লাগল। এমন সময় সে তার পাশেই তাকে দণ্ডায়মান দেখে তার লাগাম ধরে ফেলল। অতঃপর অত্যধিক আনন্দে বলে ফেলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। সে আনন্দের আতিশয্যে ভুল করে ফেলে'।[৪৭]

আল্লাহ তা'আলার হাসি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ–

'আল্লাহ তা'আলা দু'ব্যক্তির কর্ম দেখে হাসেন। এদের একজন অপর জনকে হত্যা করে। অবশেষে তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হয়। অতঃপর হত্যাকারী আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে। এরপর সে শাহাদতবরণ করে'।[৪৮]

মুমিনগণের আল্লাহ্‌কে দেখা :

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল- আল্লাহ্‌র আকার আছে এবং প্রত্যেক জান্নাতবাসী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে স্বীয় আকৃতিতে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঐ দিন এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৪৯] যেমন ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা চাক্ষুসভাবে দেখতে পাবে'।[৫০] অন্য হাদীছে এসেছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি আরো বললেন, যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? উত্তরে তাঁরা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে'।[৫১]

ছহীহ মুসলিমে ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের জন্য আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দিই তা তোমরা চাও কি? তারা উত্তরে বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা করেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না'। এই দীদারে বারী তা'আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَـادَةٌ، 'সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়েও বেশী' *(ইউনুস ২৬)*।[৫২]

যারা আল্লাহ্‌কে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের দলীল হ'ল নিম্নোক্ত আয়াত, وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَـنْ تَرَانِـيْ، 'মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'ল, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা

৪৬. *বুখারী, হা/৩৪৩৯ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*
৪৭. *মুসলিম, হা/২৭৪৭ 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।*
৪৮. *বুখারী, হা/২৮২৬ 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮।*
৪৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৪শ' খণ্ড, পৃঃ ২০০।*
৫০. *বুখারী হা/৭৪৩৫ 'তাওহীদ' অধ্যায়।*
৫১. *বুখারী হা/৭৪৩৭ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।*
৫২. *মুসলিম হা/১৮১ 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮০।*

বললেন, তিনি তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ১৪৩)*।

এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِىْ দ্বারা না দেখার কথা বলেছেন। আর আরবী ব্যাকরণে لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এই আয়াতকে দলীল হিসাবে নিয়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে থাকে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলাদের জবাবে বলে থাকেন, এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِــىْ দ্বারা দুনিয়াতে না দেখার কথা বলেছেন, আখিরাতে নয়। কারণ কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ দুনিয়ার এই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার আকার সম্পর্কে ইমামগণের মতামত :

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত-এর সাথে সৃষ্টজীবের ছিফাতকে যেন সাদৃশ্য করা না হয় এবং আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের মধ্যে দু'টি ছিফাত হচ্ছে- তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি। রাগ ও সন্তুষ্টি কেমন একথা যেন না বলা হয়। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথা। তাঁর রাগকে শাস্তি এবং সন্তুষ্টিকে যেন নেকী না বলা হয়। আমরা তাঁর ছিফাত সাব্যস্ত করব। যেমনভাবে তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি জীবিত, সবার উপর ক্ষমতাবান। তিনি শুনেন, দেখেন, সব বিষয় তাঁর জানা। আল্লাহ্‌র হাত তাদের সবার হাতের উপর। আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মত নয় এবং তাঁর মুখমণ্ডল সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়।[৫৩]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেন, وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. 'তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমনভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা নে'মত। কেননা এতে আল্লাহ্‌র গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মত। বরং তাঁর হাত তাঁর গুণ কারো হাতের সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত। আর তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র দু'টি ছিফাত বা গুণ।[১৮]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে রাত্রের তৃতীয় অংশে সপ্ত আকাশে নেমে আসেন, এ নেমে আসাটা কেমন, কিভাবে নামেন, এটা বলার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। কেমন করে নামেন এটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[১৯]

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের সাথে মানুষের অর্থাৎ সৃষ্টির গুণের সাদৃশ্য হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা জানেন। কিন্তু সৃষ্টির জানা তাঁর মত নয়। তাঁর ক্ষমতা-শক্তি সৃষ্টির ক্ষমতার মত নয়। তাঁর দেখা-শুনা, কথা বলা, মানুষের বা সৃষ্টির দেখা-শুনা বা কথা বলার মত নয়।[২০]

সুতরাং কুরআন-হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'তিনি আরশের উপর সমাসীন'। সেটাই আমাদেরকে বলতে হবে।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তা'আলাকে কি ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ! দেখা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَــاظِرَةٌ 'কোন কোন মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২-২৩)*।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আকার আছেন। তিনি নিরাকার নন। কারণ যার আকার আছে তাকেই দর্শন সম্ভব। কিন্তু নিরাকারকে নয়।

[চলবে]

৫৩. *আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃঃ ৫৬।*

১৮. *আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।*

১৯. *আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ৪২; শারহুল ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৬০।*

২০. *আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৩০২।*

আলেমগণের মধ্যে মতভেদের কারণ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম**

(১ম কিস্তি)

হামদ ও ছানার পর- এই বিষয়টি অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। কেউ বলতে পারে, শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় থাকতে কেন এই বিষয়ে আলোচনার অবতারণা? উত্তরে বলব, এই বিষয়টি বিশেষ করে বর্তমান যুগে অনেকের চিন্তা-চেতনাকে ব্যস্ত রেখেছে। আমি শুধু সাধারণ মানুষের কথাই বলছি না; বরং জ্ঞানপিপাসুরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর মৌলিক কারণ হচ্ছে, বর্তমান প্রচার মাধ্যমগুলিতে শরী'আতের বিধিবিধানের প্রচার ও প্রসার ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে এবং মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। আর একজনের কথার সাথে অন্যের কথার অমিল থাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেকের মধ্যে সন্দেহের মাত্রা বেড়েই চলেছে। বিশেষত সাধারণ মানুষ যারা মতভেদের উৎস অবগত নয়।

আমি মনে করি, মুসলমানদের নিকটে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র বড় নে'মত হ'ল এই যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি এবং মূল উৎসগুলি নিয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই; বরং এমন কিছু বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যা মুসলমানদের প্রকৃত ঐক্যে আঘাত হানে না। আর সাধারণত এসব মতভেদ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। মৌলিক যে বিষয়গুলি আমি আলোচনা করতে চাই, তা সংক্ষিপ্তাকারে নীচে তুলে ধরা হ'ল-

প্রথমত ঃ পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বক্তব্য অনুযায়ী সকল মুসলমানের নিকট সুবিদিত বিষয় হ'ল আল্লাহপাক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত এবং সঠিক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ কথার অর্থ হ'ল রাসূল (ছাঃ) এই দ্বীন সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে গেছেন, যার পরে আর বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা হেদায়াতের অর্থ হচ্ছে যাবতীয় পথভ্রষ্টতাকে দূরীভূত করা। আর সঠিক দ্বীনের অর্থ যাবতীয় বাতিল দ্বীনের উচ্ছেদ, যে দ্বীনগুলির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর রাসূল (ছাঃ) এই হেদায়াত এবং সঠিক দ্বীন নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মতপার্থক্য হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছেই ফিরে যেতেন। ফলে তিনি তাঁদের মাঝে সঠিক ফায়ছালা করতেন এবং তাঁদেরকে হক্ব বলে দিতেন- চাই সেই মতানৈক্য আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বাণীর বিষয় নিয়েই হোক কিংবা এখনও অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিধান সম্পর্কে হোক। অতঃপর পরবর্তীতে সেই বিধান বর্ণনা করতঃ কুরআন অবতীর্ণ হ'ত। পবিত্র কুরআনের কত আয়াতেই না আমরা পড়ে থাকি, 'তারা আপনাকে অমুক বিষয়ে জিজ্ঞেস করে'। এক্ষেত্রে আল্লাহ পরিপূর্ণ জওয়াবসহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অহি নাযিল করতেন এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে তাঁকে নির্দেশ দিতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ- 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বলে দাও, পবিত্র জিনিসগুলি তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তোমরা যে সমস্ত পশু-পাখিকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা যা শিকার করে আনে, তা তোমরা খাও এবং এগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় 'বিসমিল্লাহ' বল। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর' *(মায়েদাহ ৪)*।

وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ-

'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? তুমি বল, তোমাদের উদ্বৃত্ত জিনিস। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা কর' *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

'(হে নবী!) লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? তুমি বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর' *(আনফাল ১)*।

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে? তুমি বল, উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নিরূপক। আর তোমরা যে পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, সেটি পুণ্যের কাজ নয়; বরং পুণ্যের কাজ হ'ল যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করল। তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৯)*।

* *এম.এ (২য় বর্ষ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

‘তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট আরো গুরুতর অপরাধ। হত্যা অপেক্ষা ফিৎনা-ফাসাদ গুরুতর অন্যায়। আর তারা যদি সক্ষম হয়, তাহ'লে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হ'তে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বধর্ম হ'তে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থাতেই মারা যায়, তাহ'লে তাদের ইহকাল ও পরকালে সমস্ত আমলই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর তারাই হ'ল জাহান্নামী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে' *(বাক্বারাহ ২১৭)*।

এ জাতীয় আরো বহু আয়াত রয়েছে (যেগুলিতে এরকম প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হয়েছে)। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর উম্মতে মুহাম্মাদী শরী'আতের এমন সব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছে, যা শরী'আতের মৌলিক বিষয়াবলী এবং মূল উৎসগুলির ক্ষেত্রে কাম্য নয়। তবে তা তো এক ধরনের মতভেদ। তাই এই মতভেদের কতিপয় কারণ আমরা বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

আমরা সবাই নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইলমে, আমানতদারিতায় এবং দ্বীনদারিতায় বিশ্বস্ত এমন কোন আলেমকে পাওয়া যাবে না, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্ নির্দেশিত বিষয়ের বিরোধিতা করেন। কেননা যিনি সত্যিকার অর্থে ইলম এবং দ্বীনদারিতার বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন, তাঁর লক্ষ্যই হচ্ছে হক্ব অন্বেষণ। আর যার লক্ষ্য হক্ব অন্বেষণ, আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দেন। এরশাদ হচ্ছে, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. ‘আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি?' *(ক্বামার ১৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ‘সুতরাং কেউ দান করলে, তাক্বওয়া অবলম্বন করলে এবং সদ্বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে সুগম করে দেব' *(লায়ল ৫-৭)*।

তবে আলেম নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তার ভুল-ত্রুটি হ'তেই পারে, শরী'আতের মূল উৎসে নয়। যে ব্যাপারে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি। এ ভুলটা অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়। কেননা আল্লাহ্র ভাষ্য অনুযায়ী মানুষের গুণ হচ্ছে, وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ‘আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' *(নিসা ২৮)*।

সুতরাং মানুষ ইলম ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুর্বল। অনুরূপভাবে ইলমকে আয়ত্তে আনা এবং তাতে গভীরতা অর্জনের ক্ষেত্রেও সে দুর্বল। সেজন্য কিছু কিছু বিষয়ে তার ভুল-ত্রুটি অবশ্যই হবে। আলেমগণের মধ্যে এসব ভুল-ত্রুটির কারণ ২/১টি নয়; বরং সেগুলি কূল-কিনারাবিহীন সাগরের মত। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এসব কারণ বিস্তারিত জানেন। এক্ষণে আমরা কারণগুলি নীচের সাতটি পয়েন্টে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম কারণ : কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীর কাছে দলীল না পৌঁছা

এই কারণটি ছাহাবীগণের পরবর্তী যুগের মানুষের মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ নয়; বরং ছাহাবী এবং তৎপরবর্তীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আমরা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া দু'টি উদাহরণ পেশ করব।

প্রথম উদাহরণ : আমরা ছহীহ বুখারী এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হ'লেন এবং পথিমধ্যে তাঁকে বলা হ'ল সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন তিনি থেমে গেলেন এবং ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। তিনি মুহাজির ও আনছারগণের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্ন দু'টি মত পোষণ করলেন। তবে প্রত্যাবর্তনের অভিমতটিই ছিল বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। মতবিনিময় সভার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) আসলেন। তিনি তার কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান রয়েছে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ. ‘যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করবে না। কিন্তু যদি তা তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তাহ'লে সেখান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে যাবে না'।[৫৪] বুঝা গেল, মুহাজির ও আনছারের বড় বড় ছাহাবীর (রাঃ) এই বিধান অজানা ছিল। অতঃপর আব্দুর রহমান (রাঃ) এসে তাঁদেরকে এই হাদীছটি সম্পর্কে খবর দিলেন।

৫৪. *বুখারী হা/৫৭২৯ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২১৯ 'সালাম' অধ্যায়।*

দ্বিতীয় উদাহরণ : আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, কোন গর্ভবতীর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে চার মাস দশ দিন অথবা বাচ্চা প্রসবের দিন- এই দুই সময়ের মধ্যে দীর্ঘতম সময় পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করবে। অতএব যদি সে চার মাস দশ দিনের আগে বাচ্চা প্রসব করে, তাহ'লে তাঁদের নিকট তার ইদ্দত পালনের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। [অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব সত্ত্বেও তাকে ইদ্দত পালন অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন দীর্ঘতম সময়]। আর যদি বাচ্চা প্রসবের আগে চার মাস দশ দিন শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করতে থাকবে। [যেহেতু এক্ষেত্রে বাচ্চা প্রসবের সময় হচ্ছে দীর্ঘতম সময়]। কেননা আল্লাহপাক এরশাদ করেন, وَأُوْلاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. 'আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' *(তালাক্ব ৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا- 'আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা (বিধবাগণ) চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে' *(বাক্বারাহ ২৩৪)*।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে 'আম-খাছ ওয়াজ্হী' (عموم وخصوص وجهي) -এর সম্পর্ক। আর এমন সম্পর্কযুক্ত দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হ'ল এমনভাবে হুকুম গ্রহণ করতে হবে, যাতে উভয় আয়াত বা হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। তবে তা করতে গেলে আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পদ্ধতি মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু সুন্নাত এসবের ঊর্ধ্বে। সুবায়'আ আল-আসলামিইয়া (রাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সুবায়'আ) স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক দিন পর সন্তান প্রসব করেন। এরপর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে (আবার) বিয়ে করার অনুমতি দেন'।[৫৫] এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমরা সূরা ত্বালাকের উক্ত আয়াতের অনুসরণ করব। আর এই আয়াতে আল্লাহ্‌র সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে, 'আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত'।

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, যদি এই হাদীছ আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছত, তাহ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই তা মেনে নিতেন এবং নিজেদের মত ব্যক্ত করতেন না।

দ্বিতীয় কারণ : ভিন্নমত পোষণকারীর নিকট হাদীছ পৌঁছা, কিন্তু হাদীছের বর্ণনাকারীর প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশ এবং হাদীছটিকে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হাদীছের বিরোধী মনে করা

ফলে তার দৃষ্টিতে যেটি শক্তিশালী মনে হয়েছে, সেটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন আমরা স্বয়ং ছাহাবীগণের মধ্যে ঘটে যাওয়া এমন একটি ঘটনা দিয়ে উদাহরণ পেশ করব।

ফাতিমা বিনতু ক্বায়স (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী তিন ত্বালাকের সর্বশেষ ত্বালাক দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর [ফাতিমার] নিকট তাঁর [ফাতিমার স্বামীর] প্রতিনিধির মাধ্যমে কিছু যব ইদ্দতকালীন সময়ে তাঁর খোরপোষ হিসাবে পাঠান। কিন্তু ফাতিমা বিনতু ক্বায়স (রাঃ) এতে ক্রোধান্বিত হন এবং তা নিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর এক পর্যায়ে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যান এবং রাসূল (ছাঃ) উক্ত মহিলাকে এ মর্মে খবর দেন যে, 'তাঁর জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণের কোন খরচ নেই এবং নেই কোন আবাসন ব্যবস্থা'।[৫৬] কেননা তিনি [ফাতিমার স্বামী] তাঁর স্ত্রীকে 'বায়েন ত্বালাক' দিয়ে দিয়েছেন। আর বায়েন ত্বালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণ ও আবাসনের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর থাকে না। তবে যদি ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়, [তাহ'লে খোরপোষ ও আবাসন দু'টিই দিতে হবে]। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. 'তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে' *(তালাক্ব ৬)*।

ওমর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের কথা বলার অবকাশ নেই। অথচ তাঁর মত বিজ্ঞ মানুষের এই হাদীছটি অজানা ছিল। সেজন্য ঐ মহিলার খোরপোষ ও আবাসনের পক্ষে তিনি মত দিয়েছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) ভুলে গেছেন- এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তাঁর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি তিনি বলেছিলেন, 'একজন মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের কথা পরিত্যাগ করব, অথচ আমরা জানি না যে, তার মনে আছে না-কি ভুলে গেছে'? অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) এই দলীলের প্রতি আস্থাশীল হ'তে পারেননি। এরূপ ঘটনা যেমন ওমর (রাঃ), অন্যান্য ছাহাবীগণ এবং তাবেঈন-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে, তেমনিভাবে তাবে' তাবেঈন-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এমনিভাবে আমাদের যুগেও অনুরূপ ঘটছে; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কোন কোন দলীলের বিশুদ্ধতার উপর এভাবে অনাস্থাশীল হ'তে থাকবে। বিদ্বানগণের কত অভিমতের পক্ষেই তো আমরা হাদীছ দেখতে পাই। কিন্তু কেউ কেউ সেই হাদীছকে ছহীহ জেনে ঐ অভিমত গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ রাসূল (ছাঃ) থেকে ঐ হাদীছের বর্ণনার প্রতি আস্থাশীল না হয়ে তাকে যঈফ মনে করতঃ ঐ অভিমত গ্রহণ করেন না।

[চলবে]

---

৫৫. বুখারী হা/৫৩১৮-২০; মুসলিম হা/১৪৮৪ 'তালাক্ব' অধ্যায়।

৫৬. মুসলিম হা/১৪৮০ 'তালাক্ব' অধ্যায়।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ

*শরীফুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

৯ম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ–

ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তোমরা তা মাঢ়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে'।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِىْ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার পরে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর আনুগত্য কর'।[৫৮] উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে যেহেতু খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার এবং বিশেষ করে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেহেতু এখানে তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়েছে।

জবাব : ১- তাক্বলীদপন্থীরা প্রথমেই উল্লেখিত হাদীছ দু'টির বিরোধিতা করেছে। যেমন তাদের কতিপয় বিদ্বান আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করাকে না জায়েয বলে উল্লেখ করে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব বলেছেন।[৫৯]

২- উল্লেখিত হাদীছে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যখন কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিবে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। এতে সঠিক ফায়ছালায় উপনীত হ'তে না পারলে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ও মাযহাবের অনুসরণ করার নির্দেশ নেই।

৩- উল্লেখিত হাদীছে দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাকে বিদ'আত বলে অখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তাক্বলীদপন্থীরা দ্বীনের বিধান মানার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করে থাকে, যা বিদ'আত।[৬০]

৪- ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, আমরা জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সক্ষমতার বাইরে কোন নির্দেশ দেননি। এর পরেও খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা যায়, যা তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক) মতভেদ সম্বলিত বিষয়ের সকল মতকে গ্রহণ করা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আবার কোন ব্যক্তির পক্ষে পরস্পর বিরোধী দু'টি মতকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন আবু বকর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মতে দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। ওমর (রাঃ)-এর মতে দাদা এক-তৃতীয়াংশ পাবে এবং বাকী সম্পদ ভাইয়েরা পাবে। আর আলী (রাঃ)-এর মতে দাদা এক-ষষ্টাংশ পাবে এবং বাকী সম্পদ ভাইয়েরা পাবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি মতভেদ সম্বলিত বিষয়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে সকল মতকেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল।

(খ) কোন একটি মতকে গ্রহণ করে বাকী মতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। এটাও ইসলাম বহির্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা আমাদের জন্য কেবল আল্লাহ তা'আলার বিধানকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। নিজের ইচ্ছামত কেউ কোন হারামকে হালাল এবং কোন হালালকে হারাম করতে পারে না। কারণ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ হ'তে আমি তোমাদের দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'এটা আল্লাহ্র সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম' *(বাকারাহ ২২৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না' *(আনফাল ৪৬)*। উল্লেখিত আয়াতগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হারাম, যা ওয়াজিব করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজিব এবং যা হালাল করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হালাল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন একজন খলীফার মতকে গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে অপর খলীফার

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৫৭. *ছহীহ ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব আলবানী, হা/৯৭।*

৫৮. *তিরমিযী, হা/৪০২৩।*

৫৯. *আবু আব্দুর রহমান সাঈদ মা'শাশাহ, আল-মুক্বাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আহ, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, পৃঃ ১০৩।*

৬০. *ইবনুল কাইয়েম, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৭৩।*

মতকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এক্ষেত্রে আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্যশীল হ'তে পারব না এবং উল্লেখিত হাদীছের বিরোধিতা অথবা অস্বীকার করা হবে।

(গ) খুলাফায়ে রাশিদীন যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তা গ্রহণ করা। আর তা গ্রহণীয় হবে না যদি অন্যান্য ছাহাবীগণ তাঁদের সাথে ঐক্যমত পোষণ না করেন এবং তাদের মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে না হয়।[৬১]

ইবনু হাযম (রহঃ) আরো বলেন, 'খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্য করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের দু'টি অর্থ হ'তে। যথা- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে বাদ দিয়ে তাঁদের মন মত সুন্নাত তৈরী করা বৈধ করেছেন। আর এটা কোন মুসলিমের কথা হ'তে পারে না। যে ব্যক্তি এটা জায়েয করবে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে, তার জান-মাল হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা দ্বীন ইসলামের সকল বিধান ওয়াজিব কিংবা ওয়জিব নয়, হালাল অথবা হারাম। মূলত দ্বীনের মধ্যে এর বাইরে কোন প্রকার নেই।

অতএব যে ব্যক্তি খুলাফায়ে রাশিদীনের এমন কোন সুন্নাত তৈরী করাকে বৈধ মনে করবে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত বলে গণ্য করেননি, সে এমন কিছুকে হারাম করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হালাল ছিল। অথবা এমন কিছুকে হালাল করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম করেছেন। অথবা এমন কিছুকে ওয়াজিব করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াজিব করেননি। অথবা এমন কোন ফরযকে ছেড়ে দিবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয করেছেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছাড়েননি। এসব কিছুকে যদি কেউ বৈধ মনে করে, তাহ'লে সে কাফির-মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে, যা উম্মাতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল।[৬২]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা এই নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন,

وإذ لم يبق إلا هذا فقد سقط شغبهم وليس في العالم شيء إلا وفيه سنة منصوصة

'যদি এই নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন নির্দেশ না দেওয়া হয়, তাহ'লে তাদের দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা নির্দিষ্ট সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[৬৩]

৬১. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮০৫।*
৬২. *ঐ, পৃঃ ৮০৬।*
৬৩. *ঐ।*

৫- আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সহ বাকী খলীফাদের আনুগত্য করা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। আর শারঈ দলীল ছাড়া এই আনুগত্য অন্য কারো দিকে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়।[৬৪]

১০ম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেছেন, ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه 'তোমার নিকটে (দলীল) স্পষ্ট হ'লে তুমি তা আমল কর। আর (দলীল) অস্পষ্ট হ'লে আলেমের নিকটে অর্পণ কর'।[৬৫]

জবাব : উল্লেখিত আছারটিই তাক্বলীদপন্থীদের দাবীকে খণ্ডন করার এক শক্তিশালী দলীল। কেননা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেছেন, ما استبان لك فاعمل بـه 'তোমার নিকটে (দলীল) স্পষ্ট হ'লে তুমি তা আমল কর'। অথচ তাক্বলীদপন্থীদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের কোন রায় বা মতকে ছেড়ে রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে আসে না। বরং রাসূলের সুন্নাতকে উপেক্ষা করে তার উপরই আমল করতে থাকে এবং তা দ্বারাই ফৎওয়া প্রদান করে। পরের অংশে বলা হয়েছে, وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه 'আর (দলীল) অস্পষ্ট হ'লে আলেমের নিকটে অর্পণ কর'। অথচ তাক্বলীদপন্থীরা কোন মাসআলাকে তার যোগ্য আলেম তথা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিকটে অর্পণ করে না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। বরং তারা তাঁদের কথাকে উপেক্ষা করে অনুসরণীয় মাযহাবের মতের উপরেই অটল থাকে।[৬৬]

১১তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ফৎওয়া প্রদান করতেন। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছাহাবীদের কোন কথা দলীল হ'তে পারে না, সেহেতু এটা অকাট্য তাক্বলীদ।

জবাব : ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রদত্ত ফৎওয়া প্রচার করতেন মাত্র। তাদের মন মত ফৎওয়া প্রদান করতেন না। তাঁরা বলতেন, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এ কাজ করেছেন, তিনি নিষেধ করেছেন ইত্যাদি। তাঁরা কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করতেন না, যেমন তাক্বলীদপন্থীরা করে, যদিও তা সুন্নাতবিরোধী হয়।[৬৭]

১২তম দলীল : ইবনু যুবাইর (রাঃ) হ'তে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দাদা এবং ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

৬৪. *ঐ।*
৬৫. *আল-মুক্বাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আহ, পৃঃ ১০৭।*
৬৬. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১১৭।*
৬৭. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৭৮, ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ পৃঃ ৩৬-৩৭।*

হ'লেন। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً 'যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম'।[৬৮] আর আবু বকর (রাঃ) দাদাকে বাবার স্থলাভিষিক্ত বলেছেন। অতএব এখানে ইবনু যুবাইর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করেছেন।

জবাব : এখানে এমন কিছু নেই, যা দ্বারা তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা ইবনু যুবাইর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর কথাকে অধিক ছহীহ হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব ইবনু যুবাইর (রাঃ) স্পষ্ট শারঈ দলীলের উপর আবু বকর (রাঃ)-এর কথাকে প্রাধান্য দেননি যেমন তাক্বলীদপন্থীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।[৬৯]

১৩তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, যেমন সাত প্রকার ক্বিরাআতের মধ্যে যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআতে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয, তেমনি চার মাযহাবের যেকোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয। এ দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

জবাব : এই যুক্তি স্পষ্ট ভুল। কেননা সাত প্রকার ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। আরবদের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কুরআন তেলাওয়াত সহজ করার জন্য তিনি সাত প্রকার ক্বিরাআতের অনুমোদন দিয়েছেন। আর এই কারণে প্রত্যেক মুসলিমের উপর যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআত জায়েয। কিন্তু প্রচলিত চার মাযহাব শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং প্রত্যেকটি মাযহাবের মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৭০]

১৪তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, যেমন অন্ধ ব্যক্তির ছালাতের সময় ও ক্বিবলা নির্ধারণের জন্য অন্যের তাক্বলীদ করা ও নৌকা আরোহীর ছালাতের সময় ও ক্বিবলা নির্ধারণের জন্য নদীর তীরে অবস্থানরত কৃষকের তাক্বলীদ করা উম্মাতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এটা খাঁটি তাক্বলীদ।

জবাব : ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এটা তাক্বলীদের কোন দলীল নয়। কেননা তারা এর দ্বারা অন্যের সংবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে দলীল বিহীন কোন ফৎওয়া গ্রহণ করা হয়নি। আর এটা এমন কোন বিষয় নয়, যা দ্বারা কোন হালালকে হারাম করা হয়েছে, অথবা ফরয নয় এমন কোন বিষয়কে ফরয করা হয়েছে, অথবা কোন ফরযকে ত্যাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলীল হিসাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা তাক্বলীদ নয়; বরং সংবাদ মাত্র। আর অনেক ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য যা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন কোন ঋতুবর্তী মহিলার হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সংবাদ শুনে স্ত্রী মিলন বৈধ হয়ে থাকে।[৭১]

১৫তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا 'আমাদের নিজেদের রায় বা মতের চেয়ে ছাহাবীদের রায় বা মত উত্তম।[৭২] অতএব আমরা বলব, আমাদের নিজেদের রায় বা মতের চেয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামদের রায় বা মত উত্তম।

জবাব : ১- তাক্বলীদপন্থীরাই সবার পূর্বে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কথাকে উপেক্ষা করে। কেননা তারা তাদের অনুসরণীয় ইমামদের রায় বা মতের চেয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর রায় বা মতকে উত্তম মনে করে না।

২- উল্লেখিত দলীল মূলতঃ তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া ছাহাবীগণ ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। তাঁরা সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হ'তে ইলম অর্জন করেছেন, কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্র রাসূলের নিকটে অহি-র অবতরণ অবলোকন করেছেন, তাদের ভাষাতেই (আরবী) অহী নাযিল হয়েছে। কোন সমস্যায় সরাসরি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট হ'তে সমাধান গ্রহণ করেছেন। তাদের পরে এমন কেউ এই মর্যাদায় পৌঁছতে পরেনি, যার তাক্বলীদ করা যেতে পারে।

৩- ছাহাবীদের কথা দলীল যা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[৭৩] পক্ষান্তরে অনুসরণীয় ইমামদের কথা দলীল নয়।

১৬তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ছালাতের মধ্যে মুক্তাদী যেমন ইমামের তাক্বলীদ করে, ইসলামের বিধান মানার ক্ষেত্রে আমরা তেমন প্রসিদ্ধ চার ইমামের যে কোন একজনের তাক্বলীদ করি।

জবাব : ছালাতের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করা তাক্বলীদ নয়। বরং তা হ'ল ইত্তেবা। কেননা তা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। অথচ অনুসরণীয় ইমামের তাক্বলীদ করার এমন কোন দলীল নেই। যেখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদ কর।[৭৪]

১৭তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই অন্যান্য মানুষ ফৎওয়া প্রদান করতেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

৬৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, বাংলা অনুবাদ, হা/৫৭৬৫।
৬৯. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৭৯।
৭০. মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ'আতুত তা'য়াছুছুবিল মাযহাবী ১/৯৫।
৭১. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮০১।
৭২. আল-মুক্বাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবাআতি, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, পৃঃ ১১৮।
৭৩. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৮৫-১৮৬।
৭৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৮২।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوْا لِيْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

আবু হুরায়রাহ ও যায়েদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবেক আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেক ফায়ছালা করুন। পরে বেদুঈন বলল, আমার ছেলে এ লোকের বাড়িতে মজুর ছিল। অতঃপর তার স্ত্রীর সঙ্গে সে যিনা করে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলের উপরে রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে। তখন আমার ছেলেকে একশ' বকরী ও একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর নিকট হ'তে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। সব শুনে নবী (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেকই ফায়ছালা করব। বাঁদী এবং বকরীর পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে। আর অপরজনের ব্যাপারে বললেন, হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে এবং তাকে রজম করবে। উনাইস তার নিকট গেলেন এবং তাকে রজম করলেন।[৭৫] অতএব এ হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় উল্লেখিত মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন কতিপয় ছাহাবী অবিবাহিত যেনাকারকে রজম করার ফৎওয়া প্রদান করেছেন। আবার কতিপয় ছাহাবী তাকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব ফৎওয়া প্রদান করেছেন। আর কোন বিষয়ে এরূপ মতভেদ দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর' *(নিসা ৫৯)*। অতএব উল্লেখিত মাসআলায় মতভেদ দেখা দিলে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তা প্রত্যার্পন করেছিলেন। আর রাসূল (ছাঃ) সঠিক ফায়ছালা প্রদান করেছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন মাসআলায় আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহ'লে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। আর যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে যাওয়া হবে, তখন তাক্বলীদ দূরীভূত হবে। আমরা ওলামায়ে কেরামের ফৎওয়া প্রদানকে অস্বীকার করি না। কিন্তু অস্বীকার করি দলীল বিহীন ফৎওয়া প্রদানকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে না গিয়ে অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামদের দিকে ফিরে যাওয়াকে।[২০]

(চলবে)

৭৫. *বুখারী, 'অন্যায়ের উপর চুক্তিবদ্ধ হ'লে তা বাতিল' অধ্যায়, হা/২৬৯৫-২৬৯৬, বাংলা অনুবাদ, ৩/৬৬।*

২০. *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮২৪-৮২৫।*

আত্মসমর্পণ

*রফীক আহমাদ**

আত্মসমর্পণ একটি সর্বজনবিদিত ও পরিচিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল সম্পূর্ণরূপে অন্যের কাছে নতি স্বীকার করা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে সমর্পণ করা বা উৎসর্গ করা। অবশ্য উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, তাদের মৌলিক অর্থ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মোটামুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে আত্মসমর্পণের প্রথম অর্থ নতি স্বীকার সম্পূর্ণরূপে পার্থিব জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে এর কার্যক্রম স্পষ্টতঃই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর প্রাচীন জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল হ'তে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়াকে শান্তি ও মীমাংসার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করেন। এর ফলশ্রুতিতেই পৃথিবীর বুকে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক রক্তক্ষয় অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায় এবং সন্ধি-চুক্তির পথ সহজতর হয়। এর ফলে সাধারণত দুর্বলরা সবল বা শক্তিশালীদের অধীনস্থ থেকে কালাতিপাত করে। এমনকি কোন কোন সময় সমঝোতার অভাবে বা একে অন্যের ভুল বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে যায় এবং শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী দলের নিকট দুর্বল দল আত্মসমর্পণ করে। এ প্রক্রিয়ায় দুর্বল বা অত্যাসন্ন পরাজিত দল আত্মরক্ষার মানসে বিজয়ী দলের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে দু'হস্ত উত্তোলনপূর্বক সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে চরম উত্তেজনার বিশাল রণক্ষেত্রে শান্তির ছায়া নেমে আসে। এতদসঙ্গে স্তব্ধ হয় শত্রুতার যাবতীয় কলা-কৌশল ও প্রতিহিংসার নির্মম ছোবল। শান্তির প্রয়াসে শুরু হয়ে যায় মানবিক আচরণবিধির প্রয়োগ ও তার উত্তম বাস্তবায়ন।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও মা'বূদ মহান আল্লাহ্‌র পদতলে নিজেকে অকৃত্রিমভাবে বিলিয়ে দেয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উৎসের সন্ধানে গবেষণা চালালে, সৃষ্টির গোড়াতেই তার সূচনার প্রমাণ পাওয়া যাবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্ট বস্তুকে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করার লক্ষ্যে, তাঁর প্রিয় সৃষ্টি আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতা মণ্ডলীকে আদেশ করেন এবং তাঁর আদেশে আত্মসমর্পণ করে সকল ফেরেশতাই সিজদা করেন। কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। অর্থাৎ সে আত্মসমর্পণ না করে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করল। আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে ইবলীস তার ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের অহংকারে উক্ত প্রক্রিয়ার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। কালের চক্রে তা বহু রূপধারণ করে এবং অসংখ্য কৃত্রিমতার সংযোজন ঘটায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়াদির সম্ভাব্য আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

** শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

আমরা অবগত আছি যে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্যই আত্মসমর্পণ প্রণালীর উদ্ভব ঘটান হয়েছে। যদিও মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে তা মহাপরীক্ষারূপে প্রবর্তিত হয় এবং পরে তা সমগ্র মানব জাতির প্রতি আদেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু আমাদের জ্ঞানে আত্মসমর্পণ হ'ল মানব জাতির জন্য এক আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মার ও সমুদয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনীত, নত, অবনত, সিজদাবনত সহ যে কোন অনুগত অবস্থার বাস্তব অবয়ব। আত্মসমর্পণের একটি অন্যতম পন্থা হচ্ছে আল্লাহর সকাশে নতজানু হয়ে বিনীতভাবে লুটিয়ে পড়া বা সিজদা করা। মানুষ ও জিন সহ পৃথিবীর ও আকাশের সবকিছুই মহান আল্লাহর সম্মুখে সিজদাবনত হয়। এ বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সবিস্তার আলোচনা পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ. 'আকাশ ও পৃথিবীর সকল বিচরণশীল জীব ও ফেরেশতাগণ আল্লাহকে সিজদা (আত্মসমর্পণ) করে, তারা অহংকার করে না' *(নাহল ৪৯)*। একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظِلاَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. 'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়' *(রা'দ ১৫)*।

মহানবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে প্রত্যাদেশ করা হয় যে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

'আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আর অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন' *(হজ্জ ১৮)*।

উপরোক্ত আয়াত তিনটি দ্বারা মহিমাময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সৃষ্টি জগতের আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা প্রতিভাত হয়েছে। এখানে কেউ উক্ত প্রক্রিয়ার বহির্ভূত নয়। কিন্তু শেষোক্ত আয়াতে মানুষের একটা দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপর একটা দলকে বাদ দেয়া হয়েছে। এর কারণ হিসাবে ইবলীস-এর প্ররোচনাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ইবলীসের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করার প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সবাই

এ নশ্বর জগতের অনেক অবুঝ, অবোধ ও পথহারা মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ ও নিজেদের আদর্শ দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণের দিকে ধাবিত করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার কখনো অনেক মানুষ তাঁদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যারা নবী-রাসূলগণের অনুসরণে আত্মসমর্পণ করেছে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যই রয়েছে নাজাত ও পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত।

মানুষকে হেদায়াত দিতে ও আত্মসমর্পণে অনুপ্রাণিত করতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। এখানে আল্লাহ সাধারণ মানুষকে ও রাসূলকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ হওয়ার এবং আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ، قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

'বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হওয়ার জন্য। বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হ'লে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি' *(যুমার ১১-১৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না, অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আত্মসমর্পণকারী হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(আন'আম ১৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ- 'আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম' *(আন'আম ১৬২-১৬৩)*।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে অমর হয়ে আছেন। তাঁর অনুপম চরিত্র, সততা, বিশ্বস্ততা, চিন্তা-চেতনা, ন্যায়পরায়ণতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। অতঃপর একই কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ আল্লাহ ভীরুরূপেও বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে মর্যাদা বা সম্মান লাভ করেন। তাঁর অভূতপূর্ব আল্লাহভীতি তাঁকে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণকারীর স্থলাভিষিক্ত করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এই মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য পৃথিবীবাসীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণকেও একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ১০২)*। ঈমানদারগণের অনুকূলে ও সন্দেহ পোষণাকারীদের সংশোধনের প্রয়াসে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন যে,

فَإنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَّإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

'যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে বলে দিন, আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দিন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা সরল পথ প্রাপ্ত হ'ল, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে তোমার দায়িত্ব হ'ল শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা' *(আলে ইমরান ২০)*।

পার্থিব জগতের প্রতি অবহেলা পোষণকারী এবং আখেরাতের প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিগণই মূলতঃ অকৃত্রিম আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকে। এ সকল ঈমানদারগণের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْراً عَظِيْماً.

'অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(আহযাব ৩৫)*।

আল্লাহ্‌র মহাক্ষমতা দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর উপর বিদ্যমান এবং তাঁর জ্ঞান সব জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানব সম্প্রদায়কে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্য অসংখ্য প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড রয়েছে। আলোচিত আত্মসমর্পণ তন্মধ্যে অন্যতম। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'আরববাসীগণ বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বাধিক ভালবাসেন। এ ভালবাসার কোন তুলনা নেই। আর আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাদেরকে অধিক ভালবাসেন, যারা তাঁর নিকটে আত্মসর্পণ করে, তাঁর বিধানকে অবনত মস্তকে মেনে নেয় এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। এসব মানুষের কল্যাণে বহু আয়াতের অবতারণা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে। এরপর তোমারে কে সাহায্য করা হবে না' *(যুমার ৫৪)*।

মূলতঃ পবিত্র কুরআনের সকল বাণী আল্লাহ্‌র তা'আলার আহ্বান। এখানে কোন বিকল্প চিন্তার সুযোগ নেই। মানুষকে শুধু আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণ করানো ও তাঁর নিকটে নত হওয়াই তাঁর কাম্য। আর অকৃত্রিম আত্মসমর্পণকারীই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

প্রকৃত ও যথার্থ আত্মসমর্পণের জন্য দ্বীনী ইলম যরূরী। এজন্য কুরআন ও হাদীছের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হবে। মানুষকে এ জ্ঞান দানের জন্যই কুরআনের অবতরণ। এ উম্মতের ন্যায় অন্যান্য জাতিকেও জ্ঞান দানের জন্য কিতাব দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে পুবত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُوْنَ، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوْا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ–

'এর (কুরআনের) পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম' *(ক্বাছাছ ৫২-৫৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, حم، عسق، كَذَلِكَ يُوْحِيْ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. 'হা-মীম, আইন, সীন, ক্বাফ। এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহি প্রেরণ করেন' *(শূরা ১-৩)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ، 'আমি আপনার প্রতি অহি পাঠিয়েছি, যেমন করে অহি পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন' *(নিসা ১৬৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ– 'অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি' *(বাক্বারাহ ৮৭)*।

নবী-রাসূলগণের মত সাধারণ মানুষের কাছেও কখনও কখনও আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ– 'আপনার পূর্বে আমি অনেক মানুষ প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ৭)*।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার একত্ব, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, দয়া, রহমত, ক্ষমা, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পুরস্কার-শাস্তি

ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের বর্ণনা ঘুরে ফিরে নানাভাবে নানা পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। আত্মসমর্পণ সম্পর্কেও বহু আয়াতের অবতারণা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মানুষের মত জিনরাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তারাও আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে ও আল্লাহ্র ইবাদত করে। পবিত্র কুরআনে জিনদের এই আত্মসমর্পণ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কতিপয় জিন ঘটনাক্রমে একদিন তাদের যাত্রাপথে ছালাত আদায়রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পায়। অতঃপর তারা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করে এবং বিগলিত চিত্তে ঘরে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে তা উত্তমরূপে উপস্থাপন করে। তারা রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হয়ে বিষয়টি উম্মতে মুহাম্মাদীর হেদায়াত কল্পে অহিরূপে অবতীর্ণ করেন। নিম্নবর্ণিত আয়াতে জিনদের কথোপকথনই প্রতিধ্বনিত হয়েছে,

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَّلاَ رَهَقاً، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً، وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَباً-

'আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা করে না। আমাদের কিছু সংখ্যক আত্মসমর্পণকারী এবং কিছু সংখ্যক সীমালংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণকারী হয়, তারা সুচিন্তিত ভাবে সৎপথ বেছে নিয়েছে' *(জিন ১৩-১৫)*।

আল্লাহ্র অসীম রাজত্বে অগণনীয় আজ্ঞাবহ সৃষ্টি রয়েছে। যারা অহর্নিশি আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ আকাশের বুকে নানাজাতীয় পাখী এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ায়। তারাও স্রষ্টার ইবাদতে নিয়োজিত। মানুষ তাদের আসল অবস্থা ওয়াকিফহাল নয়। মানুষের অবগতিকল্পে এ বিষয়েও মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

'তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্ত রীক্ষে আত্মসমর্পণকারী হয়ে রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(নাহল ৭৯)*।

এ আয়াতে উড়ন্ত পাখীর কথা বলা হ'লেও বিশ্বজগতের সকল পাখী এর অন্তর্ভুক্ত। শুধু পাখী নয়, অন্যান্য অসংখ্য পশু, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, বন-জঙ্গল ইত্যাদিও আল্লাহ্র ভয়ে আত্মসমর্পণকারী হয়ে রয়েছে। এগুলোর কোনটিরই সংখ্যা মানুষের সংখ্যা অপেক্ষা কম হবে না। এত অগণিত সৃষ্ট বস্তুর আত্মসমর্পণ সমগ্র মানব জাতির জন্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বিষয়। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের জন্য পরকালীন জগতে মুক্তির অভিন্ন লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ইহজগতের বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং ভিত্তিহীন কর্মের প্রত্যাখান আবশ্যক।

এক নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্র হুকুমে বিশ্বজগত সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যাবতীয় সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিছুকাল পর পুনরায় জীবিত হয়ে পরকালে ক্বিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে। ক্বিয়ামত হবে একটা কঠিন দিবস, যার ভয়াবহতা বর্ণনা করা অসম্ভব। ঐ দিনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সকল মানব সম্প্রদায়কে ভীত-সন্ত্রস্ত, নত, বিনীত ও আত্মসমর্পণকারী করে তুলবে। তবে যারা পৃথিবীতে আত্মসমর্পণকারী ছিল, তারা আল্লাহ্র দয়ায় নিরাপদে আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে যারা এ পার্থিব জগতে আত্মসমর্পণকারী হয়নি, তারা চরম বিপদ ও আতঙ্কে আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। তখন তারা সবাই আত্মসমর্পণকারী বনে যাবে, কিন্তু তা গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ- 'সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) তারা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে' *(নাহল ৮৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيْمٍ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার পালনকর্তা ও তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাব' *(যুখরুফ ৬৪-৬৫)*।

পবিত্র কুরআনে অবিশ্বাসী ও উদ্ধতদের শাস্তি ও আযাবের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিশ্বাসী ও আল্লাহভীরুদের সুসংবাদও একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ، يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ-

'বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে মুত্তাক্বীগণ ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস

স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে' *(যুখরুফ ৬৭-৭০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ– 'মুত্তাক্বীদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নে'মতপূর্ণ জান্নাত। আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?' *(কলম ৩৪-৩৫)*।

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতার দাবীদার। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী ও প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর মানুষকে তাঁর আদেশ-নির্দেশমত সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের পরও মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় অনেক ভুল কাজ করে। শয়তানের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে যারা ভাল কাজ করে এবং আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী হয় তারাই সফলকাম হবে।

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের সঙ্গে তাদের একমাত্র পালনকর্তা ও মা'বূদ আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হবে। সে সময় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারীরা নিষ্কৃতি লাভ করে উৎফুল্লভাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর যারা আত্মসমর্পণকারী নয় তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ، فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

'স্মরণ কর সে দিনের (ক্বিয়ামতের) কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হ'ত। অতএব যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না' *(কলম ৪২-৪৪)*।

এখানে পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক ও সজাগ করার লক্ষ্যে একটি হাদীছ পেশ করা হ'ল। আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামাকে বলা হ'ল, আপনি কেন এ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলছেন না? তিনি বললেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি। তবে এতটুকু বলিনি যাতে ফিতনা সৃষ্টির প্রথম উদ্যোক্তা আমি হই। কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আমীর নির্বাচিত হয়েছে এমন ব্যক্তিকেও আমি 'আপনি ভাল' একথা বলতে রাযী নই। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং গাধা চক্রাকারে ঘুরে যেমন গম পিষে তেমনিভাবে তাকে দোযখে পিষ্ট করা হবে (শাস্তি দেয়া হবে)। অতঃপর (তার ভীষণ শাস্তি দেখে) জাহান্নামবাসীরা তার চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে না? (তোমার এ অবস্থা কেন?) সে বলবে, আমি তো ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজের নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজেই মন্দকাজ করতাম' *(বুখারী)*।

পরিশেষে আমরা সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করার জন্য দ্বীন ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালবাসায় আবদ্ধ হ'তে চাইলে, সর্বপ্রথম এক আল্লাহ্র প্রতি সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ খাঁটি ঈমানদার ও মুমিন হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণের কোন বিকল্প নেই। তাই আসুন! জীবনের সকল ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করে এক আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অতি চালাকের গলায় দড়ি

এ জগতে অনেক মানুষ আছে, যারা অন্যের ভাল দেখতে পারে না। অন্যের সুখে তাদের গা জ্বালা করে। ফলে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করে। পরের অকল্যাণের চিন্তা সদা তাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেক সময় অন্যের ক্ষতি সাধন করতে গিয়ে নিজেই সেই ক্ষতির শিকার হয়। এ সম্পর্কেই নিম্নের গল্পটির উপস্থাপনা।

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে বাস করত এক বুড়ি। বুড়ির ছিল এক নাতী। বুড়ি তার নাতিকে খুব ভালবাসত। বুড়ি একদিন তার মেয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। তার নাতী তার বাড়ি দেখাশুনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে সব কাজই করে থাকে। বুড়ি যেমন করে সবকিছু রেখে গিয়েছিল তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। পাঁচ-ছয়দিন পর বুড়ি বাড়ি আসে। তার নাতীর কাজ দেখে সে খুব খুশি হয়। নাতীকে আদর করে এবং তার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করে।

একদিন বুড়ি বাড়ীর পাশে পাতা কুড়াতে গিয়ে দেখে একটি মেয়ে গাছের তলায় বসে কাঁদছে। বুড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন কাঁদছ? মেয়েটি বলল, আমার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই, আমি ইয়াতীম। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভীষণ মিথ্যাবাদী। তার মা-বাবা সবাই ছিল, কিন্তু সে বাড়ি থেকে ঝগড়া করে এসে ঐ গাছতলায় বসে কাঁদছিল। বুড়িকে সে মিথ্যা কথা বলেছিল। মেয়েটিকে দেখে বুড়ির খুব দরদ হ'ল। সে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি গেল। পরে তার নাতীর সাথে মেয়েটির বিয়ে দিল। বিয়ের কিছুদিন পর মেয়েটি বুড়িকে সত্য কথা বলল এবং তার বাবার বাড়ি যাবার বায়না ধরল।

এরপর থেকে মেয়েটি মাঝে মাঝে তার বাবার বাড়ি যেত। তার এক ছোট ভাই তার কাছে আসা-যাওয়া করত। সে সংসারের জিনিসপত্র গোপনে বাবার বাড়ি নিয়ে যেত। কিন্তু কেউ বুঝতে পারত না। এতে ধীরে ধীরে বুড়ির সংসার ধ্বংস হ'তে থাকে। বুড়ির সঞ্চয় সব ফুরাতে থাকে। ইতিমধ্যে তার নাতীর এক কন্যা হয়। বুড়ি খুব চিন্তিত। সে ভাবে এমনিতেই তো সব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আবার এই শিশুর খাদ্য জুটবে কিভাবে? তার নাতী খুব কাজ করে কিন্তু অভাব দূর হয় না? বুড়ির নাতবউ গোপনে সংসারের জিনিস তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাদের তাদের সংসারের এ দৈন্যদশা। সে নিজের সংসার এমনকি তার কন্যার কথাও চিন্তা করত না। এদিকে তার মেয়েটি বড় হ'তে থাকে। সে অনেক চালাক-চতুর।

একদিন বুড়ি একটা কাপড় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এনে ঘরে তুলে রাখে। বুড়ির নাতবউ তা দেখে ফেলে এবং মনে মনে ভাবে তার ভাই আসলে তা বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু সেদিন তার ভাই আসেনি। তাই সে তার মেয়েকে বলল, মা তুমি তোমার নানার বাড়ি যাও এবং এই শাড়িটা তোমার নানীকে দিয়ে এস। মেয়ে বলল, এটাতো বড় মায়ের শাড়ি। মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নাতবউ শাড়িটি বাবার বাড়ি দিয়ে পাঠায়। বুড়ি এসে দেখে তার কাপড়টি নেই। তখন সে অঝোরে কাঁদতে থাকে। মেয়েটি এসে জিজ্ঞেস করে, বড় মা তুমি কাঁদছ কেন? বুড়ি সব খুলে বলল। মেয়েটি বলে, আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর সে সবকথা বলে দেয়। এভাবে সংসারের বিভিন্ন জিনিস খোয়া যাওয়ার উৎস ও কারণ বুড়ির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে তার নাতী আসলে সব খুলে বলে। আড়ালে থেকে বুড়ির নাতবউ শুনে ফেলে। বুড়ির নাতী তখন তার বউকে মারধর করে, তাকে শাসন করে। তার এই কাজের জন্য যারপর নেই ভর্ৎসনা করে। এতে সে ক্ষেপে যায় এবং মনে মনে ভাবে বুড়িকে জব্দ করতে হবে। একদিন বুড়ি তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। বুড়ির নাতী কাজের সন্ধানে বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে যায়, ফেরে অনেক রাত করে। এসেই সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে সুযোগ পেয়ে বুড়ির নাতবউ ঘরে বিরাট গর্ত খোড়ে। তাতে কাঁটা, কাঁচের টুকরা, গোবর, কাঁদা-পানি সহ অনেক কিছু দিয়ে রাখে। উপরে আলতোভাবে পাটি বিছিয়ে রাখে, যাতে সহজে বুঝা না যায় যে, নীচে গর্ত আছে।

বুড়ি এলে তার নাতবৌ তাকে খুব সমাদর করে, যা বুড়ি কোনদিন পায়নি। এতে বুড়ি অবাক হয়, খুশীও হয়। কিন্তু মতলব বুঝতে পারে না। এবার বুড়িকে ঘরে নিয়ে যায়। তাকে ঐ স্থানে বসতে দেওয়া হয়। বুড়ি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে। এদিকে নাতবৌ বুড়িকে ধাক্কা দিতে গিয়ে নিজেই ধপাস করে গর্তে পড়ে যায়। বুড়ি ভয় পেয়ে দৌড়ে বাইরে যায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে নাতবৌকে তুলতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সবশেষ। বুড়ি তাকে তুলতে পারে না। ইতিমধ্যে তার নাতী এসে পড়ে। ঘরে গিয়ে দেখে তার বউ গর্তে মরে পড়ে আছে। ঘরের মাঝে গর্ত দেখে সে বউয়ের কু-মতলব সব বুঝতে পারে।

শিক্ষা : অন্যের জন্য গর্ত খোড়া হ'লে তাতে নিজেই পড়তে হয়।

-নাবিলা পারভীন
সাপাহার, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় আঙ্গুর

আঙ্গুরে আছে প্রচুর ভিটামিন, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দেহের প্রোটিন লেভেল বাড়ায়। কিন্তু সম্প্রতি গবেষকরা জানালেন, আঙ্গুর চোখের সুরক্ষায়ও কাজ করে থাকে। নিউইয়র্কের ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক এ তথ্য জানান। তারা জানান, আঙ্গুরে এমন এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা বার্ধক্যজনিত অন্ধত্বকে দূরে রাখে। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এটা এজ-রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের (এএমডি'র) বিরুদ্ধে লড়াই করে। ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটির গবেষক দলের প্রধান সিলভিয়া ফিনেমেন বলেন, 'প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে নিয়মিত আঙ্গুর রাখলে তা জীবনের শেষদিকে গিয়ে চোখের সুরক্ষায় ঢাল হিসাবে কাজ করবে'। চোখের বিশেষ করে রেটিনার সুরক্ষায় আগেভাগেই আঙ্গুর খাওয়া শুরু করতে হবে। যখন অন্ধত্ব কাছাকাছি চলে আসবে, তখন আঙ্গুর খেলে কোন লাভ হবে না।

কামরাঙ্গা কিডনির জন্য ক্ষতির কারণ হ'তে পারে

এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকার একটি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে, কামরাঙ্গা ফল বা এর রস খাওয়ার ফলে কোন ব্যক্তি হঠাৎ কিডনির কার্যক্ষমতা হারিয়ে কিডনি ফেইলিয়রের শিকার হ'তে পারেন। জানা যায়, পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন সুস্থ ও সবল লোক তার বাসায় কামরাঙ্গা থেকে তৈরি ৩০০ কামরাঙ্গার জুস খালিপেটে পান করে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব এবং পেটে ব্যথা নিয়ে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। কামরাঙ্গার রস পান করার চার দিন পর তার প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যধিক কমে যায় এবং কিডনির অকার্যকারিতা দেখা দেয়।

পরবর্তীতে আরো ভাল চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য এই রোগী এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকার নেফ্রোলজি কনসালটেন্ট ডাঃ গুলশান কুমার মুখিয়ার কাছে এলে, তিনি তাকে কিডানি বায়োপ্সি করার পরামর্শ দেন। এই হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণ রংবিহীন ক্ষুদ্রাকৃতির অক্সালেট স্ফটিক কনিকা পাওয়া যায়। যেহেতু রোগীর অতি স্বল্প পরিমাণ প্রস্রাব নির্গত হচ্ছিল এবং বুকে জমাট বেধে কষ্ট হচ্ছিল সেজন্য তাকে উন্নত চিকিৎসার্থে দুইবার হেমো-ডায়ালাইসিস প্রদান করা হয়। তিনি এ্যাপোলো হাসপাতালে ৬ দিন ভর্তি থাকার পর ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং এই কিডনি ফেইলিয়র হবার ২০ দিনের মাথায় তার কিডনির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকে ফিরে আসে।

এই সম্পর্কে এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকার নেফ্রোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট ডাঃ গুলশান কুমার মুখিয়া বলেন, কামরাঙ্গা একটি অক্সালেট সমৃদ্ধ ফল, যা যে কারো কিডনি ফেইলিয়র ও স্বল্প পরিমাণ প্রস্রাব নির্গমনের কারণ হ'তে পারে। বিভিন্ন মেডিকেল জার্নালেও প্রমাণসহ এই ধরনের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। কামরাঙ্গা খাওয়ার পর এই ধরনের স্বল্প পরিমাণ প্রস্রাব নির্গমনের সমস্যা দেখা দিলে একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ বা নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ নেয়ার জন্য ডাঃ মুখিয়া সাধারণ জনগণকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, যারা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং অতিরিক্ত স্থূলকায় ভুগছেন এবং কিডনি রোগের ঝুকিতে আছেন অথবা যাদের কিডনিজনিত রোগের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাদের কামরাঙ্গা ফল না খাওয়াই উত্তম।

জলপাইয়ের গুণাগুণ

মানুষের শরীরের শান্তির দূত হ'ল জলপাইয়ের তেল বা অলিভ ওয়েল। ভেষজ গুণে ভরা এই ফলটি লিকুইড গোল্ড বা তরল সোনা নামেও পরিচিত। গ্রিক সভ্যতার প্রারম্ভিককাল থেকে এই তেল ব্যবহার হয়ে আসছে রান্নার কাজে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে। আকর্ষণীয় এবং মোহনীয় সব গুণ এই জলপাইয়ের তেলের মধ্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, জলপাই তেলে এমন উপাদান রয়েছে, যেগুলো আমাদের শরীরকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখে। জলপাই তেল পেটের জন্য খুব ভাল। এটা শরীরে এসিড কমায়, লিভার পরিষ্কার করে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে, তারা দিনে এক চা চামচ জলপাই তেল খেলে উপকার পাবেন। গবেষকরা বলেন, জলপাই তেল গায়ে মাখলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক কুচকানো প্রতিরোধ হয়। গবেষকরা বিভিন্ন লোকের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, প্রতিদিন দুই চা চামচ জলপাই তেল ১ সপ্তাহ ধরে খেলে তা দেহের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমায় এবং উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়। অন্যদিকে স্প্যানিশ গবেষকরা জানিয়েছেন, খাবারে জলপাই তেল ব্যবহার করলে কোলন বা মলাশয় ক্যান্সার প্রতিরোধ হয়। এটা পেইন কিলার হিসাবেও কাজ করে। গবেষকরা আরো জানান, গোসলের পানিতে চার ভাগের এক ভাগ চা চামচ জলপাই তেল ঢেলে গোসল করলে স্বস্তি পাওয়া যায়।

জলপাইয়ের পাতা ও ফল দু'টোই ভীষণ উপকারী। জলপাইয়ের রস থেকে যে তেল তৈরি হয় তার রয়েছে যথেষ্ট পুষ্টিগুণ। প্রচণ্ড টক এই ফলে রয়েছে উচ্চমানের ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন ই। এই ভিটামিনগুলো দেহের রোগজীবাণু ধ্বংস করে, উচ্চ রক্তচাপ কমায়, রক্তে চর্বি জমে যাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ ভাল রাখে। ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে অধিক পরিশোধিত রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ে। ত্বকের কাটাছেঁড়া দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে। উচ্চরক্তচাপ ও রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সিদ্ধ জলপাইয়ের চেয়ে কাঁচা জলপাইয়ের পুষ্টিমূল্য অধিক। এই ফলের আয়রণ রক্তের আরবিসির কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। জলপাইয়ের খোসায় রয়েছে আঁশজাতীয় উপাদান। এই আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়, পাকস্থলী ও কোলন ক্যান্সার দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলপাইয়ের পাতারও রয়েছে যথেষ্ট ঔষধি গুণ। এই পাতা ছেঁচে কাটা, ক্ষত হওয়া স্থানে লাগালে ঘা দ্রুত শুকায়। বাতের ব্যথা, ভাইরাসজনিত জ্বর, ক্রমাগত মুটিয়ে যাওয়া, জণ্ডিস, কাশি, সর্দিজ্বরে জলপাই পাতার গুঁড়া উপকারী পথ্য হিসাবে কাজ করে। মাথার উকুন তাড়াতে, ত্বকের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকজনিত সমস্যা দূর করতেও এ পাতার গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। রিউমাটিয়েড আর্থ্রাইটিসে জলপাই পাতার গুঁড়া ও জলপাইয়ের তেল ব্যবহারে হাড় ও মাংসপেশির ব্যথা কমে। জলপাইয়ের তেল কুসুম গরম করে চুলের গোড়াতে ম্যাসাজ করলে চুলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভাল হয়, চুলের ঝরে যাওয়া তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। সর্দি-কাশি হ'লে শরীর একেবারে রোগা-পাতলা হয়ে যায়। তরিতরকারি রান্নায় জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতে পারলে এই রোগে উপকার

পাওয়া যায়। কারণ এ তেলের ফ্যাটি খুব সহজে হজম হয়। এটি কডলিভার অয়েলের চেয়েও ভাল কাজ করে। তাছাড়া কডলিভার অয়েলের বদলে জলপাইয়ের তেলও কাঁচা খেতে পারলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। কাঁচা খেতে অসুবিধা হ'লে কমলালেবুর রস বা অন্য যেকোন ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

কাশি কমাতে কিছু পরামর্শ

শীতকালে অনেক মানুষই কাশির সমস্যায় ভোগেন। কাশি থেকে কি করে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায়, এ সম্পর্কে কিছু পরামর্শ।

১. আদা শুকিয়ে তা পিষে গরম পানির মধ্যে অনেকক্ষণ ফোটাতে হবে। সেই পানিটা হালকা গরম করে দিনে তিনবার পান করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২. গোলমরিচ, হরীতকীর গুঁড়ো ও পিপ্পল পানির মধ্যে মিশিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে ঐ পানি দিনে দু'বার পান করলে কাশি একেবারে কমে যাবে।

৩. হিং, গোলমরিচ এবং নাগরমোথা পিষে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বড়ি তৈরী করে ঐ বড়ি প্রতিদিন খাওয়ার পর খেতে হবে। এতে কাশি কমে যাবে। বুকে জমে যাওয়া কফও বেরিয়ে আসবে।

৪. পানির মধ্যে লবণ, হলুদ, লবঙ্গ এবং তুলসী পাতা ফুটিয়ে পানিটা ছেঁকে নিয়ে রাতে শোয়ার আগে ঐ পানি হালকা গরম করে পান করতে হবে। নিয়মিত পান করলে ৭ দিনের মধ্যে কাশি কমে যাবে।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গাজর

সম্প্রতি ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানান, গাজরে আছে এক ধরনের হলুদ বর্ণের রঞ্জক পদার্থ, যার নাম ক্যারোটিনোয়েডস। এ উপাদানটি আমাদের ত্বক কোষে পৌঁছে একে পরিষ্কার করে। সেই রঞ্জক পদার্থের আভাই আমাদের ত্বকে পরিলক্ষিত হয় এবং কম সময়েই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়। এই গবেষণার প্রধান ইয়ান স্টেফেন জানান, নিয়মিত গাজর খেলে দুই মাসের মধ্যেই ত্বকে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়।

বাড়তি ওযন কমাতে পেঁয়াজ

আমাদের দেশে রান্নায় পেঁয়াজ ব্যবহার হয় অহরহ। কিন্তু এটি সরাসরি তরকারী হিসাবেও ব্যবহৃত হ'তে পারে এবং তা হ'তে পারে শরীরের জন্য খুবই পুষ্টিকর। একই সঙ্গে এটি কমাতে পারে শরীরের বাড়তি ওযনও। কারণ পেঁয়াজে আছে উচ্চমানের সালফার যৌগ। আর এ কারণেই পেঁয়াজ কাটলে নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ লাগে, চোখে পানি চলে আসে। তবে এ বস্তুটিই আবার আমাদের অনেক উপকারে আসে।

গবেষকরা বলছেন, পেঁয়াজ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ফলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা নিয়মিত পেঁয়াজসমৃদ্ধ তরকারী বা পেঁয়াজের তরকারী খেলে উপকার পাবেন। শুধু তাই নয়, পেঁয়াজ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও কমায়। পেঁয়াজ ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায়। শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর ২০ ভাগ মেটানো সম্ভব একটা পেঁয়াজ থেকেই।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ইউরিয়ার ব্যবহার হ্রাসে নবোদ্ভাবিত তরল সার

সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার ধানবান্ধি মহল্লার বাসিন্দা 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন' (বিএডিসি), পাবনা বীজ বিপণন অঞ্চলের উপপরিচালক কৃষিবিদ আরিফ হোসেন খান তরল সার উদ্ভাবন করেছেন। ফোলিয়ার ফিডিং কৌশল নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে তিনি অসাধারণ কার্যকারিতা সম্পন্ন এই লিকুইড ফার্টিলাইজার বা তরল সার উদ্ভাবন করেছেন। এ সার ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন কৃষকরা। আরিফ খান এই সারের নাম রেখেছেন 'ম্যাজিক গ্রোথ'। ম্যাজিক গ্রোথ ব্যবহার করলে জমিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার দুই-তৃতীয়াংশ কমানো সম্ভব বলে তিনি দাবী করছেন। তিনি বলেন, সাধারণভাবে প্রতি বিঘা জমিতে ধান চাষে ৩০ থেকে ৪০ কেজি বা কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি ইউরিয়া ব্যবহার করতে হয়। তবে তরল সার ম্যাজিক গ্রোথ ব্যবহার করে ধান চাষে মাটিতে ১০ থেকে ১৫ কেজি এবং ম্যাজিক গ্রোথের সঙ্গে পাতায় স্প্রের মাধ্যমে প্রয়োগের জন্য মাত্র এক থেকে দেড় কেজি ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয়।

বিভিন্ন দেশে ফসল উৎপাদনে মাটির পাশাপাশি পাতার মাধ্যমেও তরল আকারে গাছকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান সরবরাহ করা হয়। ফসল উৎপাদনের এই প্রযুক্তিকে ফোলিয়ার ফিডিং বা ফোলিয়ার ফার্টিলাইজেশন বলা হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ফোলিয়ার ফিডিং প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এসব তরল সার ফসলে মূলত পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটা ব্যবহার করে চাষীরা সবজি আবাদে ভাল ফল পাচ্ছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। এখন থেকে হয়তো আর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করতে হবে না।

এ দেশে সহজে পাওয়া যায় এমন ১৩টি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খনিজ খাদ্যোপদান যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, আয়রণ, জিঙ্ক, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, মালিবডেনাম ও ক্লোরিন সমন্বয়ে একটি তরল সার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানী আরিফ খান। এই তরল সারটি পানিতে দ্রবীভূত করে ধানগাছের পাতায় স্প্রে করতে হয়। তিনি জানান, এই তরল ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম ইউরিয়া সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পাওয়া যায়। তরল সারটি ধান, গম, ভুট্টা, আলু, শিমসহ বিভিন্ন ধরনের কুমড়া জাতীয়, সবজি, আম, কলা, পেয়ারা, লিচু, পেঁপে, বাদাম, সরিষা, বিভিন্ন ধরনের ডাল, ফসল, শোভাবর্ধনকারী গাছ অর্কিড, ক্যাকটাস প্রভৃতিতে সমানভাবে কার্যকর। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষা করে একই রকম ফল পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি।

ম্যাজিক গ্রোথ ব্যবহারে ধানের বীজতলায় চারা সুস্থ-সবলভাবে বেড়ে ওঠে এবং বোরো মৌসুমে তীব্র ঠাণ্ডা এবং কুয়াশার কারণে চারার কোল্ড ইনজুরিজনিত ক্ষতি কম হয়। চারা মূল জমিতে রোপণ করলে রোপণজনিত আঘাত কম লাগে এবং চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গাছ শক্ত থাকে বলে সহজে হেলে পড়ে না। কুশির সংখ্যা দ্রুত বাড়ে। ধানগাছের শীষ বড় হয় এবং শীষে পুষ্ট ধানের সংখ্যা বেশি থাকে। ধানগাছে রোগ ও পোকার আক্রমণও কম হয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

তাক্বওয়া

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

বলতে পার এই বসুধায় কোন সে আসল মুত্তাক্বী?
বেশটি যাহার হয় রাসূল (ছাঃ)-এর পয়লা তাকে ভাবছ কি?
ভাবতে পার সঠিক এটা ভাবনা তোমার মন্দ না,
চিন্তা করার মুক্ত দুয়ার কারো তরে বন্ধ না।
সঙ্গী যাহার নিত্য দিনের সূদ, ঘুষ আর দুর্নীতি,
রাসূল (ছাঃ)-এর ঠিক থাকলে পোষাক সেও কি হবে মুত্তাক্বী?
রাখলে কিছু অর্থ-কড়ি সংগোপনে তাহার কাছ,
পাইতে ফেরৎ সঞ্চয়ী সে বহুত বহুত পাচ্ছে লাজ।
আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান যত দু'চরণে দললো যে,
প্রান্তসীমা পেরিয়ে সদা বিপক্ষতে চললো যে,
সবাই তাকে বলছে মুখে, লোকটা বেজায় মুত্তাক্বী!
লম্বা জামা, পাগড়ি শিরে আল্লাহভীতির শর্ত কি?
লক্ষ টাকার লোভটা যে জন ছাড়তে পারে নিঃশেষে,
সুন্দরীর ঐ হাত ছানিতে দেয় না সাড়া দিন শেষে।
সত্য কথা যার মুখেতে নিত্য দিনে শুনতে পাই,
পরের হিতে যে জনেতে হরহামেশা জান খোয়ায়,
পোষাক কিছু ঘাটতি বলে মুত্তাক্বী কেউ বলবে না,
চালবাজি আর প্রতারণা আল্লাহ্‌র কাছে চলবে না।
আল্লাহ ভীতি যার হৃদয়ে সব সময়ে হয় না ভুল,
এটাই হ'ল ঠিক তাক্বওয়া ভক্ত আল্লাহ্‌র শক্ত মূল।

প্রভাতের ছবি

ওবায়দুল্লাহ
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

এলো ঐ ঘোর তমসার বাঁধন কেটে ছুবহে ছাদিক
সহসা মধুর সুরে উঠল সে তান ছুটল সে গীত।
কি সুধা সেই সে তানে
জানিল বিশ্বজনে
শুনে সেই হৃদয়কাড়া চিত্তহরা সেই সে আযান
পড়ল সবে আল্লাহ মহান সৃজন যাহার বিশ্বজাহান।
পূরবের উতাল করা অতুল হাওয়ায় শীতল কায়া
শাখে সব ফুল পাখিদের কুজন কেকায় কোন সে মায়া!
সবুজ ঐ ঘাসের ডগায়
শিশিরে চোখ রাখা দায়
সূরুজের স্নিগ্ধ প্রভা ফিনকি দিয়ে পড়ল তাতে
কিযে এক অবাক করা চিত্র ফুটে উঠল সাথে।
চাষীগণ কোদাল হাতে লাঙ্গল কাঁধে চলল মাঠে
আচানক পড়ল সাড়া হাক ডাক ঐ পল্লী বাটে।
কৃষকের কর পরষে
সবুজের উর্মি হাসে
তটিনীর হিল্লোলে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য ভাষা
কৃষকের কোমল মনে হাযার স্বপন জাগায় এসব
জাগায় তাতে লক্ষ আশা।

নামধারী মুসলিম

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

মুসলিম গোত্রে নিয়েছি জন্ম
হয়েছি তাই মুসলিম,
অন্তরে নাই ই।লমে দ্বীন
এ শিক্ষায় বড় উদাসীন।
লইয়াছি ডিগ্রী ইংরেজীতে,
লইয়াছি ডিগ্রী বাংলায়,
অদ্যাপি জানি না পড়িতে কুরআন
এইতো মুসলিমের পরিচয়।
বেপর্দায় মুসলিম নারী
ঘুরিয়া বেড়ায় জগৎময়,
প্রেমের নামে অবৈধ সংস্রবে
পর পুরুষের সাথে লিপ্ত হয়।
লোভের বশে অস্ত্র চালায়
সহোদর ভাই-বোনের গলায়,
পরঠকিয়ে সুখের আশায়
নিজের আবাস সাজায়।
সূদ-ঘুষের অবৈধ ব্যবসায়
কোটি টাকা করি আয়,
মিথ্যা বলিতে পরের কুৎসা গাইতে
দিলে নাহি জাগে আল্লাহ্‌র ভয়।
মুয়াযযিনের কণ্ঠে যবে
মধুর আযান শোনা যায়
মত্ত তখন টিভি দেখায়
মগ্ন তখন গান-বাজনায়।
নাহি মানি আল্লাহ্‌র আদেশ
মানি না আদেশ রাসূলের,
লম্বা কুর্তা পাগড়ী বড়
দাড়ির আকারও দীর্ঘ ঢের।
কুরআন-হাদীছ মানি না আমি
স্বীয় মর্জি মাফিক জীবন কাটাই।
আসল মুসলিম নাকি নামধারী আমি
স্বীয় মনকে জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাই।
***

জ্ঞান

হাসানুযযামান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া।

হাদীছ হ'ল আল্লাহ্‌র অহী জেনে নিও ভাই
গড়তে জীবন করব গ্রহণ ছহীহ হাদীছ তাই।
জাল, যঈফ ও মওযূ' হাদীছের কোন ভিত্তি নাই,
মুক্তি পেতে এস সবাই ছহীহ হাদীছের ছায়ায়।
মিথ্যা হাদীছের আমল করে টিকবে না তা পরকালে,
সাবধান হয়ে চলতে হবে সময় কেবল ইহকালে।
ইলম নাই তবুও আলেম আসলে তারা গাজাখোর,
পাগড়ী টুপি পরছে অনেকে হয়েছে এখন জর্দ্দাখোর।
সঠিক জ্ঞান যা আছে জানা দিতে হবে সব বিলিয়ে,
নেকী হবে দ্বীনের কথা জ্ঞানহীনকে জানিয়ে।
দুনিয়াতে চাইবো নাতো এর কোন প্রতিদান,
খুশি হ'লে আল্লাহ তা'আলা দানিবেন নে'মত অফুরান।
এস মোরা সত্য জানতে সবাই চেষ্টা করি,
দলীল ভিত্তিক সমাধান জানতে আত-তাহরীক পড়ি।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২। আনাস বিন মালেক (রাঃ)।
৩। উসাইদ বিন হুযাইর (রাঃ)।
৪। আলী বিন আবু তালেব (রাঃ)।
৫। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। ইঁদুর। ২। কবর।
৩। বর-বউ ও ৪ বেহারা সহ পালকী।
৪। চুলা। ৫। বিদ্যুৎ চমক।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)

১। আরবদেশের আয়তন কত?
২। আরবদেশ কোথায় অবস্থিত?
৩। আরবের পশ্চিমে কি অবস্থিত?
৪। আরবের পূর্বে কি অবস্থিত?
৫। আরবের অধিকাংশ জনপদ বা এলাকা কেমন?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। নয়া জামাই গোসল করে টুপি থাকে মাথার পরে,
একশ কলস পানি দাও, তবু শুকনা তার গাও।
২। ডাকাত এসে বাড়ি ঘিরল হাতে দড়ি দড়া,
জানালা দিয়ে ঘর পালালো গৃহস্থ পড়ল ধরা।
৩। যতই আসুক বৃষ্টি-ঝড়, আট কন্যার একটাই ঘর।
৪। চোখ ভরা সারা দেহ দেখে না সে কভু,
তার স্বাদ পেলে লোকে মন্দ বলে না কভু।
৫। তুমি আমি একজন দেখিতে একরূপ,
আমি কত কথা বলি তুমি কেন চুপ।

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ তুমি

মেহেদী হাসান নিশান
জুনারী, তেরখাদা, খুলনা।

আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর
পরম করুণাময়,
সৃষ্টি যত দিবা-নিশি
তোমারই গান গায়।
পৃথিবীকে গড়লে তুমি
মোদের সুখের জন্য,
অশেষ নে'মত দিয়ে তাতে
করলে মোদের ধন্য।
তোমার দয়ায় মেঘ হ'তে
নামে জলের ধারা,
নরম মাটির বুক চিরে
গজায় সবুজ চারা।
ঝর্ণা-নদী বয়ে চলে
নিয়ে অসীম গতি,
অটল পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে
টলে না এক রতি।
ফুল-ফসলে সাজে জাহান
পাখিরা গায় গান,
ভালবাসায় ভরা হেথায়
মানব জাতির প্রাণ।
দিনের বেলায় সূর্য ওঠে
রাতে জাগে চাঁদ
সৃষ্টি তোমার অতি নিপুন
নেই কোথাও খাঁদ।
নবী দিয়ে বাতিল থেকে
হকের পথে নিলে,
সত্য-মিথ্যা বুঝতে তুমি
কুরআন-হাদীছ দিলে।
বুদ্ধি-বিবেক দিলে তুমি
বুঝতে ভাল মন্দ,
তোমার কথা মানি যেন
করি না যেন দ্বন্দ্ব।
***

সুন্নাহর পথে

এস.এম. হাফীযুর রহমান
সাতক্ষীরা।

থাকব না আর মাযহাব বন্দী
হব ছহীহ সুন্নাতপন্থি,
কেমন করে চলেছেন নবী
ইসলামের ঐ প্রথম যুগে?
কেমন করে দিলেন দাওয়াত
জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে।
কিসের দিশায় দিলেন দাওয়াত
দিনে রাতে অবিরাম
কিসের আশায় শিক্ষা দিলেন
অজ্ঞতাপূর্ণ সমাজ।
কেমন করে কঠোর ওমর
কোমল হ'লেন স্বল্পক্ষণে
কেমন করে বীর মুজাহিদ
হ'লেন বিজয়ী বদররণে।
কুরআন-সুন্নাহ মেনে তারা
হয়েছিলেন সোনার মানুষ,
নবীর সুন্নাত আঁকড়ে ধর
তাক্বলীদের তরে না হয়ে বেহুঁশ।
আল্লাহর উপর ভরসা করে
দাওয়াত দিবে বিশ্বময়।
সঠিক দ্বীন কায়েম হবে
ছহীহ সুন্নাহর হবে জয়।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পুলিশে দুর্নীতি বাড়ছে; থানায় মানুষ ভাল ব্যবহার পাচ্ছে না

পুলিশের সমন্বয়ক ফণীভূষণ চৌধুরী বলেন, 'আমি মনে করি এবং জনগণও মনে করে, বিগত বছরে পুলিশের সেবার মান অনেকাংশে কমে গেছে। আমি থানার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলব। থানায় সেবার মান কমছে। থানায় গিয়ে মানুষ ভাল ব্যবহার পাচ্ছে না, প্রতিকার পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে থানায় মামলা বা জিডি নিতে অনীহা প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। ঢাকা মহানগর চেকপোষ্টের (তল্লাশি চৌকি) নামে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষকে হয়রানী করা হচ্ছে'। তিনি আরো বলেন, 'পুলিশে দুর্নীতি বাড়ছে। বাড়ছে ক্ষমতার অপব্যবহার। পুলিশের 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে কি-না, তা নিয়েও আলোচনা হ'তে পারে'। গত ৩ জানুয়ারী সকালে পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধনের পর প্রথম অনুষ্ঠানেই বর্তমান পুলিশ ব্যবস্থার নিষ্করুণ চিত্র এভাবে তুলে ধরেন আইজির পদমর্যাদাপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশের সমন্বয়ক ফণীভূষণ চৌধুরী।

পরিদর্শক পদ প্রথম ও উপপরিদর্শক পদ দ্বিতীয় শ্রেণীর : বাংলাদেশ পুলিশের পাঁচটি পদ গ্রেড-১ ভুক্ত (সচিব পদ মর্যাদার) করার এবং পরিদর্শক পদ প্রথম শ্রেণী ও উপপরিদর্শক (এসআই) পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৩ জানুয়ারী 'পুলিশ সপ্তাহ-২০১২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের ২ টাকা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নোট

বাংলাদেশের ২ টাকার নোট পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নোট হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এরপর সেরা নোটের তালিকায় আছে সাও টোমের ৫০ হাযার ডোবরা নোট। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে বাহামার ১ ডলারের নোট এবং বাহরাইনের ৫ দীনারের নোট। রাশিয়ার একটি বিনোদন কেন্দ্র পরিচালিত জরিপে এ অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে।

পর্ণোগ্রাফির সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর কারাদণ্ড

পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ এ আইন ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড, পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে এ আইনের বিচার করা হবে। গত ২ জানুয়ারী সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২' এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে গণ-উপদ্রব সৃষ্টি করা হ'লে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে। তাছাড়া পর্ণোগ্রাফির অভিযোগ করে কারো নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করার বিষয়টি প্রমাণিত হ'লে বাদীকে দুই বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

২০১১ সালে দেশে নারী নির্যাতনের চালচিত্র

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে, ২০১১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৭১৬ জন নারী পারিবারিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ৫০১টি। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৭৮টি পরিবার। বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাচার হয়েছে ১০৯ জন নারী এবং যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে ২৩৪ জন। পরিসংখ্যানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, শিশুসহ সব বয়সী গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৯৫টি। ধর্ষিতা হয়েছে ৬০৮ জন মহিলা এবং গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৫৯ জন। আত্মহত্যা করেছে ৪২৮ জন এবং হত্যার শিকার হয়েছে ৮০৯ জন নারী। বখাটেদের দ্বারা উত্যক্ত হয়েছে ৯৫৮ জন মহিলা। এদিকে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির দেয়া তথ্য অনুযায়ী গত ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ১ হাযার ১৬৮টি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

[নারী নির্যাতন আইনের ফলে যে পুরুষ নির্যাতন হচ্ছে, তার হিসাব কোথায়? (স.স)]

সাড়ে ৩ হাযার টাকায় সন্তান বিক্রি

মৌলভীবাজার যেলার শ্রীমঙ্গলে সিজারের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে নবজাতক সন্তানকে মাত্র সাড়ে ৩ হাযার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে সন্তানের পিতা ও মাতা। জানা গেছে, হবিগঞ্জ যেলার চুনারুঘাট উপযেলার দিনমজুর রিক্সাচালক মামূন ও রোজিনা খাতুন জীবন-জীবিকা নির্বাহের তাগিদে শ্রীমঙ্গলের ভানুগাছ রোডে ভাড়া বাসায় থাকে। গত ১৬ ডিসেম্বর সিজারের মাধ্যমে রোজিনার পুত্রসন্তান জন্ম হয় শ্রীমঙ্গলের মুক্তি মেডিকেয়ার ক্লিনিকে। সিজারের খরচ বাবদ সাড়ে ৩ হাযার টাকা দিতে না পেরে পেটের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে দরিদ্র পিতা-মাতা। এক প্রবাসীর নিঃসন্তান স্ত্রী বাচ্চাটিকে ক্রয় করেছেন।

জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ১২ দশমিক ৯৬ শতাংশ

বাংলাদেশের ভোক্তা সমিতি বা 'কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব) বলেছে, সদ্য সমাপ্ত ২০১১ সাল জুড়েই নিত্যপণ্যের বাজার ছিল বেসামাল। ক্যাবের হিসাবে, গত বছর নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আর এর প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ১১ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ সময় পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়া যাত্রী পরিবহনের ভাড়া এবং লাগামহীন বাড়ি ভাড়াও সাধারণ মানুষকে কম ভোগায়নি। ২০১১ সালে গড়ে বাড়িভাড়া বেড়েছে ১৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে মূল্যবৃদ্ধির খড়গ পড়েছে ভোক্তার ঘাড়ে। বাঁচার তাগিদে এ সময় অধিকাংশ ভোক্তা প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন। ২০১০ সালে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছিল আগের বছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। ২০০৯ সালে তা বেড়েছিল ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ।

আসক-এর মূল্যায়ন

গত বছরের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক

২০১১ সালে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। এর মধ্যে মানুষ 'নিখোঁজ' হওয়া ও 'গুপ্তহত্যার' ঘটনা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র (আসক) মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বলা হয়েছে। আসকের মতে, গত বছর ৩ ধরনের ঘটনায় অন্তত ৫১ জন নিখোঁজ বা অপহরণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ জনের লাশ পাওয়া গেছে।

আসকের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালে সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাযতে ও কথিত 'ক্রসফায়ারে' ১০০ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু ক্রসফায়ারে র‍্যাবের হাতে ৩৫ জন, পুলিশের হাতে ১৯ জন, র‍্যাব ও পুলিশের হাতে যৌথভাবে চারজন নিহত হয়েছে। আসকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর বখাটেদের উৎপাতে ৩৩ জন নারী আত্মহত্যা করেছে, আর বখাটেদের হাতে খুন হয়েছে ২৩ জন। তাছাড়া ১১৭ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৪ জন শিশু।

ইনশাআল্লাহ বলায় এয়ার হোস্টেসকে ক্ষমা চাইতে হ'ল

বেসরকারী বিমান পরিবহন সংস্থা জিএমজি এয়ারলাইন্সে 'ইনশাআল্লাহ' ও ভ্রমণের দো'আ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'ইনশাআল্লাহ' বলায় সাবেরা ফেরদৌসী নামের সিনিয়র এক এয়ার হোস্টেসকে শোকজ করা হয়েছে। লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে তিনি চাকরিচ্যুতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অন্যদেরও চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে জিএমজির ভারতীয় কর্মকর্তা এওয়ার্ড একলেস্টন।

[ঐ ভারতীয় কর্মকর্তাকে এখুনি বরখাস্ত করুন এবং উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করুন (স.স.)]

দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৮ দশমিক ৪ মিলিয়ন

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস মহামারী হিসাবে দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ডায়াবেটিস বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, ২০১০ সালে বাংলাদেশে মোট ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৮ দশমিক ৪ মিলিয়ন। যা ২০৩০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ১৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন।

হানাফী ঐক্য পরিষদ গঠন

গত ৭ জানুয়ারী আহসানিয়া ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ঢাকাস্থ হানাফী আলেমগণের এক সভায় মাযহাব অনুসারী সকল মাসলাকের আলেমগণের ফিক্বহী বিষয়ে ঐক্য ও সম্মিলিত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'হানাফী ঐক্য পরিষদ' নামে একটি অরাজনৈতিক গবেষণা ফোরাম গঠন করা হয়। সভায় মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নাদভীকে আহ্বায়ক ও মুফতী মুহাম্মাদ ওছমান গণীকে সদস্য সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় বক্তাগণ বলেন, বর্তমানে কিছু অপরিণামদর্শী ব্যক্তি মাযহাবের পরিশীলিত ও পরীক্ষিত পথ থেকে ধর্মীয় জ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষদের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিপথে পরিচালিত করে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

এদিকে গত ১২ জানুয়ারী প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে জাতীয় ইমাম-খতীব পরিষদের উদ্যোগে 'ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক এক সেমিনারে লা-মাযহাবী, ওহাবীবাদ, সালাফীবাদ, মওদূদীবাদ সবকিছুকে একাকার করে ইঙ্গিতে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে।

[ইতিপূর্বে এরা আমাদের 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' শ্লোগানের বিরুদ্ধে 'মাযহাবী বিধান কায়েম কর' শ্লোগান তুলেছিল। হক-এর দাওয়াত যত বৃদ্ধি পাবে, বাতিল তত ক্ষিপ্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অতএব হকপন্থীদের ঐক্য যোরদার করা এবং দাওয়াত আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক (স.স.)]।

বাংলাদেশী এক যুবককে নগ্ন করে পিটিয়েছে বিএসএফ

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) একটি দল এক বাংলাদেশী যুবককে নির্মমভাবে নগ্ন করে পিটিয়েছে। এই ঘটনায় ৮ বিএসএফ জওয়ানকে বহিষ্কার করেছে বিএসএফ। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ যেলার কাহারপাড়া সীমান্তের একটি ফাঁড়িতে ঐ ঘটনা ঘটে। বিএসএফের নির্যাতনের শিকার ঐ যুবক চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপযেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের ১৭ রশিয়া গ্রামের হাবীবুর রহমান (২২)। তিনি নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে বলেন, গত ৬ ডিসেম্বর ভারতের মুর্শিদাবাদের রাণীনগরের কাহারপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের ২শ' টাকা উৎকোচ দিয়ে ভারতে যান গরু আনার জন্য। ওপারে গিয়ে গরু না পেয়ে ফিরে আসার সময় ৯ ডিসেম্বর ঐ ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা তাকে রাত ৯-টার সময় আটক করে। এ সময় বিএসএফ তার কাছে ২ হাযার টাকা, ১০টি টর্চ লাইট ও একটি মোবাইল ফোন দাবী করে। কিন্তু সেগুলো দিতে না পারার কারণে তাকে বিএসএফ সদস্যরা রশি ও মাফলার দিয়ে হাত-পা বেঁধে বিবস্ত্র করে সারারাত নির্যাতন করে। পরদিন ১০ ডিসেম্বর সকালে আবারও শুরু হয় নির্যাতন। ঐ নির্যাতনের চিত্র মোবাইল ফোনে ভিডিও ফুটেজে ধারণ করে রাখে বিএসএফ সদস্যরা এবং তার শরীরে পেট্রোল ঢেলে দেয়া হয়। তার মিনতিতে শরীরে আগুন লাগায়নি বিএসএফ জওয়ানরা। নির্যাতনের পর সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃত ভেবে পার্শ্ববর্তী সরিষা ক্ষেতে ফেলে রেখে যায়। পরে বাংলাদেশী অন্য রাখালরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহীর খানপুর গরুর বিট এলাকায় নিয়ে আসে। পরে সেখানকার একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ফিরে আসে নিজ বাড়ীতে। উল্লেখ্য, প্রতি গরু পাচার করতে বিএসএফ ১ হাযার রূপী করে নেয়। তা না দিলেই নির্যাতন করে।

[প্রতিদিন সীমান্তে হাবীবুরের মতো কতজন যে বিএসএফের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই (স.স.)]

বিশ্বের সর্বাধিক সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশে; ২০১১ সালে নিহত ৫৯৩২ জন

প্রতি হাযার নাগরিকের বিপরীতে গাড়ির সংখ্যা সবচেয়ে কম হওয়ার পরও সারাবিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় সর্বাধিক মানুষ মারা যাচ্ছে বাংলাদেশে। 'নিরাপদ সড়ক চাই' (নিসচা)-এর হিসাবে ২০১১ সালে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৫৯২৮ জন। পঙ্গু, অঙ্গহানি বা গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১ হাযার ৪৩০ জন। আহত ও নিহতদের ৫৪ শতাংশই হচ্ছেন নিরীহ পথচারী। তবে সংশ্লিষ্টদের মতে বছরে গড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান ৮ থেকে ১০ হাযার মানুষ। কম-বেশী আহত হন অর্ধলাখ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সঠিক ছিল

-কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী সম্প্রতি বলেছেন, আগরতলা মামলা ও ঐ মামলার সব ঘটনা সত্য ছিল। ঐতিহাসিক ৬ দফাকে নস্যাৎ করতেই আইয়ূব খান ঐ মামলাটি করেছিলেন। তিনি সবাইকে এখন থেকে আগরতলা মামলাটিকে ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে অভিহিত না করারও আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালী অফিসারদের মধ্যে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফযলুল হক ও আমরা কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কমান্ডো স্টাইলে হামলা করে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা স্থাপনাগুলো দখল করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব। তিনি বলেন, এ পরিকল্পনার কথা শেখ মুজিব জানতেন এবং তাতে তার সম্মতিও ছিল। আগরতলা মামলায় এ কারণেই তাকে প্রধান অভিযুক্ত করা হয় এবং তৎকালীন ৩৫ জন সেনাকর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় ঐ মামলায়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সশস্ত্র পন্থায় দেশ স্বাধীন করতে। অন্য কোনভাবে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল না। ৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রাম মুজিবের সে বিশ্বাসকে প্রমাণ করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী ফ্লাইট সার্জেন্ট ফযলুল হকের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন শওকত আলী।

বিদেশ

ভারতের মধ্যপ্রদেশে গরু যবেহ করলে সাত বছর জেল

ভারতের মধ্যপ্রদেশে গরু যবেহ করলে সাত বছরের জেল দেওয়া হ'তে পারে। শিগগিরই এ আইন চালু হচ্ছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি) শাসিত মধ্যপ্রদেশের একজন মুখপাত্র গত ৩ জানুয়ারী বলেন, গরু হত্যা বা গরুর গোশত বিক্রি করলে, এমনকি কারো কাছে গোশত পাওয়া গেলেও তাঁকে ঐ দণ্ডের মুখোমুখি হ'তে হবে। ২০১০ সালে তিন বছর ধরে দুধ না দেওয়ায় একজন মুসলিম তার একটি গাভী যবেহ করেন। এ ঘটনার পর উগ্রবাদী হিন্দুরা দু'টি মসজিদে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। তারা একটি মসজিদের দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ভারতের আরো কয়েকটি রাজ্যে একই ধরনের আইন চালু রয়েছে।

[কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ! (স.স.)]

আর্থিক মন্দার কারণে সিঙ্গাপুরে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন অর্ধেক কমানো হচ্ছে

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে শিল্পোন্নত দেশ সিঙ্গাপুর মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ৫২ শতাংশ পর্যন্ত কমানোর পরিকল্পনা করছে। নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়িত হ'লে প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান বার্ষিক বেতন ৩০ লাখ ৭০ হাযার সিঙ্গাপুরী ডলার থেকে ৩৬ শতাংশ কমে হবে ২২ লাখ ডলার। মন্ত্রীদের বার্ষিক বেতন ৩৭ শতাংশ কমে ১১ লাখ ডলার হবে। প্রেসিডেন্টের বেতন ৫১ শতাংশ কমিয়ে করা হবে ১৫ লাখ ৪ হাযার ডলার। স্পীকারের বেতন ৫৩ শতাংশ কমিয়ে করা হবে ৫৫ লাখ ৫ হাযার ডলার।

বিশ্বমন্দার কারণে জাতিসংঘের বাজেট হ্রাস : বৈশ্বিক মন্দা ও অন্যান্য কারণে জাতিসংঘ তার ব্যয়ভার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতিসংঘের ২০১২-১৩ সালের বাজেট ৫ শতাংশ কমিয়ে ৫শ' ১৫ কোটি ডলার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে জাতিসংঘের বাজেট ছিল ৫শ' ৪১ কোটি ডলার। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জাতিসংঘের বাজেট কমল।

আমেরিকার ৪৫ হাযার কোটি ডলার প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনা : মন্দা পরিস্থিতির মোকাবিলায় নতুন সামরিক নীতি প্রণয়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘোষণা করেছেন, ভবিষ্যতে মার্কিন বাহিনী আকারে ছোট করা হবে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘোষিত এই সংশোধিত প্রতিরক্ষা নীতিতে আগামী এক দশকে পেন্টাগণের সামরিক খাতে ৪৫ হাযার কোটি ডলার ব্যয় হ্রাস করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংশোধিত প্রতিরক্ষানীতি অনুযায়ী এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ও মেরিন বাহিনীতে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ জনবল কমানো হ'তে পারে।

স্কটল্যান্ডের রয়েল ব্যাংক সাড়ে তিন হাযার কর্মচারী ছাঁটাই করবে : স্কটল্যান্ডের রয়েল ব্যাংক (আরবিএস) সাড়ে তিন হাযার কর্মচারী ছাঁটাই করবে। চলতি বছরের মধ্যেই এদের ছাঁটাই করা হবে বলে জানিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন ও সংকোচন নীতির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। গত দুই বছরে ব্যাংকটি এরই মধ্যে প্রায় ৩০ হাযার কর্মচারী ছাঁটাই করেছে। ছাঁটাইকৃতদের মধ্যে ২২ হাযার লোকই ছিল শুধু যুক্তরাষ্ট্রের।

৪ হাযার সেনা ছাঁটাই হচ্ছে ব্রিটেনে : ব্রিটেনে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এ বছর ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছেন সামরিক বাহিনীর চার হাযারের বেশি সদস্য। ছাঁটাইকৃতদের মধ্যে ৮ জন ব্রিগেডিয়ার এবং ৬০ জন লেফটেন্যান্ট কর্ণেলসহ বহু শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা রয়েছেন।

বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ মাদকসেবী

বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি লোক নিষিদ্ধ মাদক সেবন করে। 'দ্য ল্যানসেট' পত্রিকায় গত ৬ জানুয়ারী প্রকাশিত এক জরিপে মাদক সেবনের এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ২০০৯ সালে ১৪ কোটি ৯০ লাখ থেকে ২৭ কোটি ১০ লাখ লোক অবৈধ মাদক সেবন করে। এদের মধ্যে ১২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ২০ কোটি ৩০ লাখ লোক গাঁজা এবং এক কোটি ৫০ লাখ থেকে তিন কোটি ৯০ লাখ লোক আফিম জাতীয় মাদক বা কোকেন সেবন করে।

চীনে ঘণ্টায় ৫০০ কিলোমিটার গতির ট্রেন চালু

গত ২৬ ডিসেম্বর চীনের বেইজিংয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ঘণ্টায় ৫০০ কিলোমিটার গতিবেগের ট্রেন চালু করা হয়েছে। এর নির্মাণে সময় লেগেছে মাত্র তিন বছর। কয়েক মাসের মধ্যেই বেইজিংয়ের রেল লাইনে ছুটতে দেখা যাবে এ যানটিকে। এটিই এ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেন।

ভেনেজুয়েলায় দৈনিক গড়ে ৫৩ জন নিহত

২০১১ সালে ভেনেজুয়েলায় রেকর্ডসংখ্যক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে ভেনেজুয়েলার ভায়োলেন্স অবজারভেটরি (ওভিভি) সম্প্রতি তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ বছর দেশটিতে অন্ততপক্ষে ১৯ হাযার ৩৩৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে, যা গড়ে দৈনিক ৫৩ জন ও প্রতি ১ লাখে ৬৭ জন। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ এবং মেক্সিকোর তুলনায় তা চারগুণ বেশি। পার্শ্ববর্তী কলম্বিয়া ও মেক্সিকোতে গত বছর প্রতি ১ লাখে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় যথাক্রমে ৩২ জন ও ১৪ জন।

আদালতের রায়

গুজরাটে হিন্দী বিদেশী ভাষা

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকে গুজরাটে বিদেশী ভাষা বলে রায় দিয়েছে গুজরাট হাইকোর্ট। হাইকোর্টের দেয়া রায় অনুযায়ী গুজরাটীদের জন্য হিন্দী একটি বিদেশী ভাষা বলে বিবেচিত হবে। এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মাধ্যমও গুজরাটী। গুজরাটের জুনাগড়ের কৃষকদের করা এক মামলার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দিল্লীতে নারী নির্যাতন কমছে না

ভারতের রাজধানীকে নারীদের জন্য নিরাপদ করে তুলতে পুলিশের নতুন অনেক উদ্যোগের পরেও ২০১১ সালে দিল্লীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্ষণ ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া' (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১১ সালে দিল্লীতে ৫৬৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, আর ২০১০ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫০৭টি। তবে প্রতি লাখে ধর্ষণের হার কমেছে বলে জানিয়েছে পিটিআই। ২০০৫ সালে দিল্লীতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রতি লাখে ৪ দশমিক ৪২। এ হার ২০১১ সালে ৩ দশমিক ৩৯ এ এসে দাঁড়ায়। নারীদের উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনাও বেড়েছে ২০১১ সালে। ২০১০ সালে ৬০১টি নিপীড়নের ঘটনা ঘটে যা ২০১১ সালে ৬৫৩টিতে এসে দাঁড়ায়।

মন্দার কারণে গ্রিসে সন্তানদের রাস্তায় ফেলে যাচ্ছেন অনেক অভিভাবক

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সন্তানদের আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক মা-বাবা ও অভিভাবক। অনেকে সন্তানের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়ায় পথে-ঘাটে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের ফেলে যাচ্ছেন। 'প্রতিদিন রাতে আমি একাকী কাঁদতাম।

কান্না ছাড়া আমার কিছুই করার ছিল না। প্রতিদিন আমি দগ্ধ হ'তাম, কিন্তু আমার জন্য কোন পথ খোলা ছিল না। আমার সন্তান গির্জা থেকে আনা কিছু খাবার খেয়ে বেঁচে থাকত। না খেতে পেয়ে আমার সন্তানের ওযন ২৫ কেজি কমে গেছে'। একজন বিপত্নীক নারী তার সন্তান মারিয়াকে আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানোর পর এভাবেই তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। চাকরি হারানোর পর সন্তানকে আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

এমন ঘটনাও সেখানে ঘটেছে যে, যমজ সন্তানের মা পুষ্টিহীনতার কারণে তার সন্তানদের দুধ পান করাতে পারছেন না। এতে শিশু দু'টিকে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হ'তে হয়েছে। গত কয়েক মাস আগে আরেকটি ঘটনা সবাইকে নাড়া দেয়। সেদিন ফাদার এন্তোনিও নামের একজন যাজক শহরে হাঁটতে বের হওয়ার পরই দেখেন, চারটি শিশু আশ্রয় কেন্দ্রের সামনে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন নবজাতক ছিল। এরকম ঘটনা সেখানে হরহামেশাই ঘটছে। এমনকি সেখানে এসপিরিন এবং অন্যান্য ওষুধেরও ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে।

ওবামার চেয়ে রোবট ভাল

-ফিদেল ক্যাস্ট্রো

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, ওবামার চেয়ে একটি রোবট ভাল কাজ করতে পারত। বিশ্বময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ঠেকাতে সক্ষম হ'ত। ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ক্যাস্ট্রো বিশ্বাস করতেন, এই কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্য দূর করবে। বিশ্বময় যে সহিংসতা বিরাজমান তা সমাধান করবে তারুণ্যের সক্রিয়তা দিয়ে। কিন্তু ক্রমেই ওবামার প্রতি তার মুগ্ধতা বিবর্ণ হয়ে যায়। সেজন্য সম্প্রতি তিনি উক্ত তির্যক মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী নাগরিক ও জন্মসূত্রে নাগরিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা জাতিগত আফ্রিকানদের সঙ্গে জাতিগত ইউরোপীয়দের দ্বন্দ্বের চেয়েও ধনী-গরীবের দ্বন্দ্ব বেশি তীব্র। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' পরিচালিত জনমত জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৬ শতাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের ধনী-গরীবের মধ্যে 'তীব্র' ও 'কঠিন' দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ৩০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ধনী-গরীবের মধ্যে 'তীব্র দ্বন্দ্ব' চলছে বলে সরাসরি মতপ্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে, ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট সম্পদের ৫৬ শতাংশের মালিক শীর্ষ ১০ শতাংশ মানুষ, যেখানে ২০০৫ সালে তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল মোট সম্পদের ৪৯ শতাংশ।

মার্কিন সেনাদের মাঝে যৌন অপরাধ দ্বিগুণ হয়েছে

চাকরীরত মার্কিন সেনাদের মধ্যে যৌন অপরাধ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। মার্কিন সেনা সদর দফতর পেন্টাগন এক প্রতিবেদনে একথা জানিয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারী প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে এ ধরনের অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় শাখায় গত বছর যৌন অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনায় ১৬৪ জন সেনা সদস্য আত্মহত্যা করেছে। আর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে দু'হাযার ৮১১টি। এ মাত্রা ২০০৬ সালের চেয়ে শতকরা ৯০ ভাগ বেশি। প্রতি দশটি ঘটনার মধ্যে ছয়টিতে দেখা গেছে অপরাধী সেনা ছিল মাতাল আর তাদের যৌন লালসার শিকার হয়েছে নারী সেনারা। এসব নারী তাদের চাকরির ১৮ মাসের মধ্যেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০১১ সালে প্রতি ছয় ঘণ্টা ৪০ মিনিটে একটি করে যৌন অপরাধের ঘটনা ঘটেছে।

এশিয়ার নিকৃষ্টতম আমলাতন্ত্র হ'ল ভারতে

হংকংয়ের একটি বেসরকারী সংস্থা তাদের এক রিপোর্টে একথা বলেছে। ক্রম অনুযায়ী ভারত ১০-এর মধ্যে পেয়েছে ৯.২১। ভিয়েতনাম ৮.৫৪, ইন্দোনেশিয়া ৮.৩৭, ফিলিপাইনস ৭.৫৭ ও চীন ৭.১১। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ওপর বাণিজ্য মহলের বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। আমলাতন্ত্রের টেবিলের তলা দিয়ে অনেক কিছু গলিয়ে যায়। ঐ রিপোর্টে আরো জানানো হয়েছে, ভারতীয়দের কাছেই ভারতীয় আদালত ব্যবস্থা আকর্ষণহীন এবং তা থেকে সবাই এড়িয়ে যেতে চান। দেশের বিচারব্যবস্থার যুক্তিহীন দীর্ঘসূত্রতায় ক্ষুব্ধ দেশবাসীর ভরসা কমেছে বিচার ব্যবস্থার ওপর।

সংঘাতময় শহরগুলোর প্রায় সবই লাতিন আমেরিকার

বিশ্বের সবচেয়ে সহিংসতাপ্রবণ ৫০টি শহরের ৪০টিরই অবস্থান লাতিন আমেরিকায়। আর একক দেশ হিসাবে ব্রাজিলের সর্বাধিক ১৪টি শহর এই তালিকায় রয়েছে। মেক্সিকোর চিন্তাবিদদের একটি সংস্থা 'সিটিজেনস কাউন্সিল ফর পাবলিক সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস' এই তালিকা তৈরি করে। হণ্ডুরাসের সান পেদ্রো বিশ্বের সবচেয়ে সহিংসতাপূর্ণ শহর। শহরটিতে খুনের হার প্রতি লাখে ১৫৮ দশমিক ৮৭ জন। তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকোর জুয়ারেজ শহর। এই শহরে খুনের হার প্রতি লাখে ১৪৭ দশমিক ৭৭ জন।

ভারতে প্রতিদিন অভুক্ত থাকে ২৩ কোটি মানুষ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে, ভারতে প্রতিদিন ২৩ কোটি মানুষ অভুক্ত থাকে। অপরদিকে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) হিসাবে এই সংখ্যা ২১ কোটি ৩০ লাখ। আফএফপিআরআই জানিয়েছে, ভারতের ২১ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ কম ওযনসম্পন্ন। আর এই শিশুদের মধ্যে ৭ শতাংশ পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই মারা যায়। আইএফপিআরআই জানায়, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুধাপীড়িত দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম।

গির্জার টাকা মেরে জুয়া খেলার দায়ে যাজকের ৩ বছর কারাদণ্ড

একেই বলে লাস ভেগাসের হাওয়া। গির্জার টাকা মেরে জুয়া খেলতে গিয়ে ধরা পড়লেন যাজক নিজেই। যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা রাজ্যের লাস ভেগাসের একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মযাজক মনসিনোর কেভিন ম্যাকালিফ গির্জার ত্রাণ তহবিলের টাকা মেরে দিয়ে জুয়া খেলেছেন। এই অপরাধে তার তিন বছরের জেল হয়েছে। জানা গেছে, গির্জার কল্যাণ তহবিলের ৬ লাখ ৫০ হাযার ডলার আত্মসাৎ করেছেন তিনি। আর এই টাকার সবটা জুয়া খেলে উড়িয়ে দিয়েছেন। নেভাদার রাজধানী লাস ভেগাস জুয়ার রাজধানী হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত। শহরটিতে অসংখ্য ক্যাসিনো রয়েছে যেখানে সারা বিশ্ব থেকে জুয়াড়িরা আসে। কতোজন যে নিঃস্ব হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই।

ভারতে শিশু শ্রমিক ৫০ লাখের ওপর

ভারতে প্রায় ৫০ লাখ শিশু এখনও নানা ধরনের কাজে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত। ২০০১ সালে দেশটিতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৬ লাখ। এদের সবারই বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। ২০০৪-০৫ সালে ছিল ৯০ লাখ ৭৫ হাযার। আর ২০০৯-১০ সালের হিসাব মতে ৪৯ লাখ ৮৪ হাযার।

মুসলিম জাহান

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কুরআন শরীফ আফগানিস্তানে

৫০০ কেজি ওযনের বিরাটাকারের কুরআন শরীফের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে গত ১২ জানুয়ারী কাবুলের হাকিম নাসির খুসরাও বালখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই কুরআনের উচ্চতা ৭ ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট। অর্ধমিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এতে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা রয়েছে ২১৮। পৃষ্ঠাগুলো কাপড় ও কাগজের তৈরি এবং পৃষ্ঠাগুলোর আকার দৈর্ঘ্যে ৯০ ইঞ্চি বা ২ দশমিক ২৮ মিটার এবং প্রস্থে ৬১ ইঞ্চি বা ১ দশমিক ৫৫ মিটার। পৃষ্ঠার প্রান্তগুলো চামড়া দিয়ে কারুকার্যমণ্ডিত, যা তৈরি করতে ২১টি ছাগলের চামড়া ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ৫ বছর ধরে ক্যালিগ্রাফার মুহাম্মাদ সাবের ইয়াকোতি হোসেন খাদেরী এবং তার শিক্ষার্থীরা ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুরআন শরীফ লেখার কাজ শুরু করেন এবং ২০০৯ সালে শেষ করেন। তারা জানান, ২০ পারায় ৩০টি ভিন্ন ধরনের ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করেছেন তারা।

সুয়েজ খাল থেকে মিসরের বার্ষিক আয় ৫২২ কোটি ডলার

মিসর ২০১১ সালে সুয়েজ খাল থেকে ৫২২ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে যা আগের বছরের তুলনায় ৯.৬ শতাংশ বেশি। ২০১১ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে মোট ১৭ হাযার ৭৯৯টি জাহাজ চলাচল করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১.১ শতাংশ কম। তবে পণ্য আনা-নেয়া ৯.৭ শতাংশ বেড়েছে।

দুর্ভিক্ষে সোমালিয়ায় হাযারো মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা

হর্ণ অফ আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার আগেই সোমালিয়ায় হাযার হাযার মানুষ মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। তাদের ভাষ্য মতে, সেখানে অপুষ্টির হার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সোমালিয়ার অর্ধেক শিশুই অপুষ্টিতে ভুগছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ছয় মাস আগে সোমালিয়াসহ হর্ণ অব আফ্রিকার দেশগুলোতে দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। আগামী জুলাই বা আগষ্ট মাস পর্যন্ত দেশগুলোতে সরবরাহের তুলনায় খাদ্যের চাহিদা অনেক বেশি থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইরিত্রিয়া, জিবুতি, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া নিয়ে হর্ণ অব আফ্রিকা গঠিত।

সোমালিয়ায় নিয়োজিত জাতিসংঘ ত্রাণ বিভাগের প্রধান মার্ক বাউডেন বিবিসিকে বলেন, দুর্ভিক্ষে গত বছর সোমালিয়ায় ১০ হাযার মানুষ মারা গেছে। এখনো সোমালিয়ার আড়াই লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছে।

আফগানিস্তানে লাশের ওপর মার্কিন সেনাদের প্রস্রাব

সম্প্রতি লাইভ লিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, মার্কিন সেনাবাহিনীর উর্দি পরা চার ব্যক্তি তিনটি রক্তাক্ত লাশের ওপর প্রস্রাব করছে। একজন কৌতুক করে বলছে, 'বন্ধুরা! আজ তোমাদের খুব আনন্দের দিন'। অপর একজন লাশের সঙ্গে অশোভন আচরণ করছে। উক্ত চার সেনার মধ্যে দুই মার্কিন সেনাকে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দ্বিতীয় মেরিন রেজিমেন্টের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের সদস্য। মার্কিন সেনাবাহিনী ঘটনাটি তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে।

[ধ্বংস হৌক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ! (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাগজ থেকে বিদ্যুৎ

জাপানের বিখ্যাত ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সনি গত ১৫ ডিসেম্বর নতুন একটি প্রযুক্তির তথ্য প্রকাশ করেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে টুকরো কাগজ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। ঐদিন জাপানের রাজধানী টোকিওতে পরিবেশবান্ধব পণ্যের এক মেলায় সনি দর্শনার্থীদের সামনে টুকরো কাগজ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেখায়। সনির কর্মকর্তারা পানি ও এনজাইমের একটি মিশ্রণের ওপর এক টুকরো কাগজ রেখে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন। এরপর ঐ মিশ্রণের সামনে একটি ছোট ফ্যান রেখে তা চালু করা হয়। এরপর পানি ও এনজাইমের ঐ মিশ্রণটি বিদ্যুতের একটি উৎসে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, সনি ২০০৭ সালে প্রথম চিনি থেকে ব্যাটারী তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। তারাই প্রথম ব্যাটারির আকার কমিয়ে একটি পাতলা কাগজের আকৃতিতে পরিণত করে।

ছয় ভ্রূণে এক বানর!

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিশ্বে প্রথমবারের মতো ছয়টি পৃথক ভ্রূণ থেকে নেওয়া কোষ থেকে বানরের জন্ম দিয়েছেন। এ ঘটনাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা কয়েকটি রেসাস বানরের ভ্রূণ থেকে নেওয়া কোষ একত্র করে মাদি বানরের গর্ভে স্থাপন করেন। ঐ বানরগুলো তিনটি সুস্থ শাবকের জন্ম দিয়েছে। বানর শাবক তিনটির নাম রাখা হয়েছে রোকু, হেক্স ও কিমেরো। একাধিক প্রাণীর নেওয়া ভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের কোষ থেকে গবেষণাগারে জন্মানো এ ধরনের প্রাণীকে বলা হয় 'কিমেরো' বা কাল্পনিক প্রাণী। ভ্রূণের বিকাশের গবেষণার জন্য কিমেরো প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এইচআইভি ও এইডস, জলাতঙ্ক, জলবসন্ত ও পোলিও রোগের ওষুধ ও প্রতিষেধক তৈরি এবং ভ্রূণের স্টেম সেল নিয়ে গবেষণায় রেসাস বানর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন।

গাড়ি চলবে রাস্তা, বরফ ও পানিতে

ইয়ুহান ঝাং নামে এক চীনা মোটর স্পেশালিস্ট সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন এমন এক গাড়ি, যা রাস্তায় তো চলবেই, এর সঙ্গে একই গতিতে চলবে বরফে আর পানিতেও। ঘণ্টায় ৬২ মাইল বেগে চলা এ গাড়ির নাম দেয়া হয়েছে 'অ্যাকুয়া কার'। এই গাড়ি রাস্তায় চলবে যেই গতিতে, পানিতে নামলেও তার গতি থাকবে অপরিবর্তিত। চকচকে স্লিম এই গাড়িটিতে আছে চারটি ফ্যান এবং এয়ারব্যাগ, যা পানিতে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। পানিতে চলার পাশাপাশি 'অ্যাকুয়া কার' একটি পরিবেশবান্ধব গাড়ি, যাতে আছে 'ইকো-ফ্রেন্ডলি মোটর'। এ মোটরে আছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল, যা থেকে নির্গত হয় না কার্বন।

এইচআইভি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা

প্রাণঘাতী রোগ এইডসের কার্যকর ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন বলে দাবী করেছেন। তারা ক্লিনিক্যাল টেস্টে বানরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সফলতা পেয়েছেন। বানরের দেহে পরীক্ষা চালানোর পর দেখা গেছে, এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের কারণে তাদের দেহে এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডিফিসিয়েন্সী ভাইরাস) সংক্রমণের হার ৮০ ভাগ কমে গেছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, একই ভ্যাকসিন মানব দেহেও সমানভাবে কার্যকর হ'লে এইডস চিকিৎসার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

উপযেলা সম্মেলন

আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করুন! দেশে শান্তি ফিরে আসবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ৯ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার শিবগঞ্জ উপযেলা সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় আটমূল হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, দেশে আজ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। নীতি-নৈতিকতা যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে। দুর্নীতির জগদ্দল পাথর সমাজের সকল সেক্টরে জেঁকে বসেছে। তিনি বলেন, এই অধঃপতনের প্রধানতম কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রনায়কদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করা। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তিনি সকলকে এলাহী বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান।

বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের শিক্ষক (অবঃ) অধ্যাপক আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

তাবলীগী সভা

নাজিরপুর, পিরোজপুর ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলার নাজিরপুর উপযেলাধীন রঘুনাথপুর গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল ওয়াহেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে ডাঃ হুমায়ুন কবীরকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুল ক্বাইয়ূমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর রঘুনাথপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপযেলাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' উলানিয়া শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে মাওলানা আবদুল খালেককে সভাপতি ও মাহবূবুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট উলানিয়া শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বারিবাকা, মেহেরপুর ৭ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে শহরের বারিবাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তারীকুযযামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া প্রমুখ।

সাতক্ষীরা ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সদর উপযেলার উদ্যোগে শহরের ইটাগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

বাগধানী, তানোর, রাজশাহী ১৪ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগধানী এলাকার উদ্যোগে বাগধানী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

ইসলামী সম্মেলন

জয়পুরহাট ৮ জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের আল-হেরা একাডেমী ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ছিদ্দীকিয়া মডেল কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-হেরা একাডেমীর পরিচালক জনাব সুলতান আলম।

কুমিল্লা ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দেবীদ্বার থানাধীন খিরাইকান্দি দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ ময়দানে খিরাইকান্দি শাখা

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা জামীলুর রহমান, মাওলানা মঈনুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাওলানা আতীকুর রহমান।

কর্মী প্রশিক্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে গত ২০ জানুয়ারী দেশব্যাপী একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং আছর পর্যন্ত চলে। যেসকল যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে- কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ, খুলনা, গাইবান্ধা-পূর্ব, গাযীপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর-উত্তর ও দক্ষিণ, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, দিনাজপুর-পূর্ব ও পশ্চিম, নওগাঁ, নাটোর, নীলফামারী, পাবনা, পিরোজপুর, বগুড়া, বাগেরহাট, যশোর, রংপুর, রাজবাড়ী, লালমনিরহাট, সিরাজগঞ্জ ও সিলেট। এসব যেলাতে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, 'আন্দোলন'-এর পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ, লালমনিরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান, জামালপুর-উত্তর যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, রংপুর যেলা সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদ, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, ঢাকা যেলা অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সহকারী তাবলীগ সম্পাদক কেরামত আলী, সাতক্ষীরা যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মেছবাহুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনী, মেহেরপুর ১০ জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার দৌলতপুর থানাধীন কোদালকাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

বড়গাছি, রাজশাহী ১৬ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর বড়গাছি উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বড়গাছি এলাকার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম।

ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর শুভ উদ্বোধন

রাজশাহী ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অবস্থিত **ইসলামিক কমপ্লেক্স** রাজশাহীর নিজস্ব ক্যাম্পাসে উক্ত কমপ্লেক্স-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান **মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা** স্থানান্তরের মাধ্যমে কমপ্লেক্স-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-প্রধান চিকিৎসক ডাঃ হেলালুদ্দীন, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহাদত আলী শাহু। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এএসএম আযীযুল্লাহ, বিভিন্ন যেলা সভাপতিগণ, 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় ও মহানগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মা-বোনদের জন্য পৃথক প্যান্ডেল করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর কোষাধ্যক্ষ জনাব অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। কমপ্লেক্স-এর সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

অনুষ্ঠানে মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসার ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। যার মধ্যে ছিল কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, আরবী ও ইংরেজী সংলাপ ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে ২০১১ সালের প্রাথমিক বৃত্তি, পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণী জেডিসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে এবং ২০১১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ২০০4 সালে মাত্র ১২ জন শিক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষিকা নিয়ে বর্তমান ক্যাম্পাসের অনতিদূরে মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে ১টি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আবাসিকভাবে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে আরো ২টি ফ্ল্যাটে মোট ৮০ জন শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা হয়। এভাবে দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে মহিলা

সালাফিইয়াহ মাদরাসা বর্তমানে প্রায় ১০ বিঘা জমির বিশাল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ভিত্তিক সুশিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। কিন্তু বর্তমানের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় সাক্ষরতার হার বাড়ছে বটে। কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার নামে রায়-ক্বিয়াস ভিত্তিক মাযহাবী শিক্ষাব্যবস্থা মাদরাসা শিক্ষিতদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা অর্জন ও তা সমাজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে রাজশাহী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আজকের মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা যার মধ্যে অন্যতম শুধু নয়, বরং এদেশে সর্বপ্রথম। মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে সমস্ত শিক্ষিকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য সাহসের ফলশ্রুতিতে ২০০৪ সালে এই মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং অদ্যাবধি সুনামের সাথে মাদরাসা এগিয়ে চলেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি কুয়েতী এনজিওর দাতা ভাইদের, যারা এই ক্যাম্পাসের জমি খরিদ করে দিয়েছেন ও প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মৃত দাতাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়াও অন্যান্য যারা শুরু থেকে এবং বর্তমানে এই মহতী কাজে আর্থিক, নৈতিক ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন ও করে চলেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহর নিকটে বিশেষভাবে দো'আ করেন। তিনি কমপ্লেক্সের উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে সকলকে উদারহস্তে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মেয়র জনাব এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান লিটন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে এত বড় ক্যাম্পাস নিয়ে ইসলামিক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কমপ্লেক্স সেক্রেটারীর দাবীর প্রেক্ষিতে ঐদিন থেকেই তিনি রাত্রীকালীন টহল পুলিশকে কমপ্লেক্স ক্যাম্পাস পর্যন্ত নিয়মিত টহলের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য যে, আপাততঃ ১২টি টিনশেড সেমি পাকা শ্রেণীকক্ষ ও ১০টি আবাসিক কক্ষ নিয়ে ২০১২ সাল থেকে ক্যাম্পাসে আবাসিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হ'ল। এখানে বালিকা ইয়াতীম খানাও রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা হয়।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

নাজিরপুর, পিরোজপুর ২৪ ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলার নাজিরপুর উপযেলাধীন রঘুনাথপুর গ্রামে ডাঃ হুমায়ুন কবীরের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল যেলার উদ্যোগে যেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপযেলাধীন সুলতানী গ্রামে মাষ্টার মাহবুবুল আলমের বাড়ীতে এবং বাদ আছর 'আশা' গ্রামের মাওলানা আব্দুল খালেকের বাড়ীতে পৃথক দু'টি মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল মতীন সালাফীর শ্বশুর ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুয্যামানের পিতা জনাব আব্দুল ওয়াদূদ মাষ্টার (৯০) গত ১৯ জানুয়ারী দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় তার নিজ বাড়ী কোরপাইতে ইন্তি কাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা, নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বাদ আছর তার দ্বিতীয় পুত্র হাফেয ওয়াহীদুযযামানের ইমামতিতে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী শরীক হন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

‘ভালবাসা দিবস’কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল- রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী, প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার এই দিনকে! প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’র ইতিহাস প্রাচীন। এর সূচনা প্রায় ১৭শ’ বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত ‘আধ্যাত্মিক ভালবাসা’র মধ্য দিয়ে। এর সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ১. রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন সম্রাটের খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ২. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু’টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী ‘ইউনু’-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ৪. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্ত দেখেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ সংবাদ গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে দিনটি ভালবাসা দিবস হিসাবে কিংবা এ ধর্মযাজকের নামানুসারে ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, ‘Be my valentine’ (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ’ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে।

এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু’জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু’জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ’ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু’যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

১৮শ’ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এ সব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ’ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে’তে বিনিময় হ’ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

সবচেয়ে যে জঘন্য কাজ এ দিনে করা হয়, তা হ’ল ১৪ ফেব্রুয়ারী মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। ‘সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে’ উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’ উদ্যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। ‘ভালবাসা দিবস’-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু’টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের ‘ভালবাসা দিবস’ বরণের অনুষ্ঠান।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার পরিণতি ‘ধর ছাড়’ আর ‘ছাড় ধর’ নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু অকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল ‘জাতু আনওয়াত’। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ’ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি ‘জাতু আনওয়াত’ নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, ‘সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে’ (*মিশকাত হা/৫৪০৮*)। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে’ (*আবূ দাঊদ হা/৪০৩১*)।

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী

দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব বিদস পালন জঘন্য অপরাধ।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরিভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত, ভালবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনো জড়িত হ'তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মত বেলেল্লাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়? তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

** আবু আব্দুল্লাহ*
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১): ২০০৩ ইং জুলাই আত-তাহরীক ৯নং প্রশ্নোত্তরে লেখা হয়েছে, 'কবিরাজগণ জিনদের মাধ্যমে যেসব কথাবার্তা বলে থাকেন তা বিশ্বাস করা যাবে'। কিন্তু হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসল এবং তার কথার প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল (আহমাদ ২/৪২৯ পৃঃ)। অন্য হাদীছে রয়েছে, ৪০ দিন তার ছালাত কবুল হবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলায়মান
বোয়ালকান্দি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সূরা জিনের ১৪নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় জিনদের মধ্যে মুমিন জিনও আছে। তাদের মাধ্যমে কবিরাজগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত যেসব কথা বলে থাকেন তা বিশ্বাস করা যায়। কারণ এটা গণকের কাল্পনিক ভাগ্য নির্ণয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। গণক তারাই যারা মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার গায়েবী কথা-বার্তা বলে থাকে, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(মুসলিম হা/৫৮৬২)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : পুরুষের সতরের সীমা কতটুকু? গোসলের সময় পুরুষরা বক্ষ, পেট-পিঠ খোলা রাখতে পারবে কি?

-জামালুদ্দীন
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পুরুষের সতর নাভী হতে হাটু পর্যন্ত। তবে ছালাত আদায়কালীন সময়ে দুই কাঁধ ও নাভী হতে হাটু পর্যন্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪৫ পৃঃ)*। অবশ্য গোসলের সময় পুরুষরা উল্লেখিত অঙ্গ খোলা রাখতে পারে *(বুখারী হা/২৭৮)*। তবে পর্দার আড়ালে গোসল করা উত্তম। ইয়ালা ইবনু মুররা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলা স্থানে এক ব্যক্তিকে গোসল করতে দেখলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে মসজিদের মিম্বারে উঠে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করে, তখন সে যেন পর্দা করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৭, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'হারাম খাদ্য বর্জন ঈমানের দাবী' বইয়ে বলা হয়েছে, প্যাকেটজাত দুধ, আইসক্রীম, ঘি, লাচ্ছা সেমাই, লাক্স সাবান, আর.সি, টাইগার ইত্যাদি দ্রব্যে শূকরের চর্বি মিশানো হয়। (সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০২)। প্রশ্ন হল, উক্ত খাদ্য ও পণ্যগুলো গ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুন নূর
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : শূকরের চর্বি মিশানো প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হারাম করে দিয়েছেন, মদ, মৃতজীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, মৃত জীবের চর্বি নৌকা ও বিভিন্ন বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা এর দ্বারা চেরাগ জ্বালায়। এটা বিক্রয় সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বললেন, এটা বিক্রি করা যাবে না। কারণ তা হারাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : কেউ যদি তার স্ত্রীর অগোচরে তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয় অথবা তিন তালাক দেয়, তাহলে তাতে তালাক হবে কি? সবার মতে এক সাথে তিন তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। কিন্তু অগোচরে দিলে তা পতিত হবে কি? উক্ত প্রশ্নের জবাবে জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল উলূম লাকসাম, কুমিল্লা থেকে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়। চাই সেই তালাক স্ত্রীর উপস্থিতিতে হউক বা তার অনুপস্থিতিতে হউক। দলীল হিসাবে ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত এক সঙ্গে তিন তালাক পতিত হওয়ার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এবং ফাতাওয়া শামীর ৩/২৪৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। উক্ত জবাব কি সঠিক হয়েছে?

-ইউসুফ
জগৎপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং স্ত্রীকে জানিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আমর ইবনু হাফছ তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ফাতিমা বিনতে ক্বায়েসকে তালাক দেন এবং কিছু যবসহ তার নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠান। কিন্তু তার স্ত্রী তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার উপর তালাক সংঘটিত হয়েছে। কাজেই তার পক্ষ থেকে তোমার উপর কোন খোরপোষের দায়িত্ব নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৪)*।

দ্বিতীয়তঃ এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হবে। তিন তালাক গণ্য হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এবং আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম

দু'বছরে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত *(মুসলিম হা/১৪৭২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক দারাকুৎনীতে বর্ণিত যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় মুহাদ্দিছগণ তাকে 'মুনকার' বলেছেন। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয় *(ইরওয়াউল গালীল, ৭ম খণ্ড, হা/২০৫৪)*। এরূপ বহু 'আছার' মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক প্রভৃতিতে এসেছে। যার অধিকাংশ যঈফ, মুনকার, মওযূ ও কয়েকটা ছহীহ। কিন্তু এগুলো অগ্রহণযোগ্য। কারণ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিরোধী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : ছহীহ মুসলিমের একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওয়াসওয়াসাই সুস্পষ্ট ঈমান। উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : অনুবাদটা ভুল হয়েছে। ওয়াসওয়াসাকে ঈমান বলা হয়নি; বরং ওয়াসওয়াসার ভীতিকে ঈমান বলা হয়েছে। ছাহাবীগণের একটি দল এসে বললেন, আমাদের মনে এমন কিছু উদয় হয় যা আমরা খুব খারাপ মনে করি। কিন্তু তা মুখে প্রকাশ করাকে আমরা গুরুতর অপরাধ মনে করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এই ভীতিই তোমাদের সুস্পষ্ট ঈমান' *(মুসলিম হা/৩৫৭; মিশকাত হা/৬৪)*। তবে মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হলে আল্লাহ্র কাছে নাউযুবিল্লাহ বলে পানাহ চাইতে হবে *(বুখারী হা/৩২৭৬; মিশকাত হা/৬৫)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ঈদুল আযহার ছালাত শেষে খুৎবা না শুনে বাড়িতে এসে কুরবানী করলে উক্ত কুরবানী গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-মাসঊদ
আতাপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদুল আযহার ছালাতের পূর্বে কুরবানী করলে তা কবুল হবে না *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২)*। ছালাত ও খুৎবা দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঈদের খুৎবা শুনার জন্য ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৩২৪)*। তবে কোন যরূরী কারণে ছালাত শেষ করার পর খুৎবা না শুনেই যদি কেউ কুরবানী করে তবে তা কবুল হবে *(নাসাঈ হা/১৫৭০; ইবনু মাজাহ হা/১২৯০)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : কোন ব্যক্তি তার ভাই, জামাই ও শ্যালককে নিয়ে ছেলের জন্য বউ দেখতে পারে কি? বিয়ের পর তাদের থেকে বউকে পর্দা করতে হবে কি?

-আব্দুর রহমান
পুরাতন প্রসাদপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছেলে ব্যতীত উল্লেখিত কোন ব্যক্তিই বউ দেখতে পারবে না। তবে পরিবেশ বা আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ দেখার জন্য অভিভাবকগণ খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮)*। বিয়ের পর স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর ভাই, চাচা, মামা, ভগ্নিপতি থেকে পর্দা করতে হবে *(নূর ৩১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১০২)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : আমার অন্তরে অনেক সময় শিরকী কথার উদয় হয়। এ কারণে অস্থিরতা বোধ করি। এজন্য আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন কি?

-আব্দুস সাত্তার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত ওয়াসওয়াসার জন্য আল্লাহ বান্দাকে পাকড়াও করবেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের অন্তরে যে খটকার উদয় হয় আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিবেন- যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৩)*। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইতে হবে এবং এরূপ চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে' *(বুখারী হা/৩২৭৬; মিশকাত হা/৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯): একাকী ফরয ছালাত আদায় করার সময় মহিলারা ইক্বামত দিতে পারবে কি?

-নাবীলা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইক্বামত দিতে হবে *(বায়হাক্বী হা/১৯৯৯, সনদ হাসান; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০) : জুম'আর দিন মহিলারা বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে জুম'আ পড়বে না যোহর পড়বে?

-মারিয়াম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : যোহর পড়বে। কেননা মহিলাদের উপর জুম'আ ফরয নয়' *(আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : সূদ নেওয়া ও দেওয়া দু'টিই হারাম। কিন্তু দরিদ্র লোক কর্য চাইলে ধনীরা সূদ ব্যতীত দিতে চায় না। এক্ষণে দরিদ্র লোকদের উপায় কী? সংসার চালানোর জন্য সে সূদ দেওয়ার শর্তে ঋণ নিতে পারবে কি?

-শাকিল
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ তা'আলা রূযী দান করে থাকেন *(হূদ ৬)*। তাকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ও তাঁর সাহায্য চেয়ে জীবন-জীবিকার জন্য অন্য কোন হালাল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু সংসার চালানোর জন্য সূদের ওপর ঋণ নেওয়া যাবে না *(মুসলিম হা/২৩৯৩; মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : সূদ ও ঘুষের পার্থক্য কি? টাকা দিয়ে চাকুরি নেয়ার ফলে আমার সারাজীবনের আয় অর্থাৎ আমার বেতনের টাকা কি হারাম হয়ে যাবে?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী কলেজ।

উত্তর : সূদ হচ্ছে প্রদানকৃত বা গ্রহণকৃত বস্তু বা টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে বর্ধিত আকারে তা প্রদান বা গ্রহণ করা। আর ঘুষ হচ্ছে কিছু লাভ বা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে হাদিয়া হিসাবে কিছু প্রদান করা। এমনকি কখনও সূদের উপর ঋণ নেয়ার জন্যও ঘুষ দেয়া হয়ে থাকে। অতএব পার্থক্য স্পষ্ট। অযোগ্য বা হকদার নয় এরূপ কোন ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিয়ে থাকলে তার উপার্জন হারাম হিসাবে গণ্য হবে। কারণ সে ঘুষ দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করেছে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অভিশপ্ত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৩৩৬, ১৩৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; ছহীহ আবু দাঊদ হা/৩৫৮০)*। এমতাবস্থায় যে যোগ্য তার জন্য এ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কৃত কর্মের জন্য তাকে তওবা করতে হবে। আর যদি যোগ্যপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হতে হয় তাহলে এর জন্য ঘুষ প্রদানকারী দোষী হবে না। বরং ঘুষ গ্রহণকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে। তাকে ঘুষের অর্থ ফেরত দিয়ে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জনৈক মুফতী মানুষকে কবরস্থ করার সময় পশ্চিম দিকে কাত করে পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালের সাথে বুক ও মুখ লাগিয়ে দেন এবং বলেন এটাই হাদীছ সম্মত। উক্ত নিয়ম কি সঠিক?

-ডাঃ আ.ন.ম বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালের সাথে বুক ও মুখ লাগাতে হবে এমনটি নয়; বরং মোর্দার শরীরের ডান পার্শ্ব এবং মুখমণ্ডল ক্বিবলামুখী করে রাখতে হবে। এভাবেই রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে আমল চলে আসছে *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৬৩)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যাবে কি? অনেক আলেম বলে থাকেন, ছানা পড়তে হবে। কিন্তু অনেকে ছানা পড়তে নিষেধ করেন। অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতে ছানা পড়া কি শরী'আত বিরোধী??

-সোলায়মান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে (তাকবীরের পর) সূরা ফাতিহা পড়েছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, জানাযার ছালাতে সুন্নাত হচ্ছে- তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা *(নাসাঈ হা/১৯৮৯, সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া জানাযার ছালাতের ভিত্তি সংক্ষেপ। তাই এতে ছানা পড়া উচিত নয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৭/১১৯ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ছালাতের সাথে জানাযার ছালাতকে এক করে ছানা পড়ার দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ অন্যান্য ছালাতে রুকূ, সিজদা, তাশাহহুদ আছে, কিন্তু জানাযার ছালাতে রুকূ, সিজদা নেই। অনুরূপ অন্যান্য ছালাতে ছানা আছে, জানাযার ছালাতে ছানা নেই।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫): প্রশ্ন আমাদের কোন ইসলামী অনুষ্ঠান হলে অনেক সময় হিন্দুদের নিকট হতে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে থাকি। কিন্তু হিন্দুদের কোন অনুষ্ঠানে সামাজিকতা রক্ষার্থে সহযোগিতা করা যাবে কি?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : কাফের ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করলে অথবা হাদিয়া দিলে গ্রহণ করা যাবে। যদি এর মাধ্যমে তাদের কোন দূরভিসন্ধি না থাকে। কারণ ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, 'মুশরিকদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা' এবং তিনি কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) মুক্বাওক্বিসের নিকট হতে হাদিয়া হিসাবে মারিয়া ক্বিবতিয়াকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে দূরভিসন্ধি আছে বুঝা গেলে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমের হাদিয়া প্রত্যাখ্যানও করেছেন *(তিরমিযী হা/১৫৭৭)*। কাফেরদেরকে মানবিক ও সামাজিক সাহায্য দেয়া যাবে *(মুমতাহানাহ ৮)*। তবে শিরকী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য দেয়া যাবে না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : ক্বাযা ছিয়াম আগে আদায় করতে হবে না নফল ছিয়াম আগে আদায় করতে হবে?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : ক্বাযা ছিয়াম আগে আদায় করবে। কারণ ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার অনেক সময় থাকে। কিন্তু নফল ছিয়াম নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। যেমন শাওয়ালের ৬টি নফল ছিয়াম শাওয়ালের মধ্যেই আদায় করতে হয়। কিন্তু রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আগামী রামাযানের আগ পর্যন্ত আদায় করার সময় থাকে।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭): মহান আল্লাহ বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি

দেব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব (বাক্বারাহ ২৮৪)। উক্ত কথার ব্যাখ্যা কী? আল্লাহ আদম (আঃ)-এর ডান স্কন্ধ থেকে যে রূহগুলো বের করেছেন সেগুলো জান্নাতী। আর যেগুলো বাম স্কন্ধ থেকে বের করেছেন সেগুলো জাহান্নামী (মিশকাত হা/১১৯)। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কেন জাহান্নামী হল? এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মর্জিনা খাতুন
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : একই আলোচনা সূরা আলে ইমরান ১২৯, মায়েদাহ্ ১৮ ও ৪০ এবং ফাত্হ ১৪ আয়াতেও এসেছে। আল্লাহ তা'আলা শিরক ছাড়া অন্য পাপের সাথে জড়িতদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। বান্দা হয়তো পাপ করার সাথে সাথে এমন কিছু সৎকর্ম করে যে তা যত ছোটই হোক আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তার গুনাহ্গুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে জান্নাতে দিবেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০২)*। আবার এক বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত না খাইয়ে বন্দী করে রাখার কারণে এক নারীকে জাহান্নামে যেতে হবে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০৩)*।

আদম সন্তান পরবর্তীতে দুনিয়াতে গিয়ে স্বেচ্ছায় যা কিছু করবে তা আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। কারণ তাঁর অবস্থান দেশ ও কালের উর্ধ্বে। অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত বলে তাঁর নিকট কিছুই নেই। তাই অগ্রিম জ্ঞানের কারণে কে জান্নাতী হবে আর কে জাহান্নামী সবকিছুই তাঁর ইলমে রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত মানুষ যা করবে তার ভিত্তিতেই; তাঁর নিজের চাপানো নয়। কেননা 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন' *(আলে ইমরান ১৮২; আনফাল ৫১; হজ্জ ১০; ফুছছিলাত ৪৬; ক্বাফ ২৯)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮): 'সেই দেহ জান্নাতে যাবে না যে দেহ হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট'। প্রশ্ন হল, ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে চোরাই পথে গরুর গোশত নিয়ে এসে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্য আসে। উক্ত গোশত খেয়ে বা পণ্য ব্যবহার করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-মারযিয়া খাতুন
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যে যেখানেই অবস্থান করুক খাদ্য বা পানীয় হালাল কি-না তা জেনেই খেতে হবে। এমনকি সন্দেহ হলেও খাওয়া যাবে না। কারণ সন্দেহযুক্ত বস্তুর সাথে যে জড়িত হবে সে হারামের সাথে জড়িত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। সুতরাং চোরাই পথে আনীত এসব পণ্য জেনে-শুনে ভক্ষণ করা হালাল হবে না। তাছাড়া এটি অন্যায় কাজে সহায়তা করার শামিল *(মায়েদা ২)*। আর ইবাদত কবুলের শর্ত হ'ল হালাল রূযী *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পদের দিক দিয়ে ধনী ছিলেন, না গরীব ছিলেন? ক্বিয়ামতের দিন তিনি কি সবার চেয়ে গরীব হয়ে উঠবেন?

-আব্দুর রহমান
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে অসচ্ছলতা ও সচ্ছলতা দু'টিই ছিল। তবে তিনি দো'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন মিসকীন অবস্থায়, আমাকে মৃত্যু দিন মিসকীন অবস্থায় এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমাকে মিসকীনদের দলভুক্ত করুন! এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন যে, কেননা তারা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী হা/২৩৫২; ইবনু মাজাহ হা/৪১২৬; মিশকাত হা/৫২৪৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাঁচশত বছর পূর্বে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৪১২২; মিশকাত হা/৫২৪৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে তিন ওয়াক্ত সরবে ক্বিরাআত করে পড়া হয় আর দুই ওয়াক্ত নীরবে। এর কারণ কি?।

-ওবায়দুল্লাহ
সফিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : কুরআন-হাদীছে এর কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে কেউ কেউ এর বিভিন্ন কারণ বের করার চেষ্টা করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : জনৈক ইমাম খুৎবায় বলেছেন যে, হজ্জের সময় হাজীগণ শয়তানের উদ্দেশ্যে যে কংকর নিক্ষেপ করেন, তা জমা হয়ে পাহাড়ের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী হজ্জের আগে ফেরেশতা দ্বারা সেই কংকর অপসারণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেন যে কুরআন শরীফে এর উল্লেখ আছে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আসাদুযযামান
মিলন বাজার, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত কথাগুলো বানোয়াট। বরং সরকারের নির্দেশে পাথরগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : জনৈক আলেম বলেছেন, ৪০ জন জান্নাতী যুবকের শক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরীরে ছিল। কথাটি ছহীহ হাদীছ সম্মত?

-আব্দুল্লাহ
বড়গাছী উত্তরপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি বাতিল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯০, ১৬৮৫, ১৬৮৬)*। তবে ত্রিশ জনের সমান তাঁর শক্তি ছিল মর্মে হাদীছটি ছহীহ *(বুখারী হা/২৬৮)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার কোন সম্পত্তি পায়নি। সে নিজের পরিশ্রমে ১টি বাড়ী ও কিছু জমি করেছে। তার শুধু মেয়ে সন্তান রয়েছে পুত্র সন্তান নেই। তার ভাইয়ের ছেলেরা কি এই সম্পদের ওয়ারিছ হবে?

-আব্দুল খালেক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : একাধিক মেয়ে থাকলে তারা সবাই মিলে দু'তৃতীয়াংশ পাবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ মৃত ব্যক্তির পিতা না থাকলে ভাইয়েরা 'আছাবা' হিসাবে পাবে। ভাইয়েরা না থাকলে ভাইয়ের ছেলেরা শরী'আতের বিধি মোতাবেক 'আছাবা' হিসাবে পাবে।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : অনেকে মানত করে থাকে, আমার ছেলে ভালভাবে বিদেশ থেকে ফিরলে ৫-১০ জন ইয়াতীম-মিসকীন খাওয়াব। কিংবা মেয়ের রোগ ভাল হলে মসজিদ বা মাদরাসায় এত টাকা দান করব। এভাবে মানত করা যাবে কি?

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : শারী'আত অনুমোদিত যে কোন নেকীর কাজ করার মানত করলে তা বৈধ হবে। যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোন মানত হয় এবং তা কোন শরী'আত বিরোধী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে তা করা যাবে এবং তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করবে সে যেন তা করে, আর যে তাঁর নাফরমানী করার মানত করবে সে যেন তা না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : জনৈক হানাফী ভাই আহলেহাদীছদেরকে বলেন, তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফাতাওয়া মানেন না। কিন্তু নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) যা বলেন তাই বিশ্বাস করেন। তিনি আরো বলেছেন, আহলেহাদীছগণ তাক্বলীদ করেন না। কিন্তু তারা আলবানীর তাক্বলীদ করেন। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : আহলেহাদীছগণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে সর্বাপেক্ষা বেশী অনুসরণ করে থাকেন। কারণ হাদীছ ছহীহ হলেই সেটি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব *(হাশিয়াহ ইবনু আবেদীন ১/৬৩)*। আর আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। দলীল ছাড়া কোন কিছুর অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলা হয়। আর দলীলের অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলা হয়। অতএব আহলেহাদীছগণ শায়খ আলবানীর তাক্বলীদ করেন না। বরং তার দলীল ভিত্তিক কথাগুলিকে গ্রহণ করেন। তিনি কোন ক্ষেত্রে ভুল করেছেন প্রমাণিত হলে আহলেহাদীছগণ তা গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পড়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মীযানুর রহমান
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় থাকলে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে *(আবুদাঊদ হা/৬৩৭)*। ছালাত বা যে কোন অবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় গেলে তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অতএব সর্বাবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : কোন ব্যক্তি গান-বাজনাসহ অন্যান্য অপকর্ম চালু রেখে মারা গেলে তার পাপের ভাগ সে পেতে থাকবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
নওগাঁ।

উত্তর : হাঁ উক্ত পাপের ভাগ মরণের পরেও তার আমলনামায় জারি থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করল, তার পাপ এবং যারা ঐ মন্দ কাজ করল, তাদের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; তিরমিযী হা/২৬৭৫; ইবনু মাজাহ হা/২০৭, ২২৩)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : একজন মুছল্লী তার নিজের চাওয়া-পাওয়াসহ যাবতীয় মুনাজাত কখন কিভাবে করবে?

-ডাঃ আলফায
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : সালাম ফিরানোর পূর্বে তাশাহহুদে বসে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ ইচ্ছামত পড়তে পারবে *(বুখারী হা/৯২৪; মিশকাত হা/৯০৯)*। এছাড়া সিজদাতেও হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলো বেশী বেশী পড়া যাবে *(মুসলিম হা/১১০২)*। কারো দো'আ মুখস্থ না থাকলে ছালাতের বাইরে যেকোন ভাষায় যেকোন বৈধ দো'আ করতে পারে। তবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করতেন, যা দুনিয়া ও আখেরাতের সব চাহিদাকে শামিল করে। যেমন 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া...'। এছাড়া দুই সিজদার মাঝে বসে 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী...' দো'আটিও বান্দার সব চাওয়াকে শামিল করে।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : আমাদের এলাকার অধিকাংশ মানুষ জমি বন্ধক রাখে। ৫০,০০০ টাকায় ১ বিঘা জমি নেয়। মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত জমির পুরা ফসল গ্রহীতা ভোগ করে। আবার টাকা ফেরত নেওয়ার সময় পুরা টাকাই ফেরত নেয়। এগুলো কি সূদের অন্তর্ভুক্ত? এদের ইবাদত কবুল হবে কি?

-আমির
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রহণ করা হারাম *(নিসা ২৯)*। এধরনের বন্ধকী প্রথা যুলুম এবং সূদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করলে এবং তা থেকে পানাহার এবং পরিধান করলে তার ইবাদত কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : 'হা-মীম' 'ইয়াসীন' নাম রাখা কি শরী'আত সম্মত? ইসলামে নাম রাখার মূলনীতি কী?

-সুরাইয়া, নরসিংদী।

উত্তর : এসব অর্থহীন নাম রাখা উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) মন্দ নামকে পরিবর্তন করে অর্থপূর্ণ ভাল নাম রাখতেন *(তিরমিযী হা/২৮৩৮, ২৮৩৯)*। অতএব এমন কোন নাম রাখা উচিত নয় যার কোন অর্থ নেই। যেমন হামীম ও ইয়াসীন শব্দগুলোর অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। এমন গুণ সম্বলিত নামও রাখা উচিত নয় যা বান্দার গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭২৯; দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : ক্বাযী পেশা তথা বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রী করার পেশা কি শরী'আত সম্মত?। ইসলামী খিলাফতে এই প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ কাযেম
কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী।

উত্তর : বিবাহের আক্বদের বিষয়টি সুন্নাত। তবে তা লিখা আর না লিখার বিষয়টি বর-কনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বর্তমানে বহুমুখী প্রয়োজনের তাকীদেই বিবাহ রেজিষ্ট্রী করা হয়। অফিস, আদালত, হজ্জ, চাকুরী ইত্যাদিতে কেউ যেন প্রতারিত না হয় সে ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগে। এ জন্য সরকার ক্বাযীদেরকে নিয়োগ দিয়ে থাকে। অতএব এ পেশায় কোন দোষ নেই। ইসলামী খেলাফতে প্রজাদের কল্যাণে শরী'আতের মূলনীতির অনুকূলে যেকোন বিধান জারি করার এখতিয়ার রয়েছে। তাই বিগত যুগে এ প্রথার অস্তিত্ব ছিল কি-না, সেটা বড় কথা নয়।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরার পিতৃ পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে কুরআন এবং হাদীছে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতেও কোন তথ্য মিলে না। তবে তিনি একজন মিসরীয় নারী ছিলেন।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : হাঁস, মুরগী, কবুতর, পাখী যবহ করার পর রক্ত বের না হতেই নাড়ীভুঁড়িসহ গরম পানিতে ফেলে দিলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আবুল মুহসিন
বাসুলী, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : পশুর গোশত খাওয়া হালাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে 'বিসমিল্লাহ' বলে এমন বস্তু দ্বারা যবহ করা যেন রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্ত যদি প্রবাহিত না হয়, তাহলে তা খাওয়া যাবে না *(তিরমিযী হা/১৪৯১; নাসাঈ হা/৪৪০৪)*। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর নাড়ীভুঁড়িসহ গরম পানিতে ছেড়ে দিলে সে পশুর গোশত খাওয়া যাবে। তবে সেটা রুচির ব্যাপার।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : কোন মুছল্লী জুম'আর দিনে মিষ্টি (খাজা, বাতাসা) দিয়ে দো'আ চাইলে সকলে মিলে ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? অনুরূপ ঐ মিষ্টি খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মসীহুর রহমান
দাঊদপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : মিষ্টি অথবা নিজ গাছের ফলমূল হাদিয়া হিসাবে ছওয়াব লাভের আশায় খাওয়ালে খাওয়া যাবে। এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫১)*। তবে খাওয়ার বিনিময়ে দো'আ করতে হবে এই নিয়তে খাওয়া বৈধ হবে না। দু'হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দো'আ করাও যাবে না। কেউ দো'আ চাইলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য দো'আ করবে *(বুখারী হা/৪৩২৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : যে সমস্ত ছাগলের শিং উঠেনি যাকে ন্যাড়া ছাগল বলা হয়, সে সমস্ত ছাগল কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন
কেশবপুর, যশোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) শিংওয়ালা পশু কুরবানী দিয়েছেন *(বুখারী হা/১৭১২; মিশকাত হা/১৪৫৩*। সুতরাং শিংওয়ালা পশু কুরবানী করাই উত্তম। একান্তই যদি না পাওয়া যায় তাহলে শিং বিহীন ছাগল কুরবানী করা যায়।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : বাংলাদেশ সরকারের আইন আছে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী তার পাওয়া পেনশনের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখলে মাসে মাসে ৯৫০ টাকা করে লাভ দেওয়া হবে। এই লভ্যাংশ বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ হানযালা
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

উত্তর : বৈধ হবে না। এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৩৮১৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবেন আলেমরা। আবার জাহান্নামে যাবেন সর্বপ্রথম আলেমরা। কথাটা কতটুকু সত্য?

-সুলতানা আখতারা
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়ছালা করা হবে। তারা হচ্ছে- শহীদ, আলেম ও ধনী। তাদের সৎকর্ম সমূহ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হওয়ার কারণে তাদের দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে *(তিরমিযী হা/২৩৮২)*। তারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ) এবং দরিদ্র মুহাজিরগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যারা আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক হিসাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭১)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : আলেমদের মুখে শুনা যায়, যারা রাসূল (ছাঃ) ও পুরুষ ও মহিলা ছাহাবীদের নামে নাম রাখে, তাদেরকে নাকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের নামের ওয়াসীলায় আল্লাহ জান্নাত দিবেন। এ কথা কি সঠিক?

-আব্দুল খালেক
তারাগুনিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে মসজিদের নীচতলা সম্পূর্ণ মার্কেট করে ২য় তলায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
গোয়ালপাড়া, সৈয়দপুর।

উত্তর : ভাড়া দেয়া যাবে। তবে কোন হারাম বস্তুর ব্যবসা করার জন্য দেয়া যাবে না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : দাড়ি রাখার সঠিক বিধান কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : দাড়ি রাখা অবশ্য পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। উক্ত মর্মে বিভিন্ন আদেশ সূচক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৩ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১২ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৮

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১-০৪ ফেব্রুয়ারী	০৬-০৮ রবী. আউয়াল	১৯-২২ মাঘ	৫ : ১৮	১২ : ১৫	৩ : ১৪	৫ : ৪৫-৪৭	৭ : ০৭
০৫-০৯ ,,	০৯ -১৩ ,,	২৩-২৭ ,,	৫ : ১৬	১২ : ১৫	৩ : ১৫	৫ : ৪৭-৫০	৭ : ১০
১০-১৪ ,,	১৪ -১৮ ,,	২৮ মাঘ-০২ ফাল্গুন	৫ : ১৪	১২ : ১৫	৩ : ১৫	৫ : ৫০-৫৩	৭ : ১৩
১৫-১৯ ,,	১৯ -২৩ ,,	০৩-০৭ ফাল্গুন	৫ : ১১	১২ : ১৫	৩ : ১৬	৫ : ৫৩-৫৬	৭ : ১৫
২০-২৪ ,,	২৪-২৯ ,,	০৮-১২ ,,	৫ : ০৮	১২ : ১৪	৩ : ১৬	৫ : ৫৭-৫৯	৭ : ১৯
২৫-২৮ ,,	০১-০৫ রবিঃ আখের	১৩-১৭ ,,	৫ : ০৪	১২ : ১৪	৩ : ১৭	৫ : ৫৯-০১	৭ : ২২
০১-০৪ মার্চ	০৬-০৯ রবীঃ আখের	১৮-২১ ফাল্গুন	৫ : ০১	১২ : ১৩	৩ : ১৭	৬ : ০২-০৩	৭ : ২৪
০৫-০৯ ,,	১০-১৪ ,,	২২-২৬ ,,	৪ : ৫৮	১২ : ১২	৩ : ১৮	৬ : ০৩-০৫	৭ : ২৬
১০-১৪ ,,	১৫-১৯ ,,	২৭-৩১ ,,	৪ : ৫৩	১২ : ১১	৩ : ১৯	৬ : ০৬-০৮	৭ : ২৮
১৫-১৯ ,,	২০-২৪ ,,	০১-০৫ চৈত্র	৪ : ৪৮	১২ : ১০	৩ : ১৯	৬ : ০৮-০৯	৭ : ৩০
২০-২৪ ,,	২৫-২৯ ,,	০৬-১০ ,,	৪ : ৪৩	১২ : ০৯	৩ : ১৯	৬ : ১০-১১	৭ : ৩২
২৫-৩১ ,,	৩০ রবীঃ আখের-০৬ জুমাঃ উলাঃ	১১-১৭ ,,	৪ : ৩৮	১২ : ০৭	৩ : ১৯	৬ : ১২-১৪	৭ : ৩৪